অধিকতর উৎপাদনমুখী বিশ্বায়ন

একসাথে আমরা সফল

লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড
বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০

আমাদের দর্শন

বিশ্বের সবচেয়ে সেরা সাফল্য অর্জনকারী শিল্পজাত গ্যাস ও প্রকৌশল কোম্পানি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্য পূরণে আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ। আমাদের এই কোম্পানি পারস্পরিক সম্পর্কে ঋদ্ধ এক বিশ্বে আমাদের গ্রাহকদের যে কোন প্রয়োজনে উদ্ভাবনীমূলক ও দীর্ঘস্থায়ী সেবা নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দেয়।

আমাদের ব্রত

আমরা প্রতিদিন আমাদের এই পৃথিবীকে আরো সমৃদ্ধশালী করে তোলার ব্রতে নিয়োজিত। উচ্চ মানসম্পন্ন কার্যক্রম, প্রযুক্তি ও বিভিন্ন সেবা প্রদানের মাধ্যমে আমরা আমাদের গ্রাহকদের জীবনে আরও সাচ্ছন্দ্য বয়ে আনার পাশাপাশি আমাদের এই গ্রহটির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা ও এর সুরক্ষা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গ্রাহকদের আমরা প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করছি।

আমাদের কৌশলগত নির্দেশনা

একটি বৃহদাকার বৈশ্বিক অবস্থানের প্রেক্ষিতে আমাদের ব্যক্তিক ও সামষ্টিক শক্তিকে কাজে লাগানোর লক্ষ্য আমরা একটি একক লিন্ডে হিসেবে কাজ করবো। শিল্পজাত গ্যাসের উপর নির্ভরশীল গুরুত্বপূর্ণ এলাকাসমূহে আমরা আমাদের পরিষেবা আরও নিবিড় করবো এবং আমাদের জমে থাকা প্রচুর কাজ রয়েছে যা আমরা সম্পন্ন করবো। এই একীভূত কোম্পানির বিশাল সম্ভাবনা পুরোপুরি কাজে লাগানোর প্রয়াস চালিয়ে যেতে আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ।

আমাদের একান্ত নিজস্ব মূল্যবোধসমূহ

নিরাপত্তা

নিরাপত্তা আমাদের প্রথম অগ্রাধিকার। আমরা বিশ্বাস করি যে, সকল দুর্ঘটনা প্রতিরোধযোগ্য এবং আমাদের লক্ষ্য হল মানুষ, সমাজ ও পরিবেশের কোন ক্ষতি যাতে না ঘটে তা নিশ্চিত করা। বিশ্বব্যাপী আমাদের নিরাপত্তা সংস্কৃতি ও সাফল্য আরো উন্নত করার লক্ষ্যে আমরা নিরলস কাজ করে যাচ্ছি।

সততা ও নিষ্ঠা

আমরা সবসময় নৈতিকতা ও সর্বোচ্চ সততা ও নিষ্ঠার সাথে আমাদের লক্ষ্য পূরণের প্রয়াস চালাই। আমাদের ব্যবসায় সততা সংক্রান্ত নীতির আলোকে আমরা আমাদের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, কর্মকর্তা-কর্মচারি এবং ব্যবসায় অংশীদারগণের মাঝে স্বচ্ছ ও শ্রদ্ধাপূর্ণ পারস্পরিক সম্পর্ক প্রত্যাশা করি।

সমাজ

আমরা যে সমাজে বসবাস ও কার্যক্রম পরিচালনা করি, সে সমাজের উন্নয়ন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ। আমাদের কোম্পানিতে কর্মরত ব্যক্তিবর্গের স্বেচ্ছাশ্রমের পাশাপাশি আমাদের পরিচালিত দাতব্য কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে যা আমাদের সবার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ও দীর্ঘস্থায়ী অবদান রাখবে।

অন্তর্ভুক্তকরণ

সর্বোচ্চ পর্যায়ের মেধাবীদের আকৃষ্ট করা, তাদের যোগ্য করে গড়ে তোলা ও কোম্পানিতে তাদের ধরে রাখার পাশাপাশি উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন বিভিন্ন টীম বা কর্মীবাহিনী গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমরা আমাদের কোম্পানির কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে বৈচিত্রপূর্ণ ও ব্যাপক পরিসরে অন্তর্ভুক্তকরণ নিশ্চিত করার প্রয়াস চালাই। সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে গুরুত্ব প্রদানের পাশাপাশি বৈচিত্রপূর্ণ উৎস ও পর্যায় হতে প্রাপ্ত মতামত, চিন্তা-ভাবনা ও উপলব্ধি কাজে লাগিয়ে আমরা আমাদের সকল প্রতিশ্রুতি ও সম্ভাবনা বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করি।

জবাবদিহিতা

আমরা ব্যক্তিগত ও সামষ্টিকভাবে আমাদের কার্যক্রমের ব্যাপারে জবাবদিহিতার চর্চা করে থাকি। আমরা যা অর্জন করি এবং যেভাবে অর্জন করি তার উপর গুরুত্ব আরোপ করি এবং আমরা ব্যক্তিগত ও কোম্পানির লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতে বদ্ধপরিকর।

সূচীপত্র

সংক্ষিপ্ত কর্পোরেট বিবরণ

৮৮ কোম্পানির দর্শন
৯০ আর্থিক ইতিবৃত্ত
৯১ এক নজরে সারা বছর
৯১ মূল্য সংযোজিত বিবরণ

শেয়ারহোল্ডারগণের বিজ্ঞপ্তি

৯২ কর্পোরেট ইতিহাস
৯৩ কর্পোরেট নির্দেশিকা
৯৪ বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

স্ট্যাটুটরি প্রতিবেদন

৯৫ পুঁজি বাজারে কোম্পানি
৯৬ পরিচালনা পর্ষদ
৯৯ সভাপতির বিবৃতি
১০১ পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন
১১৯ কর্পোরেট শাসন ব্যবস্থা
১২৪ পরিচালকগণের দায়িত্বসমূহের বিবরণী
১২৫ অডিট কমিটির প্রতিবেদন
১২৬ মনোনয়ন ও সম্মানী কমিটির প্রতিবেদন

আর্থিক প্রতিবেদন

১২৭ শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি কনসলিডেটেড স্বতন্ত্র অডিটর প্রতিবেদন
১৩০ শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি স্বতন্ত্র অডিটর প্রতিবেদন
১৩৩ কনসলিডেটেড আর্থিক অবস্থার বিবরণ
১৩৪ কনসলিডেটেড লাভ ও ক্ষতি এবং অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণ
১৩৫ কনসলিডেটেড ইক্যুইটি পরিবর্তনের বিবরণ
১৩৬ কনসলিডেটেড নগদ অর্থ প্রবাহের বিবরণ
১৩৭ আর্থিক অবস্থার বিবরণ
১৩৮ লাভ ও ক্ষতি এবং অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণ
১৩৯ ইক্যুইটি পরিবর্তনের বিবরণ
১৪০ নগদ অর্থ প্রবাহের বিবরণ
১৪১ হিসাবের টীকাসমূহ

আর্থিক ইতিবৃত্ত

		২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০
রেভিনিউ	টাকা '০০০	৩,৯৩৩,১৮৫	৪,২৭০,৫৮৫	৪,৯৪১,৭৯৯	৫,৪৬০,১৯০	৫,৬৮৩,৪৪১	৪,৭১১,৪১৭
কর-পূর্ব মুনাফা	"	৮৮১,৩৪৩	১,১৯০,৮৩২	১,৩০৪,২৬০	১,৩৬৪,৪৭৪	১,৬৬০,৯৮৯	১,৪৪৪,৮৭৬
ইবিআইটিডিএ (EBITDA)	"	১,০৩১,১০৪	১,৩৮১,৭৯৬	১,৫১৬,৪৪৮	১,৬২২,১৪৮	১,৮৮৭,৩২৪	১,৬৮১,৬৮৪
কর বরাদ্দ	"	২১৩,০৮৬	৩২৪,১১৪	১৭১,৪৩২	৩৬০,৭০০	(৪২৯,৪০১)	(৩৭১,২৬৭)
বিলম্বিত কর	"	১৭,৭৮৬	(১৪,৪৮০)	১৮০,০৯০	২৯,৩০২	৫৩,২৮৩	৩০,৬০২
আয়	"	৬৫০,৪৭১	৮৮১,১৯৮	৯৫২,৭৩৮	১,০০৩,৭৭৪	১,২৩১,৫৮৮	১,০৭৩,৬০৯
প্রস্তাবিত চূড়ান্ত লভ্যাংশ	"	১৬৭,৪০১	১৬৭,৪০১	২১৩,০৫৬	৫৭০,৬৮৬	৭৬০,৯১৪	৬০৮,৭৩১
অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ প্রদান	"	৩০৪,৩৬৬	৩০৪,৩৬৬	৩০৪,৩৬৬	–	-	-
সাধারণ সংরক্ষিত তহবিল	"	২,৬১৩,২০৭	৩,০৩২,৭৫০	৩,৫২৩,৬৩৬	৪,৩২০,৫০৮	৪,৯৫৬,৫২৬	৫,২৬১,৬৫৪
শেয়ার মূলধন	"	১৫২,১৮৩	১৫২,১৮৩	১৫২,১৮৩	১৫২,১৮৩	১৫২,১৮৩	১৫২,১৮৩
পুনঃমূল্যায়ন বাবদ সংরক্ষণ	"	২০,১৭৪	–	–	–	-	-
শেয়ারহোল্ডারদের ইক্যুইটি	"	২,৭৮৫,৫৬৪	৩,১৮৪,৯৩৩	৩,৬৭৫,৮১৯	৪,৪৭২,৬৯১	৫,১০৮,৭০৯	৫,৪১৩,৮৩৭
নীট স্থায়ী সম্পত্তি	"	১,৯১৪,৪০৫	২,৫৪৩,৯৩৫	৩,২১৮,৬৩৮	৩,৪৪৫,৪৬২	৩,৬১৭,৬৩৯	৩,৪৩৬,৯৪৫
অবচয়	"	১৬২,৬১৭	২০১,৮৬৩	২১৯,৬৫১	২৮০,০৬৫	২৯২,০৮৬	৩০৯,৯৯৬
শেয়ারপ্রতি আয়	টাকা	৪২.৭৪	৫৭.৯০	৬২.৬০	৬৫.৯৬	৮০.৯৩	৭০.৫৫
পি ই রেশিও-টাইমস		২৭	২২	২১	১৮	১৬	১৮
কর্মচারী হতে মূলধন ফেরত	%	২৪	২৮	২৬	২২	২৪	২০
মোট মুনাফার আনুপাতিক হার	%	৪৩	৪৬	৪৭	৪২	৪৪	৪৭
ইক্যুইটি দেনা বাবদ আনুপাতিক হার-টাইমস		–	–	–	–	-	-
চলতি আনুপাতিক হার-টাইমস		২.৪৪	১.৫৫	১.৬৭	২.০১	২.২৪	২.৫৭
শেয়ারপ্রতি লভ্যাংশ	টাকা	৩১.০০	৩১.০০	৩৪.০০	৩৭.৫০	৫০	৪০
লভ্যাংশ	%	৩১০	৩১০	৩৪০	৩৭৫	৫০০	৪০০
শেয়ারপ্রতি নীট সম্পত্তি	টাকা	১৮৩.০৪	২০৯.২৮	২৪১.৫৪	২৯৩.৯০	৩৩৫.৭০	৩৫৫.৭৫
শেয়ারপ্রতি পরিচালনা থেকে নগদ প্রবাহ	"	৬৭.১৪	৭৩.১৮	৭৬.১৩	৭৬.৮৭	১০৩.২৫	৭৭.৭০

রেভিনিউ

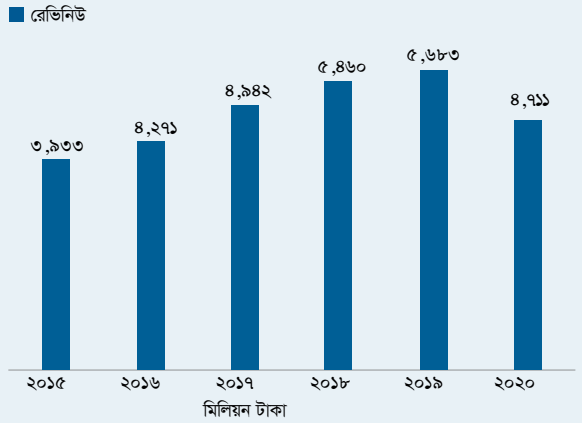

আয় ও লভ্যাংশ

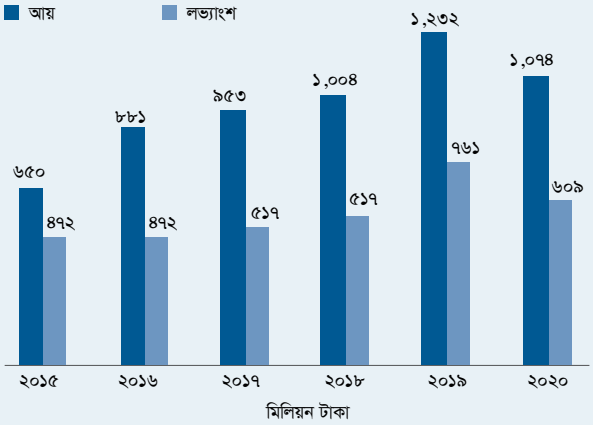

শেয়ারপ্রতি নীট সম্পত্তি

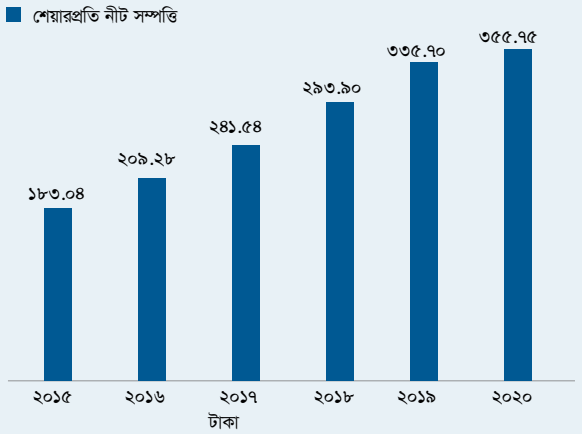

মূল্য আয়ের অনুপাত

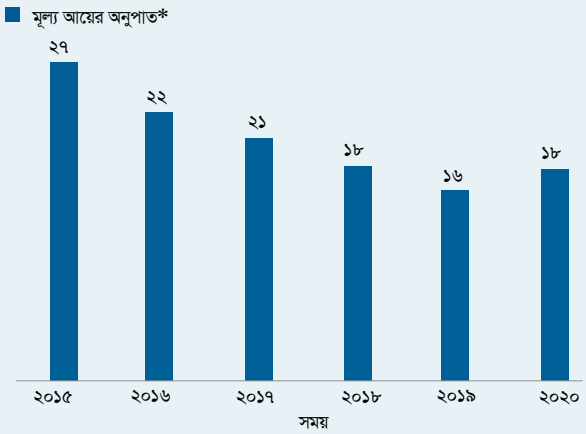

*প্রস্তাবিত লভ্যাংশ এবং ইক্যুইটির অন্যান্য উপাদানের অন্তর্ভুক্তির সমন্বয় সাধন।

এক নজরে সারা বছর

		২০২০	২০১৯	২০১৯ এর তুলনায় পরিবর্তন
রেভিনিউ	টাকা '০০০	৪,৭১১,৪১৭	৫,৬৮৩,৪৪১	-১৭.১০%
কর-পূর্ব মুনাফা	"	১,৪৪৪,৮৭৬	১,৬৬০,৯৮৯	-১৩.০১%
আয়	"	১,০৭৩,৬০৯	১,২৩১,৫৮৮	-১২.৮৩%
শেয়ারপ্রতি আয়	টাকা	৭০.৫৫	৮০.৯৩	-১২.৮২%

রেভিনিউ, কর-পূর্ব মুনাফা ও আয়

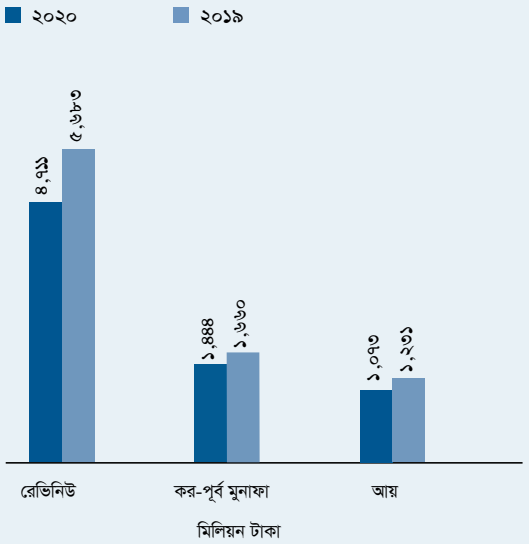

২০১৯ এর তুলনায় পরিবর্তন %

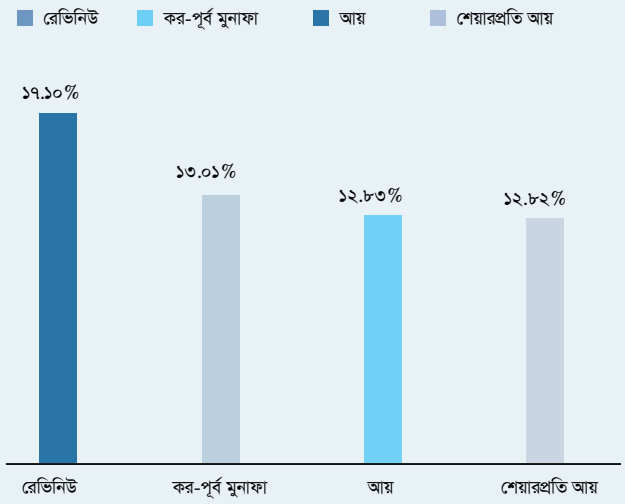

মূল্য সংযোজিত বিবরণ

	৩১শে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের			
		২০২০		২০১৯
	টাকা '০০০	%	টাকা '০০০	%
মূল্য সংযোজন				
টার্ণওভার (করসহ)	৫,৪২২,৮৮৩		৬,৫৪৮,৬৮৪	
মালামাল ক্রয় এবং সেবাসমূহ	(২,৪৭৭,০৮৪)		(৩,২১০,৪২৭)	
	২,৯৪৫,৭৯৯		৩,৩৩৮,২৫৭	
ব্যাংক জমা বাবদ সুদসহ অন্যান্য আয়/(ক্ষতি)	৭৩,৩১২		৭১,১৯৯	
বিতরণযোগ্য	৩,০১৯,১১০	১০০	৩,৪০৯,৪৫৬	১০০
বিতরণ				
কর্মচারিবৃন্দকে-পারিশ্রমিক ও সুযোগ সুবিধা বাবদ	৫৪৭,১৫৩	১৮%	৫৮২,৭৩৬	১৭%
মূলধন সরবরাহকারীদেরকে:				
(ক) ঋণের উপর সুদ	৬৮১	০%	১,৬৭৯	০%
(খ) চূড়ান্ত লভ্যাংশ (প্রস্তাবিত)	৬০৮,৭৩২	২০%	৭৬০,৯১৫	২২%
সরকারকে কর, ভ্যাট, শুল্ক এবং অধিকর বাবদ	১,০৮২,৭৩৩	৩৬%	১,২৯৪,৬৪৪	৩৮%
পুনঃ বিনিয়োগ এবং প্রবৃদ্ধির জন্য রক্ষিত:				
(ক) অবচয়	৩১৪,৯৩৫	১০%	২৯৮,৮১০	৯%
(খ) সংরক্ষণ এবং উদ্বৃত্ত	৪৬৪,৮৭৭	১৫%	৪৭০,৬৭৩	১৪%
	৩,০১৯,১১০	১০০	৩,৪০৯,৪৫৬	১০০

কর্পোরেট ইতিহাস

নবগঠিত লিন্ডে পিএলসি বিশ্বে একটি শীর্ষ স্থানীয় শিল্পজাত গ্যাস ও প্রকৌশল কোম্পানী। ২০১৮ সালের অক্টোবর মাসে দুটি বিশ্বমানের কোম্পানি প্রাক্‌জাইর এবং লিন্ডে এজি কোম্পানির সাথে একীভূত হয়ে প্রায় ১৪০ বছরের সফল সাফল্য এবং ইতিহাস বহন করে। বর্তমানে আমরা ওয়ান লিন্ডে হিসেবে কাজ করি যা এই সংহতকরণের মান পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করতে আমাদের বিস্তৃত পদক্ষেপ এবং ক্ষমতা অর্জনের জন্য আশি হাজার কর্মকর্তা-কর্মচারি একশতটির অধিক দেশকে একত্রিত করার সম্মিলিত শক্তির প্রতিনিধিত্ব করে।

২০২০ অর্থবছরে মোট বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল ২৭ বিলিয়ন ইউএসডি (যা ২০১৯ সালে ছিল ২৪ বিলিয়ন ইউএসডি)।

বাংলাদেশে আমাদের উত্তরাধিকার

লিন্ডে গ্রুপের একটি সদস্য প্রতিষ্ঠান লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড একটি নীরব অংশীদার হিসেবে দেশের উন্নয়নে অবদান রেখে যাচ্ছে। কর্ম-সম্পর্কিত মূল্যবোধে ঋদ্ধ একটি জোরালো নিজস্ব সংস্কৃতি বহু বছরের দীর্ঘ পরিক্রমায় লিন্ডে বাংলাদেশের অবস্থান সুদৃঢ় করার পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানটিকে করেছে সমৃদ্ধ আর সুদীর্ঘ ষাট বছরেরও অধিককাল ব্যাপী এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতার পাশাপাশি এর কার্যক্রম ও ব্যবসায়ের অব্যাহত বিস্তারের মধ্য দিয়ে এই সমৃদ্ধির প্রতিফলন ঘটেছে।

আমরা আমাদের পণ্যসমূহ ৩৫,০০০-এরও অধিক গ্রাহকের নিকট বিক্রয় করে থাকি। এসব গ্রাহকের মধ্যে রয়েছে রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও পেট্রো কেমিক্যাল হতে শুরু করে ইস্পাত শিল্প-কারখানার মত ব্যাপক পরিসর ও বৈচিত্রের শিল্প-কারখানাসমূহ। ৩০০ এর মতো প্রশিক্ষিত, কর্মোদ্দীপ্ত ও পেশাদার সদস্যসমৃদ্ধ আমাদের টিম আমাদের গ্রাহকদের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে দেশব্যাপী তিনটি বড় আকারের লোকেশনে ২৪ ঘন্টা আমাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন।

লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেডে আমরা আমাদের পণ্য ও সেবার গুণগত মান বজায় রাখায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমাদের উদ্দেশ্য হলো আমাদের কোম্পানিতে কর্মরত ব্যক্তিবর্গ, গ্রাহক ও সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের জন্য স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও পরিবেশগত ক্ষেত্রে সর্বোত্তম অবস্থা নিশ্চিত করা।

এক নজরে আমাদের অগ্রগতির উল্লেখযোগ্য ধাপসমূহ:

১৯৫৮ পাকিস্তান অক্সিজেন লিমিটেড

১৯৭৩ বাংলাদেশ অক্সিজেন লিমিটেড (বিওএল) নাম পরিগ্রহ করে। জয়েন্ট স্টক অব কোম্পানিজ-এ অন্তর্ভুক্ত হয় এবং নবগঠিত দেশের প্রথম পূর্ণাঙ্গ কোম্পানি হিসেবে সরকারের অনুমোদন লাভ করে।

১৯৭৬ প্রথম CO_2 প্ল্যান্ট চালু করা হয়।

১৯৭৯ ওয়েল্ডিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র যাত্রা শুরু করে।

১৯৯৫ কোম্পানির নাম "বাংলাদেশ অক্সিজেন লিমিটেড" হতে "বিওসি বাংলাদেশ লিমিটেড-এ পরিবর্তিত হয়।

১৯৯৭ রূপগঞ্জস্থ এএসইউ প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়।

১৯৯৯ ২০ টিপিডি উৎপাদন স্থাপনাসহ শীতলপুর প্ল্যান্ট চালু করা হয়।

২০০০ এ্যাসপেন (ASPEN) এবং এলপিজি বোতলজাতকরণ প্ল্যান্ট স্থাপন।

২০০৪ নবনির্মিত কর্পোরেট কার্যালয়ে গমন।

২০০৬ লিন্ডে গ্রুপ, জার্মানী কর্তৃক অধিগ্রহণ।

২০১০ বাংলাদেশী মুদ্রায় একশ কোটি টাকা মুনাফা অর্জন।

২০১১ কোম্পানির নাম "বিওসি বাংলাদেশ লিমিটেড" হতে "লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড"-এ পরিবর্তন।

২০১৩ বগুড়ার এলপিজি বোতলজাতকরণ প্ল্যান্ট বিক্রয়।

২০১৭ রূপগঞ্জস্থ ১০০ টিপিডি রূপগঞ্জ প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়।

২০১৯ রূপগঞ্জস্থ ৩৬ টিপিডি CO_2 প্ল্যান্ট চালু করা হয়।

কর্পোরেট নির্দেশিকা

সভাপতি

জনাব আইয়ুব কাদরী

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

জনাব সুজিত কুমার পাই

স্বতন্ত্র পরিচালক

মিস রূপালী এইচ চৌধুরী
জনাব তানজিব-উল আলম

চীফ ফিনান্সিয়াল অফিসার

জনাব মো: আনিছুজ্জামান

পরিচালক

জনাব মলয় ব্যানার্জী
জনাব মোঃ আবুল হোসেন
(২২শে অক্টোবর ২০১৯-তে যোগদান ও ২৬শে ফেব্রুয়ারি ২০২০-তে পদত্যাগ)
জনাব পাভান মাইসৌরী ভিজয় কুমার

কোম্পানি সচিব

জনাব আবু মোহাম্মদ নিছার

অডিট কমিটি

মিস রূপালী এইচ চৌধুরী
জনাব মলয় ব্যানার্জী
জনাব তানজিব-উল আলম

হেড অফ ইন্টারনাল অডিট

জনাব জয়নুল আবেদিন সাকিল

মনোনয়ন ও সম্মানী কমিটি (এনআরসি)

মিস রূপালী এইচ চৌধুরী
জনাব মলয় ব্যানার্জী
জনাব তানজিব-উল আলম

ব্যাংকসমূহ

দি হংকং সাংহাই ব্যাংকিং কর্পো: লি:
স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক লি:

আইন উপদেষ্টা

হক অ্যান্ড কোম্পানি

অডিটর

স্ট্যাটুটরী অডিটর
হোদা ভাসি চৌধুরী এন্ড কোং
চার্টাড একাউনটেন্টস্

কমপ্লায়েন্স অডিটর
রহমান রহমান হক
চার্টাড একাউনটেন্টস্

ফ্যাক্টরীসমূহ

রূপগঞ্জ
ধুপতারা, রূপগঞ্জ
নারায়ণগঞ্জ
শীতলপুর
সীতাকুন্ড
চট্টগ্রাম

রেজিস্ট্রিকৃত কার্যালয়

কর্পোরেট অফিস
২৮৫ তেজগাঁও শি/এ
ঢাকা ১২০৮

বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা যাচ্ছে যে, লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ৪৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা ভার্চুয়্যাল ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম-এ নিম্নলিখিত লিংক-এ https://tinyurl.com/lindeagm2021, আগামী ২৭ মে, ২০২১, রোজ বৃহস্পতিবার, সকাল ১১:০০ টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভার আলোচ্যসূচী নিম্নরূপঃ

১. ৩১শে ডিসেম্বর ২০২০ সমাপ্ত বছরের হিসাব, অডিটরদের এবং পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন গ্রহণ ও অনুমোদন।
২. ৩১শে ডিসেম্বর ২০২০ সমাপ্ত বছরের জন্য লভ্যাংশ ঘোষণা।
৩. পরিচালক নির্বাচন।
৪. অডিটর নিয়োগ ও সম্মানী নির্ধারণ।
৫. কমপ্লায়েন্স অডিটর নিয়োগ ও সম্মানী নির্ধারণ।

পরিচালকমন্ডলীর আদেশক্রমে

আবু মোহাম্মদ নিছার
কোম্পানি সচিব
৮ই এপ্রিল ২০২১

রেজিষ্ট্রিকৃত কার্যালয়
কর্পোরেট অফিস
২৮৫ তেজগাঁও শি/এ
ঢাকা ১২০৮

টীকা

১. যে সকল শেয়ারহোল্ডারগণের নাম রেকর্ড ডেট ২৯শে এপ্রিল ২০২১ পর্যন্ত কোম্পানির সদস্য বহি কিংবা ডিপোজিটরী বহিতে বৈধভাবে থাকবে তাদের হস্তান্তরিত শেয়ারসমূহের জন্য উক্ত শেয়ার গ্রহীতা সাধারণ সভায় যোগদানের এবং লভ্যাংশ লাভের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।
২. বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এবং এক্সচেঞ্জ কমিশনের আদেশ অনুযায়ী অর্ডার নম্বর এসইসি/এসআরএমআইসি/৯৪-২৩১/২৫, তারিখ ৮ই জুলাই ২০২০, এজিএম সদস্যদের ভার্চুয়াল সভা হবে যা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে লাইভ ওয়েবকাস্টের মাধ্যমে পরিচালিত হবে।
৩. সদস্যগণ এজিএম শুরুর ২৪ ঘন্টা আগে এবং এজিএম চলাকালীন ইলেক্ট্রনিকালি তাদের প্রশ্ন/মন্তব্য জমা দিতে এবং ভোট দিতে সক্ষম হবেন। সিস্টেমে লগ ইন করার জন্য, সদস্যদের লিংক https://tinyurl.com/lindeagm2021-টি পরিদর্শন করে তাদের পরিচয়ের প্রমাণ হিসাবে তাদের ১৬-সংখ্যার বেনিফিশিয়াল ওউনার (বিও) আইডি নম্বর এবং অন্যান্য ক্রীডেনশিয়াল স্থাপন করতে হবে।
৪. সভা শুরুর পূর্বেই আমরা সদস্যগণদের সিস্টেমে লগইন করতে উৎসাহিত করি। অনুগ্রহপূর্বক সিস্টেমে লগ ইন এবং সংযোগ স্থাপনের জন্য যথাযথ সময় দিয়ে সহযোগিতা করুন। ওয়েবকাস্ট সকাল দশ ঘটিকায় শুরু হবে। ভার্চুয়্যাল সভায় প্রবেশের ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত কোন সমস্যার সম্মূখীন হলে অনুগ্রহ করে +৮৮০২-৮৮৭০৩২২-৭ নম্বরে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।
৫. বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদানের যোগ্য সদস্য তাঁর পক্ষে সভায় যোগদান ও ভোট প্রদানের জন্য একজন প্রক্সি নিয়োগ করতে পারেন। নিজ অধিকারে সভায় যোগদান ও ভোট প্রদানে সক্ষম না হলে কোন ব্যক্তি প্রক্সি হিসেবে কাজ করতে পারবেন না। এজিএম শুরুর ৭২ ঘন্টার মধ্যে প্রক্সি ফর্মটি যথাযথভাবে পূরণ, স্বাক্ষরিত এবং ২০ টাকা স্ট্যাম্পযুক্ত করে লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড এর শেয়ার অফিস info.bd@linde.com এ প্রেরণ করতে হবে।

পুঁজিবাজারে কোম্পানি

লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড একটি টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিসমৃদ্ধ পুঁজিবাজারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ওয়েবসাইট হালনাগাদ এবং মিডিয়া প্রকাশনার মাধ্যমে কোম্পানি শেয়ারহোল্ডারগণের সাথেও যোগাযোগ করে। বার্ষিক সাধারণ সভা পরিচালনা, বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত, আর্থিক কর্মক্ষমতা সংক্রান্ত তথ্যের ত্রৈমাসিক হালনাগাদকরণ শীর্ষক চর্চাগুলো কোম্পানি কর্তৃক নজরদারি করা হয়, যার মাধ্যমে কোম্পানির প্রতি বিনিয়োগকারীদের বিশ্বাস ও আস্থা জন্মায়।

২০২০ সালের শেষ কার্যদিনে ডিএসইএক্স, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক যা এ বছরের শুরুতে ৪,৪৫৩ পয়েন্ট থেকে ৫,৪০২ (২১.৩১%) পয়েন্টে হ্রাস পায়। ২০২০ সালের শেষ কার্যদিনে, ডি এস ই প্রধান সূচক, ডি এস ই-৩০, ১,৯৬৪ (২৯.৮১%) পয়েন্টে বৃদ্ধি পায় যা এ বছরের শুরুতে ছিল ১,৫১৩ পয়েন্ট।

পুঁজিবাজার ভিত্তিক পরিসংখ্যান

		৩১শে ডিসেম্বর তারিখের	
		২০২০	২০১৯
অর্থবছরের লভ্যাংশ প্রদানের শেয়ারের সংখ্যা	সংখ্যা	১৫২,১৮,২৮০	১৫২,১৮,২৮০
বছর শেষের সমাপনী মূল্য	টাকা	১,২৮১.১০	১,২৯৯.০০
এ বছরের উচ্চ মূল্য	টাকা	১,৩৯০.০০	১,৩৮৭.০০
এ বছরের নিম্নমূল্য	টাকা	১,১৩৭.০০	১,০০৭.৩০
ভলিউম শেয়ারের পরিমাণ	সংখ্যা	২,৫৬১,৫৮২	২,২২৩,৯৭৯
অর্থ বছরের মোট লভ্যাংশ	টাকা মিলিয়ন	৬০৮.৭৩	৭৬০.৯১
বাজার মূলধন	টাকা মিলিয়ন	১৯,৪৯৬	১৯,৭৬৯
শেয়ারপ্রতি তথ্য			
নগদ লভ্যাংশ	টাকা	৪০.০০	৫০.০০
লভ্যাংশ ইলড	%	৩.১২	৩.৮৫
শেয়ারপ্রতি পরিচালনা থেকে নগদ অর্থ প্রবাহ	টাকা	৭৭.৭০	১০২.৮৪
শেয়ারপ্রতি আয়	টাকা	৭০.৫৫	৮০.৯৩

মাস অনুযায়ী কোম্পানির উচ্চ ও নিম্ন শেয়ারের মূল্য

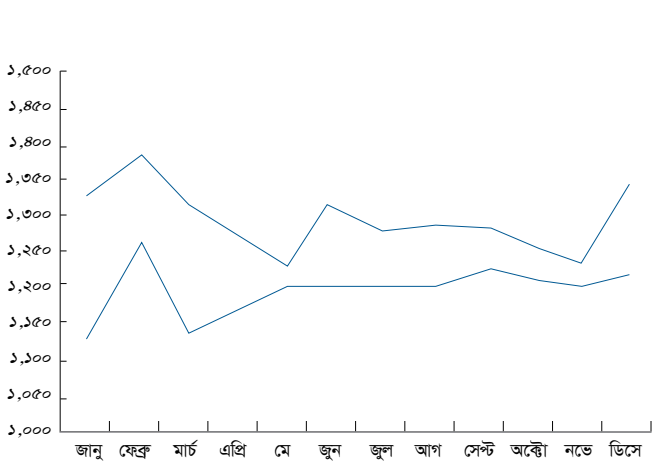

* কোভিড-১৯ এর কারণে ২০২০ এপ্রিল মাসে কোনও লেনদেন হয়নি।

মাস অনুযায়ী কোম্পানির শেয়ার লেনদেন

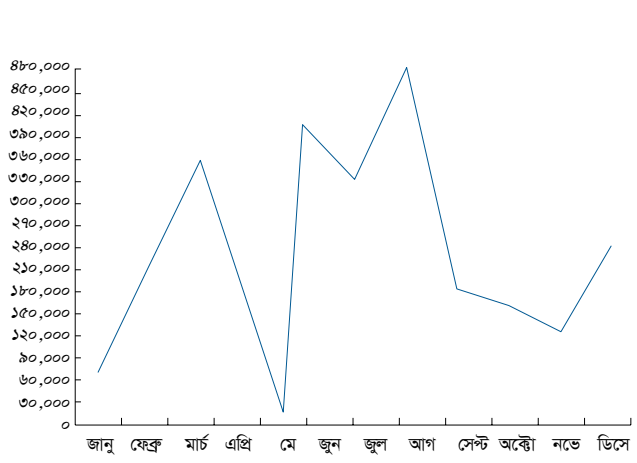

* কোভিড-১৯ এর কারণে ২০২০ এপ্রিল মাসে কোনও লেনদেন হয়নি।

পরিচালনা পর্ষদ

আইয়ুব কাদরী

২০১১ সাল হতে সভাপতি

জনাব আইয়ুব কাদরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ইংরেজীতে এম, এ এবং যুক্তরাষ্ট্রের কানেকটিকাট বিশ্ববিদ্যালয় হতে পাবলিক এ্যাফেয়ার্সে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। জনাব কাদরি পাকিস্তান ও বাংলাদেশ-এর প্রশাসনিক একাডেমিতে ব্যাপক প্রশিক্ষণ ছাড়াও সিঙ্গাপুর বিশ্ববিদ্যালয়, আই.এল.ও ইনষ্টিটিউট জেনেভা, জাতিসংঘ ইনষ্টিটিউট জাপান, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক কেন্দ্র ফিলিপাইনে, ইনষ্টিটিউট অব পাবলিক সার্ভিস এবং ইউ.এস.এ সহ বহু আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

জনাব কাদরী ১৯৬৯ সালে পাকিস্তানের সিভিল সার্ভিসে কর্মময় জীবন শুরু করে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেন; এর মধ্যে তিনি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে স্থায়ী পদে সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়গুলো হলো শিল্প, পানি সম্পদ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক, খাদ্য, মৎস্য ও পশুপালন, কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন। তিনি বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন (BCIC) এর সভাপতি এবং পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের (BRDB) মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

জনাব কাদরী ২০০৫ সালে সরকারী চাকুরী হতে অবসর নেন। ২০০৭ সালের জানুয়ারি মাস হতে তিনি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টার দায়িত্বে ছিলেন। এছাড়াও তিনি শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন। একই বছরের ডিসেম্বর মাসে তিনি পদত্যাগ করেন।

জনাব কাদরী বহু সরকারী, ব্যক্তি মালিকানাধীন ও যৌথ মালিকানাধীন কোম্পানি-এর বোর্ডের সদস্য হিসেবে ভূমিকা রাখেন। তাছাড়া তিনি বেসিক ব্যাংক লিঃ, কর্ণফুলী ফার্টিলাইজার কোং (KAFCO), ইন্ডাষ্ট্রিয়াল প্রমোশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কোং (IPDC), বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (BIM) এবং স্মল মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ (SME) ফাউন্ডেশন-এর বোর্ডের সভাপতি ছিলেন। তিনি ২০০৮ সালে লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড-এর পরিচালকমন্ডলীতে যোগদান করেন।

সুজিত কুমার পাই

২০২০ সাল হতে ব্যবস্থাপনা পরিচালক

জনাব সুজিত কুমার পাই ২০১৯ সালের জুলাই মাসে পরিচালকমন্ডলীতে যোগদান করেন এবং ২০২০ সালের জানুয়ারিতে লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে নিয়োজিত হন। লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড-এ যোগদানের পূর্বে ২০১৪ সাল হতে তিনি মুম্বাইস্থ লিন্ডে ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর ভিপি (বিক্রয়, বিপণন এবং সিএসসিএম) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মারচেন্ট গ্যাসেস স্পেস এর বিক্রয়, বিপণন এবং সিলিন্ডার সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট কার্যক্রম বিষয়ক কান্ট্রি লিডারশীপ টীম এর সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। স্বাস্থ্যসেবা ব্যবসায়ে ও তার ব্যাপক দায়িত্ব ছিল। ২০১৭ সাল এবং ২০১৮ সালে তিনি লিন্ডে ইন্ডেয়া সেলস্ টীম-এর পক্ষ হতে আঞ্চলিক বিক্রয় নির্বাহী পুরস্কার লাভ করেন। এছাড়াও তিনি লিন্ডে ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর সিএসআর এবং পিওএসএইচ বা 'পশ' কমিটিসমূহের একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন।

তিনি ২০০৩ সাল হতে ২০১৪ সাল অবধি বহুজাতিক এমারসন গ্রুপে বিক্রয় ও বিপণনের বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। পশ্চিম ভারতে অবস্থিত এএসসিও ইন্ডিয়া লিমিটেড-এ আঞ্চলিক বিক্রয় ব্যবস্থাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করা হতে শুরু করে দক্ষিণ ভারতের চেন্নাই-এ অবস্থিত সংগঠনের বিক্রয় ও বিপণন পরিচালকের দায়িত্ব গ্রহণকারী জনাব পাই প্রত্যাশিত এশিয়ান লিডারশীপ টীমের পাশাপাশি এমারসন-এ ইন্ডিয়া জুনিয়র বোর্ডের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য।

জনাব পাই ১৯৯৬ সাল হতে ২০০৩ সাল অবধি লারসেন এন্ড টোক্রা লিমিটেড-এ সিনিয়র এক্সিকিউটিভ মার্কেটিং হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি সেখানে ভারী প্রকৌশল বিভাগে (স্পেশালিটি ভালব, নিউক্লিয়ার এন্ড প্রজেক্টস) দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর কার্যকালে তিনি হাইয়েস্ট অর্ডার বুকিং-এর জন্য পর পর চারবার 'খুব ভালো দায়িত্ব পালনকারী' কর্মকর্তা হিসেবে সম্মানিত হন; পাশাপাশি চলতি মূলধনের চমৎকার ব্যবস্থাপনার জন্য 'বেস্ট মানি ম্যানেজার' পুরস্কারে ভূষিত হন। নিউক্লিয়ার পাওয়ার সেক্টর-এ ক্রিটিক্যাল আইসোলেশন ড্যাম্পার ও নিউম্যাটিক এ্যাকচুয়েটরের জন্য বড় আকারের অর্ডার বা ফরমায়েশ পাওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

জনাব পাই ১৯৯৪ সালে হিনডালকো ইন্ডাস্ট্রীজ লিমিটেড-এ একজন বিক্রয় প্রকৌশলী হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি কনকাস্ট এ্যালুমিনিয়াম রোলড্ পণ্যের বাজার সৃষ্টির পাশাপাশি ক্যাপাসিটর ক্যান, আইলেট ও লিথোগ্রাফিক প্লেট-এর নতুন নতুন প্রয়োগের সুযোগ সৃষ্টির অনুকূলে দায়িত্ব পালন করেন।

জনাব সুজিত কুমার পাই মুম্বাইস্থ এনএমআইএমএস হতে ব্যবসায় ব্যবস্থাপনায় স্নাতোকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন এবং ভারতের নাগপুর বিশ্ব বিদ্যালয়ের অধীন বিশ্বসেরা জাতীয় ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি হতে মেটালজিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে স্নাতক সম্পন্ন করেন।

মলয় ব্যানার্জী

২০১৫ সাল হতে পরিচালক

জনাব মলয় ব্যানার্জী ২০১৩ সালের ৩০শে জুলাই থেকে লিন্ডে ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের একজন সদস্য হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন। লিন্ডে ইন্ডিয়া লিমিটেড লিন্ডে পিএলসির একটি সদস্য। লিন্ডে বিশ্বের শীর্ষ স্থানীয় গ্যাস ও প্রকৌশল কোম্পানি। পৃথিবীর ১০০টি দেশে এই কোম্পানির ৮০,০০০ কর্মকর্তা-কর্মচারি কর্মরত রয়েছেন।

জনাব ব্যানার্জী লিন্ডে ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের ক্লাস্টারের প্রধান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন; এই ক্লাস্টারে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ভারত, বাংলাদেশ ও শ্রীলংকা। তিনি লিন্ডে গ্রুপের অধীন লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড এবং শ্রীলংকার সিলন অক্সিজেন কোম্পানি লিমিটেড-এর পরিচালকমন্ডলীর সদস্য হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করছেন।

২০১১ সালের পূর্বে জনাব ব্যানার্জী লিন্ডে গ্রুপের দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়া অঞ্চল এবং দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় আঞ্চলিক ব্যবসায় ইউনিটের টনেজ এ্যাকাউন্ট ম্যানেজমেন্টের (Tonnage Account Management) প্রধান হিসেবে সিঙ্গাপুরে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। তিনি ২০১৩ সালের জানুয়ারি মাসের ১ তারিখে ডেপুটি কান্ট্রি হেড হিসেবে লিন্ডে ইন্ডিয়া লিমিটেড-এ যোগদান করেন ।

জনাব ব্যানার্জী ১৯৮৭ সালে একজন প্রশিক্ষণার্থী (Trainee) হিসেবে লিন্ডে ইন্ডিয়াতে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি কোম্পানির প্রকৌশল ও গ্যাস বিভাগে বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেন। এরমধ্যে রয়েছে প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, ব্যবসায় উন্নয়ন ও বিপণন। ২০০৯ সালে জনাব ব্যানার্জী ইন্ডিয়াতে গ্যাসেস বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট-এর দায়িত্ব পালন করেন।

জনাব ব্যানার্জী ১৯৮৭ সালে কানপুরস্থ ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলোজী হতে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ব্যাচেলর ডিগ্রি গ্রহণ করেন।

রূপালী এইচ চৌধুরী

২০১৮ সাল হতে পরিচালক

মিস রূপালী চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ অনুষদ হতে এমবিএ ডিগ্রি অর্জন করেন এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় হতে রসায়ন বিভাগে সম্মানসহ স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন।

তিনি ১৯৮৪ সালে বহুজাতিক ফার্মাসিউটিক্যাল ও কেমিক্যাল কোম্পানি 'সিবা গেইগী (বাংলাদেশ) লিমিটেড' এর পরিকল্পনা, তথ্য ও নিয়ন্ত্রণ বিভাগে কর্মজীবন শুরু করেন এবং প্রায় সাড়ে ছয় বছর সেখানে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯০ সালে তিনি যখন 'সিবা গেইগী (বাংলাদেশ) লিমিটেড' ত্যাগ করেন তখন তিনি সেখানে ব্রান্ড ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

১৯৯০ সালে মিস রূপালী চৌধুরী প্লানিং ম্যানেজার হিসেবে 'বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লিমিটেড' এ যোগদান করেন এবং সেখানে তার কার্যকালে তিনি বিভিন্ন বিভাগ যেমন- বিপণন, বিক্রয়, বিতরণ, পরিকল্পনা এবং সিস্টেমস-এ বিভিন্ন সুপারভাইজারি ভূমিকায় দায়িত্ব পালন করেন।

মিস চৌধুরী ২০০৮ সালের ১লা জানুয়ারিতে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হিসেবে কোম্পানিতে পদোন্নতি পান। তিনি জেনসন এন্ড নিকোলসন (বাংলাদেশ) লিমিটেড এরও ম্যানেজিং ডাইরেক্টর; এটি বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লিমিটেডের একটি শতভাগ সহযোগী প্রতিষ্ঠান। তিনি বার্জার বেকার বাংলাদেশ লিমিটেডেরও পরিচালক; এটি বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লিমিটেড এবং বেকার ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোটিংস হোল্ডিং এবি সুইডেন এবং বার্জার ফসরক লিমিটেড (বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লিমিটেড ও ফসরক ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড, ইউকে-এর একটি যৌথ কোম্পানি) এর একটি যৌথ কোম্পানি, যা ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হিসেবে তার কার্যকালে গঠিত হয়। মিস চৌধুরী বাটা সু কোম্পানি (বাংলাদেশ) লিমিটড-এর একজন স্বতন্ত্র পরিচালক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন যা ২০১৮ সালের এপ্রিল হতে কার্যকর হয়েছে। মিস চৌধুরী শিল্পখাতে তার অসাধারণ সাফল্যের জন্য বাণিজ্যিক বিচারে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বা কমার্শিয়ালি ইম্পরটেন্ট পারসন (সিআইপি) মনোনীত হয়েছেন।

তানজিব-উল আলম

২০১৯ সাল হতে পরিচালক

ব্যারিষ্টার-এই-ল জনাব তানজিব-উল আলম ১৯৯৭ সাল হতে বাংলাদেশে আইন পেশায় নিযুক্ত রয়েছেন এবং ২০০৫ সাল হতে বাংলাদেশের সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ১৯৯৬ সালে ইউনিভার্সিটি অব লন্ডন হতে এলএলবি (অনার্স) ডিগ্রি সম্পন্ন করেন এবং ১৯৯৭ সালে যুক্তরাজ্যের লিংকন ইন হতে বার অব ইংল্যান্ডে যোগদানের আমন্ত্রণ পান। তিনি যে সকল ক্ষেত্রের আইনী দিকসমূহ নিয়ে কাজ করেন সেগুলো হলো: সালিশ-মীমাংসা, কর্পোরেট, ক্রস বর্ডার বা দেশের বাহিরে বিনিয়োগ, বিদ্যুৎ, তেল ও গ্যাস, মার্জার ও এক্যুইজিশন, প্রকল্প অর্থায়ন, সিকিউরিটিজ এবং টেলিযোগাযোগ। কর্পোরেট খাতে বাংলাদেশে তিনি বেশ কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প অর্থায়ন ও আইপিও কার্যক্রম পরিচালনায় সম্পৃক্ত রয়েছেন। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি কোম্পানি সমূহের একীভূতকরণসহ সালিশ-মীমাংসা ও আইনী যুদ্ধে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ কোম্পানিসমূহের প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালনের তাঁর ব্যাপক অভিজ্ঞতা রয়েছে। পাশাপাশি রেন্টাল পাওয়ার প্রকল্প সমূহের বহু সিন্ডিকেট লেনদেনের ক্ষেত্রে তিনি শীর্ষ পরামর্শক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও গ্যাসভিত্তিক ও কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পসমূহ প্রতিষ্ঠাকালে বহু ক্লায়েন্টকে তিনি যথাযথ পরামর্শ প্রদান করেন।

একজন আইন পরামর্শক হিসেবে জনাব তানজিব-উল আলম বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন এ্যাক্ট, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন এবং বাংলাদেশের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন-এর খসড়া প্রস্তুতকরণে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত ছিল। তিনি বাংলাদেশের জন্য নতুন কোম্পানি আইনের অধীন আন্তর্জাতিক ফিন্যান্স কর্পোরেশন (আইএফসি) প্রণয়নে নেতৃত্ব স্থানীয় পরামর্শক হিসেবে ভূমিকা পালন করেন। উপরন্তু, জনাব আলম ইনস্টিটিউশনাল রিফর্ম ইন্টারন্যাশনাল ইনকর্পোরেশন (আইআরআইএস) ইউএসএ, বিশ্ব ব্যাংক, ইউএনডিপি এবং অন্যান্য বিখ্যাত আন্তর্জাতিক সংগঠনের সাথে আইন সম্পর্কিত বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করার ব্যাপক অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ। বিগত দশকে বেশ কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক আইন বিষয়ক মামলার আইনজীবি হিসেবে সম্পৃক্ত ছিলেন, যা বাংলাদেশের আইনের ইতিহাসে আইনের শাসন ও সাংবিধানিকতার উপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব রেখেছে। জনাব আলম ঢাকাস্থ তানজিব আলম এন্ড এ্যাসোসিয়েটস নামক বিখ্যাত আইন সংস্থার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তাঁর আইন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তানজিব আলম এন্ড এ্যাসোসিয়েটস বাংলাদেশের সবচেয়ে মেধাবী পেশাজীবিদের অন্যতম একটি সংগঠন হিসেবে সুপরিচিত এবং বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় আন্তর্জাতিক আইন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। জনাব আলম বাংলাদেশের জাতীয়-পতাকাবাহী বিমান সংস্থা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস-এর পরিচালকমন্ডলীর সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

এমভি পাভান

২০১৯ সাল হতে পরিচালক

জনাব এমভি পাভান লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড এর একজন পরিচালক। তিনি ভারতের বেঙ্গালুরুতে অবস্থিত প্রাক্জাইর ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং আইটি এন্ড প্রকিউরমেন্ট বিভাগের হেড অব ফিন্যান্স হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন। তিনি প্রাক্জাইর ইন্ডিয়ার পরিচালক হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করেন।

জনাব পাভান ২০১৮ সালের জুলাই মাসে প্রাক্জাইর ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড-এ যোগদান করেন। ২০১৮ সালের পূর্বে তিনি সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবুধাবীস্থ প্রাক্জাইর গলফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্যাসেস কোম্পানির ফিন্যান্স পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সেখানে ২০১৩ সাল হতে ২০১৮ সাল অবধি মধ্যপ্রাচ্য ব্যবসায়সমূহের অর্থায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ভারতের বেঙ্গালুরুতে অবস্থিত প্রাক্জাইর ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড-এ ২০০৪ সাল হতে ২০১২ সাল অবধি ফিন্যান্স এবং ব্যবসায় উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। প্রাক্জাইর ইন্ডিয়াতে দায়িত্ব পালনের পূর্বে তিনি ভারতের বেঙ্গালুরুতে কেপিএমজি রিস্ক এ্যাডভাইজরি সার্ভিসেস-এর একজন এ্যাসোসিয়েট হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

জনাব পাভান একজন উচ্চ শিক্ষিত চাটার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্ট এবং ইনস্টিটিউট অব চাটার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্ট অব ইন্ডিয়া হতে ২০০১ সালে চাটার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্ট ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ব্যাঙ্গালুরু ইউনিভার্সিটি হতে ব্যাচেলর অব কমার্স ডিগ্রি অর্জন করেন।

সভাপতির বিবৃতি

প্রিয় শেয়ারহোল্ডারগণ,

আপনাদের কোম্পানি লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ৪৮তম বার্ষিক সাধারণ সভায় আপনাদেরকে অভ্যর্থনা জানাই। আমি সম্মানিত বোধ করছি যে আমি আপনাদের কোম্পানির চেয়ারম্যান হিসেবে দশমবারের মতো আপনাদের সামনে কথা বলতে উপস্থিত হয়েছি। দুঃখজনকভাবে, এইবার নিয়ে পরপর দু'বছর আমরা আমাদের সভা অনলাইনে করতে বাধ্য হচ্ছি। কোভিড-১৯ মহামারী আমাদের ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হয়ে আপনাদের সাথে কথা বলার আনন্দ এবং সুযোগ থেকে বঞ্চিত করছে।

২০২০ সাল ছিল এক অর্থে অনন্য, আধুনিক মানব ইতিহাসে এর কোনো নজির নেই। কোভিড-১৯ অতিমারীকে বিগত শতাব্দীর সবচেয়ে বেশি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই মহামারী যে গতিতে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এই পৃথিবীকে গ্রাস করেছে সে ব্যাপারটি ছিল প্রত্যেকেরই ধারণার বাইরে এবং বস্তুত কোন দেশ এর ক্রোধ থেকে নিস্তার পায়নি। এই মহামারী বিশ্বব্যাপী অসংখ্য মানুষের প্রাণ সংহার ও দুর্ভোগের কারণ ঘটিয়েছে। এই ব্যাধি প্রতিকারের কোনো কার্যকর টিকা না থাকায় বা এর চিকিৎসার কোন কার্যকর পদ্ধতি জানা না থাকায় প্রতিটি দেশ এই মহামারীর বিরুদ্ধে টিকে থাকতে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। এই মহামারী জীবন-জীবিকা এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ড, বিশেষ করে উৎপাদন এবং বাণিজ্য খাতকে বিরূপভাবে প্রভাবিত করেছে এবং পৃথিবী জুড়ে নিয়ে এসেছে এক স্থবিরতা। এই ব্যাধি থেকে নিজেকে সুরক্ষা করা এবং এই ব্যাধির বিস্তার রোধ করার একমাত্র উপায় হলো মানব সংস্পর্শ এড়ানোর মাধ্যমে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা এবং ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি কঠোরভাবে পরিপালন করা যেমন- মাস্ক ব্যবহার করা, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা এবং ঘন ঘন হাত ধোয়া। বহু দেশ এই বিষয়গুলো নিশ্চিত করার প্রয়াস চালাতে গিয়ে দীর্ঘ সময়ের জন্য লকডাউন আরোপ করেছে। একটি বছর এই ধরনের অদ্ভুত এবং অস্বাভাবিক জীবনযাপনের ফলশ্রুতিতে এর সামাজিক এবং মনস্তাত্ত্বিক পরিণতিসমূহ এখন পরিলক্ষিত হচ্ছে।

মহামারীর করাল গ্রাসে এক বছরেরও বেশি সময় অতিক্রান্তে আমি যখন এ প্রতিবেদন লিখছি, জরুরী ব্যবহারের জন্য বেশ কিছু টিকা অনুমোদিত হয়েছে। বিশ্বব্যাপী টিকা দেওয়ার উদ্যোগ চলমান রয়েছে এবং ইতোমধ্যে কোটি কোটি লোককে টিকা প্রদান করা হয়েছে। তথাপি মহামারীর উন্মুক্ততা চলছেই, বিভিন্ন সময় পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে আঘাত হানছে এই মহামারী, যার দ্বিতীয় ও তৃতীয় ঢেউ সামলাতে হচ্ছে বহু দেশকে। এমনটা সম্ভব যে এই টিকাসমূহ চূড়ান্ত পর্যায়ে কোভিড-১৯ মহামারীকে নির্মূল করবে, কিন্তু কেউই মনে হয় পূর্বাহ্নে বলতে পারেনা কখন-এই বছর বা তার পরের বছর বা আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে এমনটা ঘটবে। মনে হয় টিকা প্রয়োগ করা সত্ত্বেও কোভিড-১৯ পূর্ব স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসতে বেশ খানিকটা সময় লাগবে। অদূর ভবিষ্যতেও মানুষ হয়তো কোভিড-১৯ এর প্রভাবে পরিবর্তিত জীবনযাপন পদ্ধতি অব্যাহত রাখবে।

কোভিড-১৯ সৃষ্ট দুর্যোগ ও প্রতিবন্ধকতার প্রেক্ষাপটে বহুদেশের অর্থনীতি যে সংকটে পড়বে এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। অনেক দেশের অর্থনীতিতে সংকোচন সৃষ্টি হয়েছে যা তাদের জিডিপিতে প্রতিফলিত হয়েছে। বিশ্বের হাতেগোনা কয়েকটি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম একটি দেশ যেখানে ২০২০ সালে জিডিপিতে ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি ঘটবে বলে আশা করা যায়। মূল পূর্বাভাসকৃত ৮ শতাংশের অধিক জিডিপি অপেক্ষা অর্জিত ৩.৮% অনেক কম হলেও এই পরিস্থিতিতে এটি একটি উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি। সংক্রমিত ও সংক্রমণজনিত মৃত্যুর সংখ্যার তুলনায় বাংলাদেশে কোভিড-১৯ এর প্রভাব তুলনামূলকভাবে কম এবং বাংলাদেশ অন্যদের তুলনায় আগে থেকেই টিকাদান প্রক্রিয়া শুরু করেছে যা অর্থনীতি পূর্বাবস্থায় ফিরে আসার প্রত্যাশা জাগিয়ে তুলেছে।

২০২০ সালটি আপনাদের কোম্পানির ইতিহাসে সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং ছিল। প্রথম চ্যালেঞ্জটি ছিল সংশ্লিষ্ট সমস্ত পক্ষ, বিশেষত কর্মচারীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করে কার্যক্রম অব্যাহত রাখা। যেখানেই সম্ভব, কর্মীদের বাড়িতে অবস্থান করে কাজ করতে বলা হয়েছিল। কারখানা এবং আউটলেটগুলিতে আবর্তমান দায়িত্ব পালনের পদ্ধতি চালু করা হয়েছিল এবং কোভিড-১৯ সংক্রান্ত নির্দেশিকা নিষ্ঠার সাথে বাস্তবায়ন করা হয়েছিল। দেশব্যাপী লকডাউনের কারণে হার্ডগুডস উৎপাদন ও কার্যক্রম পরিচালনা দুই মাসের অধিক কাল স্থগিত ছিল। অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে মন্দার কারণে হার্ডগুডসের চাহিদাও ছিল নিম্নমুখী। মেডিকেল অক্সিজেন ক্রমবর্ধিষ্ণু চাহিদা পূরণ করা ছিল সবচেয়ে কঠিন চ্যালেঞ্জ। মেডিকেল অক্সিজেনের প্রাক মহামারী চাহিদা প্রতিদিন ছিল প্রায় ৩০-৩৫ টন। এই চাহিদা বৃদ্ধি পেয়ে প্রতিদিন ৭০-৭৫ টন হয়েছে। রূপগঞ্জ প্লান্টটি পুরো ক্ষমতা ব্যবহার করে পরিচালিত হয়েছিল এবং এছাড়া, বন্ধ এবং নিষ্ক্রিয় শীতলপুর প্ল্যান্টটি কার্যকর করা হয়েছিল। কোম্পানি দুটি প্ল্যান্টের উৎপাদন চাহিদা পূরণের জন্য পর্যাপ্ত না হওয়ায়, ভারতের লিন্ডে ইউনিট থেকে মেডিকেল অক্সিজেন আমদানি করতে হয়েছিল। কোম্পানির মূল লক্ষ্য ছিল মেডিকেল অক্সিজেনের চাহিদা পূরণ করা এবং হাসপাতালগুলি যাতে তাদের প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করতে পারে এবং হাসপাতালে যাতে পণ্যের শূণ্যতা না থাকে তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সর্বাধিক অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল। দেশে মেডিকেল অক্সিজেনের প্রধান উৎস হিসেবে আপনাদের কোম্পানির ঈর্ষণীয় অবস্থান এখন আপনাদের কোম্পানির জন্য একটি গুরুদায়িত্ব হিসেবে অধিকতর প্রতিভাত হয়েছে।

যখন সংস্থাটি নিজস্ব উৎপাদন এবং সীমিত আমদানির মাধ্যমে কোনমতে মেডিকেল অক্সিজেনের উচ্চমাত্রার চাহিদা পূরণের প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছিল, তখনই দুর্যোগ হানা দেয়। শীতলপুর প্ল্যান্টটিতে ২০২০ সালে ডিসেম্বরের শুরুতে সমস্যা দেখা দেয় এবং মেরামতের জন্য প্ল্যান্টটি বন্ধ করতে হয়। ২০২০ সালের ১১ ডিসেম্বরে রূপগঞ্জ প্ল্যান্টে বড় ধরনের একটি ত্রুটি দেখা দেয় যার ফলে কয়েক সপ্তাহ প্ল্যান্টটি বন্ধ রাখতে হয়েছিল। যখন কোম্পানির দুটো প্ল্যান্ট অকার্যকর এবং দৈনিক মেডিকেল অক্সিজেনের চাহিদা প্রায় ৭০ টন এবং দুই দিনের চাহিদা অপেক্ষা কম মজুদ রয়েছে, পরিস্থিতি চরম আকার ধারণ করল। প্রথমত আমদানির মাধ্যমে মেডিকেল অক্সিজেনের পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং দ্বিতীয়ত, প্লান্টগুলোর তাৎক্ষণিক মেরামত নিশ্চিত করার জন্য অসাধারণ প্রচেষ্টা এবং পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আমি আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, আপনাদের কোম্পানি সর্বোচ্চ দক্ষতার সাথে এই সংকট মোকাবেলা করেছিল, যার মাধ্যমে লিন্ডে সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত সহনশীলতার পরিচয় ফুটে উঠেছে। কোম্পানির নিবেদিত কর্মীদল ভারতের লিন্ডে ইউনিটগুলি থেকে অনেক বর্ধিত পরিমাণে মেডিকেল অক্সিজেন আমদানিতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। এই প্রচেষ্টায় কোম্পানি বাংলাদেশের সমস্ত সরকারী কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি ভারতের লিন্ডে কোম্পানির কাছ থেকে অভূতপূর্ব সাহায্য ও সহায়তা পেয়েছিল। ফলে যে ছয় সপ্তাহ সময় রূপগঞ্জ প্ল্যান্টটি অকার্যকর ছিল, সেই সময়ে মেডিকেল অক্সিজেনের কোন সংকট সৃষ্টি হয়নি। যারা সংকট মোকাবেলায় আমাদের সহায়তা করেছেন তাদের সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। সংকট মোকাবেলার পাশাপাশি মেডিকেল অক্সিজেনের পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তারা যে নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন তার জন্য লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ও কোম্পানিতে কর্মরত ব্যক্তিবর্গ অকুণ্ঠ প্রশংসার দাবিদার।

রূপগঞ্জ প্ল্যান্টটি মেরামত করা হয় এবং ২০২১ সালের ২১ জানুয়ারি উৎপাদন পুনরায় শুরু হয়। শীতলপুর প্ল্যান্টটিতে তার পূর্বেই পুনরায় উৎপাদন শুরু করে। মেডিকেল অক্সিজেনের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়া অব্যাহত থাকলেও পরিস্থিতি এখন স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। অবশ্য আমাকে স্বীকার করতে হয়, মেডিকেল অক্সিজেন এর ব্যাপারে কোম্পানির পুরোপুরি কিন্তু প্রয়োজনীয় গুরুত্ব আরোপের ফলে কোম্পানির শিল্পজাত গ্যাসসমূহের গ্রাহকগণ প্রতিকূলতার মুখোমুখি হন, কারণ কোম্পানি গ্রাহকদের প্রয়োজন মাফিক পণ্য সরবরাহ করতে পারেনি।

বিভিন্ন দেশের সরকার, ব্যক্তিবর্গ অথবা বিভিন্ন কোম্পানি সে যেই হোক না কেন, সকলের জন্যই ২০২০ সাল ছিল একটি অত্যন্ত কঠিন বছর। ২০২০ সালে আপনাদের কোম্পানির ব্যবসায়িক সাফল্য বোধগম্যভাবেই ২০১৯ সালের তুলনায় নিম্নমূখী ছিল। বিগত বছরের তুলনায় ২০২০ সালে মোট বিক্রয় ১৭.১%, করপূর্ব মুনাফা ১৩.০১% এবং কোম্পানির আয় ১২.৮% হ্রাস পায়। শিল্পজাত পণ্যের গ্রাহকদের নিকট পণ্য সরবরাহে কোম্পানির অসামর্থের ফলে মূলত বাল্ক ব্যবসায় ১৬ শতাংশ হ্রাস পায়। হার্ডগুডস বিক্রয় ২৪ শতাংশ হ্রাস পায়, যার কারণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। শুধুমাত্র স্বাস্থ্যসেবা খাতে ২৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়। খাতওয়ারি ব্যবসায়িক সাফল্য এবং আর্থিক ফলাফলে সমূহের বিস্তারিত বিবরণ পরিচালকমণ্ডলীর প্রতিবেদন এবং নিরীক্ষকগণের প্রতিবেদন ও আর্থিক বিবরণীসমূহে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২০২০ সালে কোম্পানি যে বহু ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে সেই বিচারে কোম্পানির ব্যবসায়িক সাফল্যকে বেশ ভালো মনে করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে বিগত বছরের সাথে কেবল সংখ্যাগত তুলনা প্রকৃত চিত্র নাও তুলে ধরতে পারে। আমরা যদি ২০১৩ সাল থেকে বছরওয়ারী সাফল্যের চিত্রসমূহ পর্যালোচনা করি, তাহলে দেখতে পাই যে, আপনাদের কোম্পানি ২০২০ সালে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ কর পূর্ব মুনাফা (১৪৪৫ মিলিয়ন টাকা) এবং শেয়ারপ্রতি আয় (৭০.৫৫ টাকা) অর্জন করেছে। ২০১৯ সালে এর পরিমাণ সর্বোচ্চ ছিল।

আপনাদের কোম্পানির পরিচালকবৃন্দ ৩১শে ডিসেম্বর ২০২০ সালে শেয়ার প্রতি ৪০.০০ টাকা অথবা ৪০০% লভ্যাংশ সুপারিশ করেছেন। এতে লভ্যাংশ বাবদ ৬০৮.৭৩ মিলিয়ন টাকা পরিশোধ করতে হবে।

২০২০ সাল ছিল একটি চ্যালেঞ্জে পরিপূর্ণ বছর। বিগত বছরের তুলনায় কোম্পানির ব্যবসায়িক সাফল্য আলোচ্য বছরে নিম্নমূখী ছিল। তথাপি ২০২০ সালে এমন অনেক কিছু এসেছে যা আমাদের সন্তুষ্টি দিতে পারে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সন্তুষ্টি হল যে, মহামারীর শুরু থেকেই আপনাদের কোম্পানি কোন বিঘ্ন ছাড়া মেডিকেল অক্সিজেনের বিশাল চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হয়েছে; এমনকি ২০২০ সালের ডিসেম্বরে প্ল্যান্টগুলো অকার্যকর হওয়ার পরেও সরবরাহ বিঘ্নিত হয় নি। অক্সিজেনের নিরবিচ্ছিন্ন সরবরাহ বজায় রাখার পাশাপাশি প্ল্যান্টসমূহ দ্রুত কার্যক্রম উপযোগী করে তোলার ক্ষেত্রে অসাধারণ সাফল্য নিয়ে কোম্পানি গর্ব করতে পারে। মহামারীর এই বছরে কোম্পানির সার্বিক ব্যবসায়িক সাফল্যকে অত্যন্ত সন্তোষজনক বলে বিবেচনা করা যেতে পারে। কোম্পানি এর চমৎকার নিরাপত্তা সাফল্য বজায় রেখেছে এবং কোম্পানির সকল ইউনিট দক্ষতার সাথে ও একযোগে পণ্যের নিরবিচ্ছিন্ন ও সময়োচিত সরবরাহ নিশ্চিত করতে কাজ করেছে।

আমার জন্য একটি বিশেষ সন্তুষ্টির বিষয় হলো, এই মহামারী আপনাদের কোম্পানিকে এর সিএসআর কার্যক্রমসমূহ সম্প্রসারিত করার পাশাপাশি একটি ছোট পরিসরে জনহিতকর কাজে নিয়োজিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। কোম্পানি খুলনায় অবস্থিত 'পরিবর্তন' নামক একটি এনজিও এর সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে খুলনা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় কর্মরত ১,০০০ শিশুদের জন্য জরুরী খাদ্য সহায়তা যোগান দিয়েছে। এছাড়া, কোম্পানি সাতক্ষীরা জেলায় অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য জরুরী খাদ্য ও স্বাস্থ্য সেবা কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৪৯,০০০ মার্কিন ডলার সমমানের লিন্ডে বৈশ্বিক তহবিল থেকে সংগ্রহ করেছে। এই প্রকল্পটি 'উত্তরণ' নামক এনজিও এর সহায়তার বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

২০২০ সালে আপনাদের কোম্পানি ২০১৯ সালে এর সাফল্যের উপর ভিত্তি করে বেশ কয়েকটি পুরস্কার অর্জন করেছে। এগুলো হলো (১) ইনস্টিটিউট অব চার্টাড সেক্রেটারিজ অব বাংলাদেশ (আইসিএসবি) কর্তৃক কর্পোরেট সুশাসন উৎকর্ষতা ২০১৯ এর জন্য সপ্তম আইসিএসবি জাতীয় পুরস্কারের আওতায় জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে স্বর্ণপদক এবং (২) ইনস্টিটিউট অব কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট একাউন্টেন্টস অব বাংলাদেশ (আইসিএমএবি) এর নিকট হতে সর্বোত্তম কর্পোরেট পুরস্কার ২০১৯ এর আওতাধীন এমএনসি মেনুফেকচারিং খাতে রৌপ্য পদক। বৈশ্বিক পর্যায়ে এথিক্সফেয়ার ইনস্টিটিউট লিন্ডে পিএলসিকে ২০২১ সালে বিশ্বের সর্বোচ্চ নৈতিকতাসম্পন্ন কোম্পানি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে; রসায়ন শিল্পের ব্যবসায় উক্ত পদকজয়ী মাত্র দুটো কোম্পানির মধ্যে একটি হল লিন্ডে পিএলসি।

প্রিয় শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,

২০২০ সালে মহামারীসৃষ্ট অস্বাভাবিক পরিস্থিতি ব্যতিরেকে, বিগত কয়েক বছর ধরে আপনাদের কোম্পানির ব্যবসায়িক সাফল্য অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে যার ফলে কোম্পানির আয় ও মুনাফা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আপনাদের পরিচালকমণ্ডলী উচ্চ হারে লভ্যাংশ প্রদানের সুপারিশ করতে সক্ষম হয়েছেন। যেমনটি আমি বিগত সভাসমূহে উল্লেখ করেছিলাম, সময়োচিত ও বিচক্ষণ বিনিয়োগ এর পাশাপাশি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সুচিন্তিত অগ্রগতির ফলে এটি সম্ভব হয়েছে। আমি এই আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলাম যে, কোম্পানি ভবিষ্যতে আরো বেশি প্রবৃদ্ধি অর্জন করার মত অবস্থায় উপনীত হয়েছে। অবশ্য আমি এই মর্মে সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছিলাম যে, ভবিষ্যতে সাফল্য বজার রাখার জন্য কোম্পানিকে অবশ্যই সব সময় সজাগ থাকতে হবে, নতুন নতুন উদ্ভাবন অব্যাহত রাখতে হবে এবং কার্যক্রম পরিচালনার দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি ব্যয় সাশ্রয়ী কার্যকর পদক্ষেপ জোরদার করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ও সময়োপযোগী বিনিয়োগ করা অত্যাবশ্যক, যা হবে মানব সম্পদ এবং পণ্য ও স্থাপনার অনুকূলে বিনিয়োগ।

আপনাদের কোম্পানী একটি লাভজনক কিন্তু প্রতিযোগিতাপূর্ণ ব্যবসায়ে নিয়োজিত। হার্ডগুডস খাতে অনেক প্রতিযোগী রয়েছে এবং এই ক্ষেত্রে আরও অনেক প্রতিযোগী দেখা দিবে বলে আশা করা যায়। গ্যাস ব্যবসায়, বিশেষত তরল মেডিকেল অক্সিজেন হলো আপনাদের কোম্পানির প্রধান সাফল্যের ক্ষেত্র। মেডিকেল অক্সিজেনের বিদ্যমান অব্যাহত চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে, অন্যান্য কোম্পানিসমূহের এই ব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রবেশ করার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকতে হলে কোম্পানিকে অবশ্যই এই বিষয়গুলো বিবেচনায় আনতে হবে এবং সেই অনুযায়ী এর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করতে হবে।

২০২০ সালে যারা আমাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন তাদের সবার প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যদের পরমার্শ এবং নির্দেশনার জন্য তাঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। শেয়ারহোল্ডরগণ এর সহযোগিতার জন্য তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জানাই। আমাদের গ্রাহকবৃন্দ, সরবরাহকারীগণ, ব্যাংকসমূহ এবং সরকারি বিভিন্ন সংস্থা ও কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা, সমর্থন ও সাহায্যের জন্য তাদের প্রতি রইল আমার অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা। কোম্পানিতে কর্মরত ব্যক্তিবর্গ আমাদের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ এবং ২০২০ সালে তাদের চমৎকার কাজের জন্য তাদেরকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

সবাই নিজেদের প্রতি খেয়াল রাখুন। ভালো ও নিরাপদ থাকুন।

ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের ধন্যবাদ।

আইয়ুব কাদরী
ঢাকা, ৮ই এপ্রিল ২০২১

পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন

লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেডের পরিচালকমন্ডলী ২০২০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের নিরীক্ষিত হিসাবাদি, নিরীক্ষকবৃন্দের ও পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে পেরে আনন্দিত। কোম্পানির সাফল্যকে গতিশীল করার ক্ষেত্রে যেসব মুখ্য কার্যক্রম অবদান রেখেছে পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদনে সেগুলো প্রতিভাত হয়েছে; পাশাপাশি এই প্রতিবেদনে সুষ্ঠু কর্পোরেট পরিচালনা ব্যবস্থা সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে।

শিল্প সম্ভাবনা ও সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ উন্নয়ন

আধুনিক মানব ইতিহাসে ২০২০ সাল সর্বাধিক দুর্যোগময় যে ঘটনার স্বাক্ষী তা হলো কোভিড-১৯ মহামারী। সারা বিশ্বের উপর বয়ে যাওয়া এই দুর্যোগ মানুষকে সংক্রমিত করার মাধ্যমে দুর্ভোগ সৃষ্টির পাশাপাশি অচিন্তনীয় সংখ্যক মৃত্যু ডেকে নিয়ে এসেছে। রোগ প্রতিরোধের কোন কার্যকর টিকা না থাকায় বা এই রোগের জ্ঞাত কোন কার্যকর চিকিৎসা না থাকায় এই ব্যাপক আকারে মহামারী মোকাবেলার করার ক্ষেত্রে বিশ্ব প্রস্তুত ছিলনা। এই মহামারী জীবন, জীবিকা ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের উপর তীব্র বিরূপ প্রভাব ফেলেছে এবং বিশ্বকে কার্যত স্থগিত করে দিয়েছে। এই মহামারী থেকে নিজেকে রক্ষা করার একমাত্র জানা উপায় হলো মানুষের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলার মাধ্যমে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখা এবং ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার নিয়মাবলী কঠোরভাবে অনুসরণ করা, যা হলো- মাস্ক পড়া, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা ও হাত ধোয়া এই তিন পদ্ধতির সমন্বিত প্রয়াস। বর্তমানে মহামারীর এক বছরের বেশি সময় অতিক্রান্তে বেশ কতগুলো টিকা জরুরী ব্যবহারের জন্য অনুমোদিত হয়েছে এবং এর ফলশ্রুতিতে বিশ্বব্যাপী টিকাদান কর্মসূচি চলমান রয়েছে এবং ইতোমধ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে টিকা প্রদান করা হয়েছে। তথাপি মহামারী দাপট বেড়ে চলেছে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে এবং বিভিন্ন সময়ে এর সংক্রমণের বিস্তার ঘটছে। অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছে যে, টিকা প্রদান করা সত্ত্বেও অদূর ভবিষ্যতে মানুষকে বিভিন্ন সুরক্ষামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা অব্যাহত রাখতে হবে।

মহামারীর কারণে ২০২০ সালের অর্থনীতিতে সংকোচন ঘটেছে। বিশ্বের হাতে গোনা কয়েকটি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম একটি দেশ যেখানে জিডিপি-তে ৩.৮ শতাংশ ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি হবে বলে আশা করা যায় যা মূল পূর্বাভাসকৃত ৮ শতাংশ জিডিপি অপেক্ষা অনেক কম হলেও এই পরিস্থিতিতে একটি উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি।

২০২০ সাল আপনাদের কোম্পানি ইতিহাসে ছিল সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং সময়। চ্যালেঞ্জ ছিল অনেক: সংশ্লিষ্টসমস্ত পক্ষ বিশেষতঃ কর্মচারীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করে কার্যক্রম অব্যাহত রাখা এবং দেশব্যাপী লকডাউনের কারণে হার্ডগুডস উৎপাদনও কার্যক্রম পরিচালনা দুই মাসের অধিককাল স্থগিত রাখা। পরবর্তীতে যখন হার্ডগুডস উৎপাদন শুরু হলো, তখন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ধীর গতির কারণে এই পণ্যের চাহিদা হ্রাস পায়। মেডিকেল অক্সিজেনের ক্রমবর্ধিষ্ণু চাহিদা পূরণ করা ছিল সবচেয়ে কঠিন চ্যালেঞ্জ। এই চাহিদা বেশ কয়েকবার কোভিড-পূর্ব অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিল। কোম্পানির রূপগঞ্জ প্ল্যান্টটিপূর্ণ ক্ষমতায় পরিচালিত হয়েছিল এবং এছাড়া বন্ধ ও নিষ্ক্রিয় শীতলপুর প্ল্যান্টটি কার্যকর করা হয়েছিল। আপনাদের কোম্পানি দেশের তরল মেডিকেল অক্সিজেনের একক নাহলেও প্রদান উৎস হওয়ায়, হাসপাতালগুলোতে অক্সিজেন চাহিদা পূরণ করার পাশাপাশি কোন হাসপাতালে যাতে অক্সিজেনের শূন্যতা না থাকে তা নিশ্চিত করা আপনাদের কোম্পানির জন্য একটি গুরু দায়িত্ব হিসেবে বর্তায়। কোম্পানি দুটো প্ল্যান্টের উৎপাদন চাহিদা পূরণের জন্য পর্যাপ্ত না হওয়ায় ভারতের লিন্ডে ইউনিটসমূহ থেকে মেডিকেল অক্সিজেন আমাদানি করার মাধ্যমে কোম্পানির উৎপাদন ঘাটতি পূরণ করা হয়েছিল।

এই ধরনের সংকটময় পরিস্থিতিতে ২০২০ সালে ডিসেম্বরের শুরুতে শীতলপুর প্ল্যান্টটিতে সমস্যা দেখা দেয় এবং মেরামতের জন্য প্ল্যান্ট বন্ধ রাখতে হয়। ২০২০ সালের ১১ ডিসেম্বরে রূপগঞ্জ প্ল্যান্টের এয়ার কমপ্রেসার মটরে বড় ধরনের ত্রুটি দেখা দেয়, যার ফলে কয়েক সপ্তাহ প্ল্যান্টটি বন্ধ রাখতে হয়। কোম্পানির দুটো প্ল্যান্ট অকার্যকর এবং দৈনিক মেডিকেল অক্সিজেন চাহিদা প্রায় ৭০ টন আর দুই দিনের চাহিদা অপেক্ষা কম মজুত রয়েছে, এ অবস্থায় পরিস্থিতি চরম আকার ধারন করে। এই অবস্থায় তাৎক্ষণিক যে কাজগুলো করতে হতো তা ছিল দুই ধরনের (১) মেডিকেল অক্সিজেনের অব্যাহত এবং পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করা যাতে দেশের স্বাস্থ্য সেবাখাত, বিশেষ করে কোভিড রোগ নিরাময়ের প্রচেষ্টা বিরূপ প্রভাবের স্বীকার না হয় এবং (২) প্ল্যান্টগুলোর তাৎক্ষণিক মেরামত ও এগুলোকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এই দুটো কাজের জন্য প্রয়োজন ছিল অসাধারণ প্রয়াস। এক্ষেত্রে লিন্ডে সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত সহনশীলতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। কোম্পানির নিবেদিত কর্মীদল ভারতের লিন্ডে ইউনিটগুলো থেকে অনেক বর্ধিত পরিমাণে মেডিকেল অক্সিজেন আমদানিতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। এই প্রচেষ্টায় আপনাদের কোম্পানি বাংলাদেশের সমস্ত সরকারি কর্তপক্ষের পাশাপাশি ভারত লিন্ডে কোম্পানির কাছ থেকে অভূতপূর্ব সাহায্য-সহযোগিতা লাভ করে। ফলশ্রুতিতে যে ৬ সপ্তাহ সময় রূপগঞ্জ প্ল্যান্টটি অকার্যকর ছিল, সেই সময় মেডিকেল অক্সিজেন এর কোন সংকট সৃষ্টি হয়নি। রূপগঞ্জ প্ল্যান্টটি মেরামত করা হয়েছিল এবং ২০২১ সালের ২২ জানুয়ারী উৎপাদন পূনরায় শুরু হয়। শীতলপুর প্ল্যান্টটি তার পূর্বে পুনরায় উৎপাদন শুরু করে। ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাসে আপনাদের কোম্পানির প্ল্যান্টসমূহ অকার্যকর হওয়ার পরবর্তীতে দেশে মেডিকেল অক্সিজেন সংকট নিরাসনে যারা সহায়তা করেছেন লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড পরিচালকমন্ডলী তাদের প্রতি ধণ্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

২০২০ সালের মহামারী সত্ত্বেও লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেডের সর্বোচ্চ সামর্থ্য নিয়ে কাজ করে যাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল এবং মেডিকেল ব্যবসায় ক্ষেত্রে বাজারে শীর্ষস্থান দখল অব্যাহত রেখেছিল। দেশব্যাপী লকডাউনের কারণে বাল্ক ও হার্ডগুডস ব্যবসায়ে হ্রাস যা বছরে দ্বিতীয় প্রান্তিকে যার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। কোভিড-১৯ এর কারণে হাসপাতালগুলোতে তরল অক্সিজেনের চাহিদাবৃদ্ধি পাওয়ায় স্বাস্থ্যসেবা খাতে বিক্রয় বৃদ্ধি পায়।

হার্ডগুডস বিক্রয় নিম্নমূখী হলেও কাঁচামালের মূল্যের সুফলের পাশাপাশি নতুন স্থাপিত গ্যাস ইঞ্জিন জেনারেটর ব্যবহারে বিদ্যুতের ব্যয় কম হওয়ায় সঞ্চিত অর্থের কারণে মুনাফা বৃদ্ধি পায়। এছাড়া ব্যয় সংকোচনের বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। কিছু বকেয়া মূল্য তালিকার বিপরীতে সন্দেহজনক দেনা বাবদ বরাদ্দ রাখায়তা কার্যক্রম পরিচালনা বাবদ ব্যয়ের উপর প্রভাব ফেলেছে।

বর্ধিত আয়, নতুন ব্যবসায় বিস্তার এবং বিভিন্ন চুক্তিসমূহ নবায়নের ফলে ২০২০ সালে স্বাস্থ্য সেবা ব্যবসায়ে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি ঘটে। সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালগুলোতে স্বাস্থ্য সেবাখাতের ব্যবসায়ে বিস্তৃত হয় এবং এর সাথে মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম সমূহের সরবরাহও স্থাপনার কাজ বৃদ্ধি পায়।

অব্যাহত প্রচেষ্টার মাধ্যমে লিন্ডে বাংলাদেশে লিমিটেড যৌক্তিক মূল্যে কাঁচামালের উৎস সন্ধানে, পণ্য উৎপাদন ও বিতরণে সামর্থ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে মূলধনী ব্যয় বাবদ বিনিয়োগ করা এবং পণ্যের সময়োচিত আমদানি, উৎপাদন ও বিতরণ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। ২০২০ সালে আমদানিকৃত কাঁচামাল বাবদ ব্যয় হ্রাস পায়। বিক্রয় হ্রাস পেলেও হার্ডগুডস কাঁচামালের মূল্যের সুবাদে প্রাপ্ত সুফল এবং বিদ্যুতের স্বল্প খরচের কারণে অর্জিত সঞ্চয় এর প্রধানতঃ মুনাফা বৃদ্ধি পেয়েছে।

বর্তমান লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড এর রয়েছে সমন্বিত উৎপাদন স্থাপনাসমূহ ও দেশব্যাপী কার্যালয় নিয়ে একটি বৈচিত্রময় উৎপাদন ভিত্তি। এছাড়া, বিভিন্ন তেল ক্ষেত্রে পার্জিং এর কাজ, মেডিকেল অক্সিজেন পাইপলাইনসমূহ স্থাপন ও বিভিন্ন শিল্পখাতে বিশেষ ধরনের বিভিন্ন গ্যাস সরবরাহ করা সহ এই কোম্পানি ব্যাপক পরিধির সেবা প্রদান করার ক্ষেত্রে সবসময় প্রস্তুত। কোম্পানিতে কর্মরত ব্যক্তিবর্গের জন্য বিনিয়োগ করা অব্যাহত রাখার মাধ্যমে তাদের সামর্থ্য গঠন ও উন্নয়নের ব্যাপারে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। এর লক্ষ হলো নিরাপত্তা, বৈচিত্র অন্তর্ভুক্তি, জবাবদিহিতা, সততা ও সমাজ ইত্যাদি বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে আরো ব্যাপক আর্থিক সাফল্য অর্জন করা; এই বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধ যা এই কোম্পানি সমুন্নত রাখে।

লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড লাভজনক প্রবৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করে যাতে কোম্পানি এবং এর সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ সমৃদ্ধ হতে পারে। কোম্পানি বেনাপোলের নিকট একটি ডিবাল্কিং স্টেশন (হাব এন্ড স্পোকমডেল), স্থাপন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে যা অক্সিজেন ও অন্যান্য গ্যাসের জন্য 'বাফার' হিসেবে কাজ করবে এবং নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধির পাশাপাশি বিতরণ সহায়ক কার্যক্রম উন্নত করবে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কোম্পানির বিতরণ কার্যক্রম বহরে ১০০ টিপিডিএএসইউ প্ল্যান্ট, ৩৬ টিপিডি কার্বন-ডাই অক্সাইড প্ল্যান্ট এবং ২দ্ধ৫ এম ডাব্লিউ ক্যাপটিভ জেনারেটরস বাবদ বিনিয়োগ গ্রাহকবৃন্দের নিকট সবচেয়ে পছন্দের সরবরাহকারী হিসেবে কোম্পানির অবস্থান ধরে রাখার ক্ষেত্রে পরিচালকমন্ডলীর প্রুতিশ্রুতি রক্ষার চমৎকার দৃষ্টান্ত। একটি চমৎকার মূলধণী কাঠামো এই সামর্থ্যগুলো গঠন ও বজায় রাখায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে যার ফলশ্রুতিতে কোম্পানি গুণগত মানসম্পন্ন প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম হয়। চূড়ান্তে অর্থে, এই প্রয়াসগুলোর পিছনে রয়েছে, কোম্পানি উদ্ভাবনশীল কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ যারা কোম্পানির সাফল্যের জন্য নিবেদিতপ্রাণ।

কোম্পানির অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা উৎকর্ষতা গ্রাহকদের নিকট নিরাপদে ও নির্ভরযোগ্যভাবে পণ্য ও সেবাসমূহের সাশ্রয়ী সরবরাহ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রেগুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। কোম্পানি একটি অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসায়িক পরিবেশে প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হয়, যেখানে সংগঠিত ও অসংগঠিত প্রতিযোগিরা মূল্য হ্রাস, গুণগতমাণ পর্যালোচনা ও প্রনোদনা মূলক কর্মকান্ড সহ বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে বাজারে তাদের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করার প্রয়াস চালায়। কোম্পানি একটি প্রতিযোগিতামূলক দরে উচ্চ গুণগত মানসম্পন্ন পণ্যসমূহ সরবরাহ করার মাধ্যমে এর বিদ্যমান গ্রাহকদের ধরে রাখার পাশাপাশি নতুন গ্রাহক আকর্ষণে সমর্থ হয়েছে। গ্রাহক ও প্রান্তিক ব্যবহারকারীদের নিকট হতে ফিডব্যাক গ্রহণের মাধ্যমে পণ্যের গুণগত মান অব্যাহত ছিল। বিগত কয়েক বছর ধরে লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেডের প্ল্যান্টসমূহ বাবদ বিনিয়োগ ও নিজস্ব ব্র্যান্ড উন্নতকরণের পাশাপাশি গ্রাহকদের ব্যয় অনুকূলপণ্য ও সেবা প্রদানের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের অংশীদার হয়েছে।

ব্যবসায় ফলাফল

ব্যবসায়িক সাফল্যের ক্ষেত্রে কোম্পানি টেকসই প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। ২০২০ সালে কোম্পানির বিক্রয় ৪,৭১১ মিলিয়ন টাকা, যেখানে ২০১৯ সালে তা ছিল ৫,৬৮৩ মিলিয়ন টাকা। নিম্নোক্ত খাতগুলো থেকে আয় এসেছে।

খাত সমূহ	২০২০	২০১৯
	মিলিয়ন টাকা	মিলিয়ন টাকা
বাল্ক গ্যাসসমূহ	৬০৯	৭২৭
প্যাকেজড গ্যাস ও পণ্যসমূহ (পিজিএন্ডপি)	৩,২১৩	৪,২৩৯
হেলথকেয়ার	৮৮৯	৭১৭
	৪,৭১১	৫,৬৮৩

বাল্ক গ্যাসের আওতায় রয়েছে তরল শিল্পজাত অক্সিজেন, তরল নাইট্রোজেন, তরল আর্গন ও কার্বন-ডাই অক্সাইড। প্যাকেজ্ড গ্যাস সল্যুশনের মধ্যে রয়েছে মাইল্ড ষ্টিল ইলেকট্রোড এবং কম্প্রেসড ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্যাস। চিকিৎসা কাজে ব্যবহৃত গ্যাস, চিকিৎসা সরঞ্জামাদি এবং চিকিৎসা পাইপলাইন স্বাস্থ্যসেবা খাতের অন্তর্ভূক্ত।

ব্যবসায়ের ফলাফলের বিষয়ে আরো ভালোভাবে অবগত হওয়ার সুবিদার্থে বাল্ক পিজি এন্ড পি (প্যাকেজড গ্যাস ও পণ্যসমূহ) এবং স্বাস্থ্যসেবা শীর্ষক ব্যবসায় খাতসমূহে এ ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

বাল্ক

স্বাস্থ্য সেবা খাতে কোভিড-১৯ সৃষ্ট চাহিদার বিরূপ প্রভাবে বিগত বছরের তুলনায় বাল্ক বিজনেস আলোচ্য বছরে ভালো করতে পারেনি, যেখানে বিদ্যমান সরবরাহ উৎস হতে এমপিজি সরবরাহের ব্যবস্থা করা যায়নি। বছরের শেষ মাসে প্ল্যান্ট অকেজো হওয়ার পরবর্তী সময়ে পরিণতি আরও খারাপ হয়ে পড়ে, যার ফলে গ্রাহক নির্ভর ব্যবসায় অব্যাহত রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। অবশ্য ২০২১ সালের জানুয়ারীর শেষের দিকে সরবরাহ পুনরায় চালু হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ধীরে ধীরে পরিস্থিতির উন্নতি হতে থাকে।

পিজি এন্ড পি (প্যাকেজড গ্যাস ও পণ্যসমূহ)

শিল্পজাত ও বিশেষ পণ্যসমূহের ক্ষেত্রে বিগত বছরের তুলনায় আলোচ্য বছরে পিজিএন্ডপি খাতে সার্বিক আয় হ্রাস পায়। কোভিড-১৯ এর প্রভাবে মেডিকেল অক্সিজেন সরবরাহের জন্য পিজিএন্ডপি সিলিন্ডারসমূহের ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। উক্ত প্রভাব ছাড়াও বছরের শেষ মাসে প্ল্যান্ট অকেজো হওয়ার কারণে পিজিএন্ডপি ব্যবসায়ের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে যার ফলশ্রুতিতে গ্রাহক নির্ভর ব্যবসায় অব্যাহত রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। অবশ্য, বাল্ক গ্যাসসমূহের মতই ২০২১ সালের জানুয়ারীর শেষভাগে সরবরাহ পুনরায় চালু হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ধীরে ধীরে পরিস্থিতির উন্নতি ঘটে।

সার্বিক বিক্রয় কোভিড-১৯ পূর্ব পর্যায়ের ৮১ শতাংশ অর্জিত হয়। লাইট ফেব্রিকেশন ব্যবসায় খাতে কোভিড-১৯ পূর্ব পর্যায়ের ৯৩ শতাংশ অবধি পুনরুদ্ধার করা হয়। অবশ্য জাহাজ নির্মাণ ব্যবসায় খাতে কোভিড-১৯ পূর্ব পর্যায়ের মাত্র ৬৭ শতাংশ পুনরুদ্ধার করার পরিপ্রেক্ষিতে সার্বিক ব্যবসায় সাফল্যের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে। আন্তর্জাতিক বাজারে স্টিল ও অন্যান্য উপাদানের মূল্যবৃদ্ধি জাহাজ নির্মাতা ও নতুন বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত করে। আবাসন ব্যবসায় এবং বাস বডি ফেব্রিকেশন খাতে ব্যবসায় কার্যক্রম হ্রাস পাওয়ায় লাইট ফেব্রিকেশন ব্যবসায় খাতের বিক্রয় বিরূপভাবে প্রভাবিত হয়। স্থানীয় প্রতিযোগীদের কমদামি ইলেকট্রোডস ও অপেক্ষাকৃত স্বল্পমূল্যের আমদানিকৃত পণ্যের কারণে ফেব্রিকেশন খাতে বিক্রয় অব্যাহত বিরূপতার শিকার হয়। অবশ্য লাইট ফেব্রিকেশন খাতে নতুন পণ্য চালু করার মাধ্যমে কোম্পানির গৃহীত উদ্যোগে বাজার এই খাতে ব্যবসায়ের সামান্য উন্নতি ঘটে।

স্বাস্থ্যসেবা

স্বাস্থ্যসেবা খাতে বিভিন্ন মেডিকেল গ্যাসের সরবরাহ বিষয়ক সকল ধরনের সেবা অন্তর্ভুক্ত, যেমন, মেডিকেল অক্সিজেন, নাইট্রাস অক্সাইড, এন্টনক্স, মেডিকেল এয়ার, মেডিকেল কার্বন-ডাই-অক্সাইড, গ্যাস সিলিন্ডার ও এর সংশ্লিষ্ট সরঞ্জামাদি এবং মেডিকেল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেম সরবরাহ ও স্থাপন। বর্ধিত আয়, নতুন ব্যবসায় প্রসার এবং বিভিন্ন চুক্তি নবায়ন বিবেচনায় ২০২০ সাল স্বাস্থ্য সেবা ব্যবসার জন্য একটি ভালো বছর। ২০২০ সালের কোভিড-১৯ সৃষ্ট দৃশ্যপট বাংলাদেশের স্বাস্থ্য সেবা খাতের প্রেক্ষাপট বদলে দিয়েছে। লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড বৃহাদাকার গ্রাহকদের অত্যন্ত তীব্র চাহিদা পূরণসহ অভূতপূর্ব এই চ্যালেঞ্জসমূহ সফলভাবে মোকাবেলা করায় সক্ষম হয়েছে। লিকুইড ও কম্প্রেসড মেডিকেল অক্সিজেনের চাহিদা তীব্র চাহিদার পাশাপাশি বৃহাদাকার গ্রাহকদের ধরে রাখার মাধ্যমে মূলত গত বছরের তুলনায় আলোচ্য বছরে সার্বিক আয়ে ২৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি ঘটেছে। মহামারীর সময় হাসপাতালগুলোতে বাছাই পূর্বক নির্দিষ্ট সংখ্যক সার্জারির কারণে নাইট্রাস অক্সাইড ব্যবসায়ে বিরূপ প্রভাব পড়েছে। সরকারি গ্রাহকদের নিকট হতে বিলম্বে অর্থ পরিশোধের কারণে ডেটরস সেলস আউটস্ট্যান্ডিং (ডিএসও) খাত সার্বিকভাবে বিরূপ প্রভাবের শিকার হয়। দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতার ক্ষেত্রে প্রচেষ্টার মাধ্যমে সুচারুভাবে ব্যয় ব্যবস্থাপনা করা হয়। স্বাস্থ্যসেবা খাতে প্রবৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে বলে আশা করা যায়।

আর্থিক ফলাফলসমূহ

২০২০ সালে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের বিগত বছরের তুলনায় কোম্পানির বিক্রয় ১৭ শতাংশ হ্রাস পায়। বাল্ক এবং পিজিএন্ডপি ব্যবসায় যথাক্রমে ১৬.২৭ শতাংশ এবং ২৪.২০ শতাংশ হ্রাস পাওয়ায় এমনটি ঘটে, তবে স্বাস্থ্যসেবা খাতে বিক্রয় বৃদ্ধি পাওয়ায় এই ক্ষতি কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়।

কোভিড-১৯ সৃষ্ট প্রভাবের কারণে মূলত বিগত বছরের তুলনায় ২০২০ সালে মোট মুনাফা ১১.২০ শতাংশ হ্রাস পায়। ই-অকশন এর মাধ্যমে ইলেকট্রোডস এর কাঁচামালের ব্যয়ে হ্রাসের পাশাপাশি নির্দিষ্ট ব্যয় সংকোচন সংক্রান্ত বিভিন্ন উদ্যোগ কোম্পানির ব্যবসায়ে সাফল্য ধরে রাখার ক্ষেত্রে অবদান রাখে।

উপরোল্লিখিত এ সকল সাফল্যের ফলশ্রুতিতে বিগত বছরের তুলনায় ২০২০ সালে কার্যক্রম পরিচালনা বাবদ বর্ধিত মুনাফা অর্জিত হয়:

বিভিন্ন খাত	২০২০	২০১৯
	মিলিয়ন টাকা	মিলিয়ন টাকা
বিক্রয়	৪,৭১১	৫,৬৮৩
বিক্রয় খাতে ব্যয়	(২,৪৮৪)	(৩,১৭১)
মোট মুনাফা	২,২২৮	২,৫১৩
পরিচলানা ব্যয়	(৭৮০)	(৮৩৪)
পরিচালনা হতে প্রাপ্ত মুনাফা	১,৪৪৩	১,৬৭৬
নীট বৈদেশিক বিনিময় বাবদ ক্ষতি	(৭)	(৭)
অন্যান্য আয়	(২)	(৫)
অর্থায়ন ববাদ নীট আয়	৭৮	৭২
ডব্লিউপিপিএফ বাবদ অর্থ পরিশোধ-পূর্ব মুনাফা	১,৫২১	১,৭৪৮
ডব্লিউপিপিএফ বাবদ অর্থ পরিশোধ	(৭৬)	(৮৭)
করপূর্ব মুনাফা	১,৪৪৫	১,৬৬১

চলতি মূলধন ব্যবস্থাপনা

প্রধানত কার্যক্রম পরিচালনা বাবদ নগদ অর্থ প্রবাহের অধিকতর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার ফলে গত বছরের তুলনায় অলোচ্য বছরে চলতি মূলধনের অবস্থা জোরালো হয়। পণ্যের মূল্য তালিকা, দেনাদারগণ এবং পরিশোধযোগ্য অর্থের বিষয়ে অব্যাহত মনিটরিং এর ফলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে নগদ অর্থ প্রবাহ সূচিত হয়, যা চলতি মূলধনের উপর ইতিবাচক প্রভাব রাখে।

ঝুঁকি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি

কোম্পানির ব্যবসায় সংক্রান্ত ঝুঁকি তদারকির জন্য একটি ব্যবস্থা কার্যকর রয়েছে, যা কর্পোরেট সুশাসন অধ্যায় এবং আর্থিক বিবরণীসমূহের টীকাসমূহে সুস্পষ্ট করে বর্ণিত হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের সাথে লেনদেন

'আর্মস লেন্থ' নীতির ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পক্ষ সমূহের সাথে ব্যবসায়ের সাধারণ ধারা অনুযায়ী লেনদেন সম্পাদিত হয়। সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের সাথে লেনদেন-এর বিবরন বার্ষিক প্রতিবেদনের ১৬৩ নং পৃষ্ঠায় টীকা নং ৩২-এ আর্থিক প্রতিবেদনের বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে।

অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ

কোম্পানির একটি সুষ্ঠু অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রয়েছে যার মাধ্যমে একটি যৌক্তিক নিশ্চয়তা পাওয়া যায় যে, কোম্পানির সম্পদসমূহ সুরক্ষিত রয়েছে এবং কোম্পানির আর্থিক অবস্থান দৃঢ়। নিরীক্ষা কমিটি এর প্রতিটি সভায় অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা করে এবং পরিচালকমন্ডলীর নিকট এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন করে থাকে। অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের যথে াপযুক্ততা নিরূপণের লক্ষ্যে গ্রুপ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা টীম নিরীক্ষা পরিচালনা করে। এ সংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্যাদি ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার উল্লেখসহ পরবর্তী ফলো-আপ বিষয়ক প্রতিবেদন নিরীক্ষা কমিটির নিকট উপস্থাপন করা হয় এবং গ্রুপ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিটির নিকট তা অনতিবিলম্বে প্রেরণ করা হয়। উক্ত প্রতিবেদন কর্পোরেট সুশাসন ব্যবস্থা সংক্রান্ত প্রতিবেদনে বিস্তারিতভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

গোয়িং কনসার্ন বা চলমান প্রতিষ্ঠান

পরিচালকমন্ডলী এই মর্মে মতামত ব্যক্ত করেন যে, আপনাদের কোম্পানি একটি চলমান প্রতিষ্ঠান এবং একটি চলমান প্রতিষ্ঠান হিসেবে এর অবস্থান অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে কোম্পানির সামর্থ্য নিয়ে উল্লেখযোগ্য তেমন কোন সন্দেহ নেই। সেই অনুযায়ী, কোম্পানিকে একটি চলমান প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য করে আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুত করা হয়েছে।

ভবিষ্যত পরিকল্পনা

বিদ্যুৎ বাবদ ব্যয় সর্বাধিক অনুকূল রাখার লক্ষ্যে ২×৫ এম ডব্লিউ ক্যাপটিভ জেনারেটর স্থাপন বাবদ ২৯৯ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। ২০২০ সালের মাঝামাঝি উক্ত জেনারেটর চালু করা হয়েছে। এ বিনিয়োগের পাশাপাশি বিগত বছরগুলোতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগ এর ফলশ্রুতিতে আশা করা যায় যে, কোম্পানি আর্থিকভাবে আরও শক্তিশালী হবে এবং ফলশ্রুতিতে কোম্পানি একটি দৃঢ় আর্থিক বুনিয়াদের পাশাপাশি উচ্চ হার নগদ প্রবাহের অধিকারী হবে, যা কোম্পানিকে ভবিষ্যতে লাভজনক ও টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে বিনিয়োগ করায় সক্ষম করে তুলবে।
কোম্পানি বেনাপোল স্থলবন্দরের নিকট একটি ডিবাল্কিং স্টেশন (হাব এন্ড স্পোক মডেল) স্থাপনের পরিকল্পনা করেছে, যা অক্সিজেন ও অন্যান্য বিভিন্ন গ্যাসের জন্য 'বাফার' হিসেবে কাজ করবে এবং এটি ব্যবসায়ের নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধির পাশাপাশি পণ্যের বিতরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। ২০২১ সালে এর নির্মাণ সমাপ্ত বলে আশা করা যায়।

লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড শীতলপুর মেরামত করার পরিকল্পনা করেছে। আশা করা যায় যে, এই মেরামতের ফলে পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি কোম্পানির দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া আগামী তিন থেকে চার বছরের মধ্যে কোম্পানি দেশে আরেকটি এএসইউ প্ল্যান্ট নির্মাণের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে।

পরিচালকবৃন্দের সম্মানী

লিন্ডে গ্রুপ কোম্পানিসমূহে কর্মরত পরিচালকবৃন্দ ব্যতিরেকে অন্যান্য স্বতন্ত্র ও অনির্বাহী পরিচালকগণের সম্মানী কান্ট্রি ম্যানেজমেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত পন্থায় পরিশোধ করা হয়।

নির্বাহী পরিচালকগণের সম্মানী ভাতা, দক্ষতা ও তৎসংশ্লিষ্ট বোনাস সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পর্যালোচনা ও অনুমোদন করা হয়। আলোচ্য বছরে নির্বাহী পরিচালকবৃন্দকে প্রদত্ত সম্মানী ভাতার বিস্তারিত তথ্য আর্থিক বিবরণীসমূহের টীকায় ১৫৮ নং পৃষ্ঠায় সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

লভ্যাংশ

পরিচালকবৃন্দ আলোচ্য বছরে শেয়ারপ্রতি ৪০.০০ টাকা চূড়ান্ত লভ্যাংশ ঘোষণা করেছেন যার ফলশ্রুতিতে বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদন সাপেক্ষে ৬০৮.৭৩ মিলিয়ন টাকা পরিশোধ করা হবে। আলোচ্য বছরে লভ্যাংশের শতকরা হার হবে ৪০০% এবং লভ্যাংশ বাবদ পরিশোধিত অর্থের পরিমান হবে ৬০৮.৭৩ মিলিয়ন টাকা (২০১৯ সালে ছিল ৭৬০.৯১ মিলিয়ন টাকা)।

আইনগত তথ্যাদি প্রকাশ বিষয়ক অতিরিক্ত বিবরণীসমূহ:

কোম্পানির পরিচালকবৃন্দ নিম্নোক্ত তথ্যাদি প্রকাশ বিবরণীসমূহে অন্তর্ভূক্ত করেছেন:

- কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত আর্থিক বিবরণী এর বিভিন্ন কার্যক্রমের চিত্র, এর কার্যক্রমসমূহের ফলাফল, নগদ অর্থ প্রবাহ এবং ইক্যুইটিতে পরিবর্তন ইত্যাদি নিরপেক্ষভাবে তুলে ধরে।
- কোম্পানির যথাযথ হিসাবরক্ষণ বহিসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে।
- আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুতের ক্ষেত্রে যথযথ হিসাবরক্ষণ নীতিমালাসমূহ সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে এবং হিসাবরক্ষণ বিষয়ক আনুমানিক হিসাবাদি যৌক্তিক ও প্রাজ্ঞ যাচাইয়ের উপর ভিত্তি করে নির্ধারন করা হয়েছে।
- কোম্পানির বিগত বছরের কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত ফলাফলসমূহ থেকে সংঘটিত সকল ধরনের বিচ্যুতি উপরোক্ত আর্থিক ফলাফলসমূহের আওতায় বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়েছে।
- বিগত ন্যূনতম পাঁচ বছরের (২০১৫-২০২০) সার-সংক্ষেপিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত ও আর্থিক উপাত্ত ১০৬ নং পৃষ্ঠায় সন্নিবেশিত হয়েছে।
- সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের সাথে সকল ধরনের লেন-দেন বাণিজ্যিক ভিত্তিতে করা হয়েছে এবং এক্ষেত্রে ভিত্তি ছিল "ঘনিষ্ঠ লেন-দেন" এর নীতি। সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের সাথে লেনদেন বিষয়ক তথ্যাদি আর্থিক বিবরণীসমূহের টীকায় সন্নিবেশিত হয়েছে।

- আলোচ্য বছরে কোন অসাধারণ মুনাফা বা ক্ষতি সাধিত হয়নি;
- পাবলিক খাতসমূহ হতে আগত প্রাপ্তি কাজে লাগানোর বিষয়টি প্রযোজ্য নয়;
- আইপিও ঘোষণার পরবর্তী কালে আর্থিক ফলাফল বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রযোজ্য নয়;
- যদি ত্রৈমাসিক আর্থিক বিবরণী ও বাৎসরিক আর্থিক বিবরণীতে উল্লেখযোগ্য মাত্রার পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় সেক্ষেত্রে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ প্রদানে ব্যাখ্যা প্রদান করবেন;
- আলোচ্য বছরে কোম্পানি বোর্ড সভা উপস্থিতি বাবদ মোট ২,০০,০০০ টাকা পরিশোধ করেছে। আর্থিক বিবরণীসমূহের টীকায় পরিচালকবৃন্দের সম্মানীভাতা সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

সংরক্ষিত তহবিল

পরিচালকবৃন্দ আলোচ্য বছরে ১,০৬৬.০০ মিলিয়ন টাকা নিট মুনাফা সংরক্ষিত তহবিলে স্থানান্তরের প্রস্তাব করেছেন।

পরিচালকবৃন্দ

বর্তমান পরিচালকবৃন্দের নাম এই প্রতিবেদনের ৯৬ থেকে ৯৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে। কোম্পানির সংঘবিধির ৮১ অনুচ্ছেদের আওতায় জনাব পাভান মাইসুরি ভিজইকুমা অবসর গ্রহণ করবেন এবং যোগ্য বিধায় পুনঃনির্বাচনের জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছে।

জাতীয় কোষাগারে অবদান

২০২০ সালে কর ও শুল্ক বাবদ জাতীয় কোষাগারে সর্বসাকুল্যে ১,৩৯২ মিলিয়ন টাকা পরিশোধ করা হয়েছে, যা ২০১৯ সালে ছিল ১,৬২৩ মিলিয়ন টাকা।

সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকবৃন্দ

কোম্পানির সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষাবৃন্দ হোদা ভাসি চৌধুরী এন্ড কোং, চ্যাটার্ড একাউন্ট্যান্টস এই বার্ষিক সাধারণ সভায় অবসর গ্রহণ করবেন। SEC Order No. SEC/CMRRCD/2009-193/104/Admin, তারিখ: ২৭ জুলাই ২০১১ অনুযায়ী কোন নিরীক্ষক ফার্ম একই কোম্পানির সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষক হিসেবে পর পর তিন বছরের বেশি নিয়োজিত থাকতে পারবে না। BSEC আদেশ অনুযায়ী কোম্পানির জন্য নতুন সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষক নিয়োগ করা আবশ্যক। রহমান রহমান হক, চাটার্ড এ্যাকাউন্টস লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেডের সংবিদ্ধিবদ্ধ নিরীক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। ৪৮তম বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদানকৃত শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদন সাপেক্ষে বোর্ড রহমান রহমান হক, চাটার্ড এ্যাকাউন্টস-কে ২০২১ এর কোম্পানির সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষক হিসেবে ৬,০০,০০০/- টাকা ফি প্রদান সাপেক্ষে পরবর্তী বার্ষিক সাধারণ সভা পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করার জন্য নিয়োগ প্রদান করার ব্যাপারে সুপারিশ করেন।

কমপ্লায়েন্স নিরীক্ষকবৃন্দ

কোম্পানির কমপ্লায়েন্স নিরীক্ষাবৃন্দ রহমান রহমান হক, চার্টার্ড এ্যাকাউন্টস ২০২০ সালে ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের নিরীক্ষা কাজ সম্পন্ন করেছেন। বিএসইসি-এর নতুন বিধি অনুযায়ী এই কর্পোরেট পরিচালনা সংক্রান্ত সনদ যে পেশাদার প্রতিষ্ঠান প্রদান করবে, তাদেরকে বার্ষিক সাধারণ সভায় শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত হতে হবে। BSEC Order # BSEC/CMRRCD/2006-158/207/Admin/80, তারিখ: ৩ জুন ২০১৮ অনুযায়ী কোম্পানির জন্য কমপ্লায়েন্স নিরীক্ষক নিয়োগ করা আবশ্যক। হোদা ভাসি চৌধুরী এন্ড কোং, চ্যাটার্ড একাউন্ট্যান্টস লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেডের কমপ্লায়েন্স নিরীক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। ৪৮তম বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদানকৃত শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদন সাপেক্ষে বোর্ড হোদা ভাসি চৌধুরী এন্ড কোং, চ্যাটার্ড একাউন্ট্যান্টস-কে কোম্পানির কমপ্লায়েন্স নিরীক্ষক হিসেবে পরবর্তী বার্ষিক সাধারন সভা পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করার জন্য নিয়োগ প্রদান করার ব্যাপারে সুপারিশ করেন।

পরিচালকমন্ডলীর পক্ষে
৮ই এপ্রিল ২০২১

আইয়ুব কাদরী
পরিচালক ও সভাপতি

সুজিত কুমার পাই
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

কমিটিসমূহ

অডিট কমিটি

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নির্দেশিকার শর্ত অনুযায়ী কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ কোম্পানির জন্য একটি অডিট কমিটি গঠন করেছে। ৩১শে ডিসেম্বর ২০২০ অবধি গঠিত কমিটি হচ্ছে:

সভাপতি	মিস রূপালী এইচ চৌধুরী	স্বতন্ত্র পরিচালক
সদস্য	জনাব মলয় ব্যানার্জী	পরিচালক
সদস্য	জনাব তানজিব-উল আলম	স্বতন্ত্র পরিচালক
সচিব	জনাব আবু মোহাম্মদ নিছার	কোম্পানি সচিব
উপস্থিতি	জনাব জয়নুল আবেদিন সাকিল	হেড অফ ইন্টারনাল অডিট

মনোনয়ন ও সম্মানী কমিটি (এনআরসি)

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নির্দেশিকার শর্ত অনুযায়ী কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ কোম্পানির জন্য একটি মনোনয়ন ও সম্মানী কমিটি (এনআরসি) গঠন করেছে। ৩১শে ডিসেম্বর ২০২০ অবধি গঠিত কমিটি হচ্ছে:

সভাপতি	মিস রূপালী এইচ চৌধুরী	স্বতন্ত্র পরিচালক
সদস্য	জনাব মলয় ব্যানার্জী	পরিচালক
সদস্য	জনাব তানজিব-উল আলম	স্বতন্ত্র পরিচালক
সচিব	জনাব আবু মোহাম্মদ নিছার	কোম্পানি সচিব

কান্ট্রি লীডারশীপ টীম

পরিচালনা পর্ষদের সহায়তায় কোম্পানির জ্যৈষ্ঠ ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা সহযোগে যে টীম তাহাই কান্ট্রি লীডারশীপ টীম হিসেবে পরিচিত। ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নেতৃত্বে সকল বিভাগের প্রধানদের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে নিম্নোক্ত CLT:

সভাপতি	জনাব সুজিত কুমার পাই	ব্যবস্থাপনা পরিচালক
সদস্য	জনাব মো: আনিছুজ্জামান	চীফ ফিনান্সিয়াল অফিসার
সদস্য	মিস সায়কা মাজেদ	হেড অব এইচ আর
সদস্য	জনাব এ কে এম তারেক	হেড অব সেলস এন্ড মার্কেটিং, হার্ডগুডস
সদস্য	জনাব সৈয়দ আসগর আলী	হেড অব প্রোকিউরমেন্ট
সদস্য	জনাব নুরুর রহমান	হেড অব সেলস এন্ড মার্কেটিং, পিজি ও বাল্ক
সদস্য	জনাব মুশফিক আক্তার	হেড অব হেলথকেয়ার

নিরাপত্তা পরিষদ টীম

নিরাপত্তা পরিষদ নামক এই ফোরামটি নিরাপত্তা বিষয়ক কার্যক্রমে সহযোগিতা এবং নিরাপত্তা ও সুরক্ষাজনিত কর্ম ও সংস্কৃতির উন্নয়নে কাজ করে। এই টীমের উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশের শীর্ষ ও ল্যাগিং ইন্ডিকেটর এবং অন্যান্য নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট বিষয় পর্যবেক্ষণ/নিরীক্ষণ করা। ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নেতৃত্বে ১৯ জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত নিরাপত্তা পরিষদ টীম নিম্নরূপ:

নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও কোয়ালিটি প্রধান (SHEQ)
কান্ট্রি লীডারশীপ টীম
হেড অব অল ফাংশন
পরিবহণ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাপক
অন সাইট প্ল্যান্ট ব্যবস্থাপক
অপারেশন ব্যবস্থাপক
কাস্টমার ইঞ্জিনিয়ার সার্ভিস ব্যবস্থাপক

প্রধান আর্থিক ইতিবৃত্ত

২০২০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পূর্ববর্তী পাঁচ বছরের কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত ও আর্থিক প্রধান উপাত্তসমূহ:

		২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০
রেভিনিউ	টাকা '০০০	৩,৯৩৩,১৮৫	৪,২৭০,৫৮৫	৪,৯৪১,৭৯৯	৫,৪৬০,১৯০	৫,৬৮৩,৪৪১	৪,৭১১,৪১৭
কর-পূর্ব মুনাফা	"	৮৮১,৩৪৩	১,১৯০,৮৩২	১,৩০৪,২৬০	১,৩৬৪,৪৭৪	১,৬৬০,৯৮৯	১,৪৪৪,৮৭৬
ইবিআইটিডিএ (EBITDA)	"	১,০৩১,১০৪	১,৩৮১,৭৯৬	১,৫১৬,৪৪৮	১,৬২২,১৪৮	১,৮৮৭,৩২৪	১,৬৮১,৬৮৪
কর বরাদ্দ	"	২১৩,০৮৬	৩২৪,১১৪	১৭১,৪৩২	৩৬০,৭০০	(৪২৯,৪০১)	(৩৭১,২৬৭)
বিলম্বিত কর	"	১৭,৭৮৬	-১৪,৪৮০	১৮০,০৯০	২৯,৩০২	৫৩,২৮৩	৩০,৬০২
আয়	"	৬৫০,৪৭১	৮৮১,১৯৮	৯৫২,৭৩৮	১,০০৩,৭৭৪	১,২৩১,৫৮৮	১,০৭৩,৬০৯
প্রস্তাবিত চূড়ান্ত লভ্যাংশ	"	১৬৭,৪০১	১৬৭,৪০১	২১৩,০৫৬	৫৭০,৬৮৬	৭৬০,৯১৪	৬০৮,৭৩১
অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ প্রদান	"	৩০৪,৩৬৬	৩০৪,৩৬৬	৩০৪,৩৬৬	-	-	-
সাধারণ সংরক্ষিত তহবিল	"	২,৬১৩,২০৭	৩,০৩২,৭৫০	৩,৫২৩,৬৩৬	৪,৩২০,৫০৮	৪,৯৫৬,৫২৬	৫,২৬১,৬৫৪
শেয়ার মূলধন	"	১৫২,১৮৩	১৫২,১৮৩	১৫২,১৮৩	১৫২,১৮৩	১৫২,১৮৩	১৫২,১৮৩
পুনঃমূল্যায়ন বাবদ সংরক্ষণ	"	২০,১৭৪	-	-	-	-	-
শেয়ারহোল্ডারদের ইক্যুইটি	"	২,৭৮৫,৫৬৪	৩,১৮৪,৯৩৩	৩,৬৭৫,৮১৯	৪,৪৭২,৬৯১	৫,১০৮,৭০৯	৫,৪১৩,৮৩৭
নীট স্থায়ী সম্পত্তি	"	১,৯১৪,৪০৫	২,৫৪৩,৯৩৫	৩,২১৮,৬৩৮	৩,৪৪৫,৪৬২	৩,৬১৭,৬৩৯	৩,৪৩৬,৯৪৫
অবচয়	"	১৬২,৬১৭	২০১,৮৬৩	২১৯,৬৫১	২৮০,০৬৫	২৯২,০৮৬	৩০৯,৯৯৬
শেয়ারপ্রতি আয়	টাকা	৪২.৭৪	৫৭.৯	৬২.৬	৬৫.৯৬	৮০.৯৩	৭০.৫৫
পি ই রেশিও-টাইমস		২৭	২২	২১	১৮	১৬	১৮
কর্মচারী হতে মূলধন ফেরত	%	২৪	২৮	২৬	২২	২৪	২০
মোট মুনাফার আনুপাতিক হার	%	৪৩	৪৬	৪৭	৪২	৪৪	৪৭
ইক্যুইটি দেনা বাবদ আনুপাতিক হার-টাইমস		-	-	-	-	-	-
চলতি আনুপাতিক হার-টাইমস		২.৪৪	১.৫৫	১.৬৭	২.০১	২.২৪	২.৫৭
শেয়ারপ্রতি লভ্যাংশ	টাকা	৩১	৩১	৩৪	৩৭.৫	৫০	৪০
লভ্যাংশ	%	৩১০	৩১০	৩৪০	৩৭৫	৫০০	৪০০
শেয়ারপ্রতি নীট সম্পত্তি	টাকা	১৮৩.০৪	২০৯.২৮	২৪১.৫৪	২৯৩.৯০	৩৩৫.৭০	৩৫৫.৭৫
শেয়ারপ্রতি পরিচালনা থেকে নগদ প্রবাহ	"	৬৭.১৪	৭৩.১৮	৭৬.১৩	৭৬.৮৭	১০৩.২৫	৭৭.৭০

শেয়ারহোল্ডিং প্যাটার্ন ও শতকরা হিসাব

শেয়ারহোল্ডিং প্যাটার্ন

পরিচালকবৃন্দের নাম			শেয়ারের সংখ্যা
	২০১৮	২০১৯	২০২০
জনাব আইয়ুব কাদরী - সভাপতি	১০	১০	১০
নির্বাহীবৃন্দের নাম			
জনাব সৈয়দ আসগর আলী (হেড অব প্রোকিউরমেন্ট, ৩১শে জানুয়ারি ২০২১ সালে পদত্যাগ করেছেন)	৫০	৫০	৫০
জনাব আবু মোহাম্মদ নিছার (কোম্পানি সচিব)	২৮	২৮	২৮
সিএফও, এইচআইএসি এবং অন্যান্য নির্বাহীবৃন্দ (স্ত্রী বা বাচ্চাদের কোন শেয়ারহোল্ডিং নেই)	০	০	০
১০% বা তার চেয়ে বেশী শেয়ারহোল্ডিং:			
দি বিওসি গ্রুপ লিমিটেড, জার্মান কোম্পানি লিন্ডে এজি যুক্তরাজ্যের দি বিওসি গ্রুপ লিমিটেডের সম্পূর্ণ মূলধনের অধিকারী	৯,১৩০,৯৬৮	৯,১৩০,৯৬৮	৯,১৩০,৯৬৮
আইসিবি ইউনিট ফান্ড/ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অফ বাংলাদেশ*	১,০৬১,৬১৫	১,০৬১,৬১৫	*১,৪৭৩,৫০০
প্যারেন্ট, সাবসিডিয়ারি, অ্যাসোসিয়েট কোম্পানিসমূহ			
লিন্ডে পিএলসি,আয়ারল্যান্ডের অন্তর্ভূক্ত একটি চূড়ান্ত অধিষ্ঠিত কোম্পানি			
দি বিওসি গ্রুপ লিমিটেড (যুক্তরাজ্য) এবং জার্মানির লিন্ডে এজি উভয়ই ফেলোও সাবসিডিয়ারি			
বিওসি বাংলাদেশ লিমিটেড (সাবসিডিয়ারি কোম্পানি)			

শেয়ারহোল্ডিংস-এর শতকরা হিসাব - ইনষ্টিটিউট এবং পাবলিক

- দি বিওসি গ্রুপ লিমিটেড ৬০.০
- অন্যান্য ইনষ্টিটিউট ৩১.৩
- পাবলিক ৮.৭

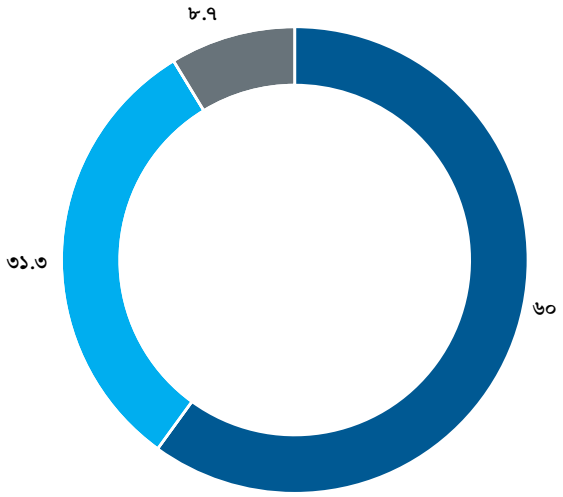

শেয়ারহোল্ডিংস-এর শতকরা হিসাব - বিভিন্ন কোম্পানি এবং অন্যান্য

- দি বিওসি গ্রুপ লিমিটেড ৬০
- বাংলাদেশ বিনিয়োগ সংস্থা (আই.সি.বি) ১৫
- লংকাবাংলা সিকিউরিটিজ লিমিটেড ১.০
- সাধারণ বীমা কর্পোরেশন (এসবিসি) ১.৩
- পূবালী ব্যাংক লিমিটেড ১.১
- পূবালী ব্যাংক সিকিউরিটিজ লিমিটেড ১.৫
- অন্যান্য শেয়ারহোল্ডারগণ ২০.১

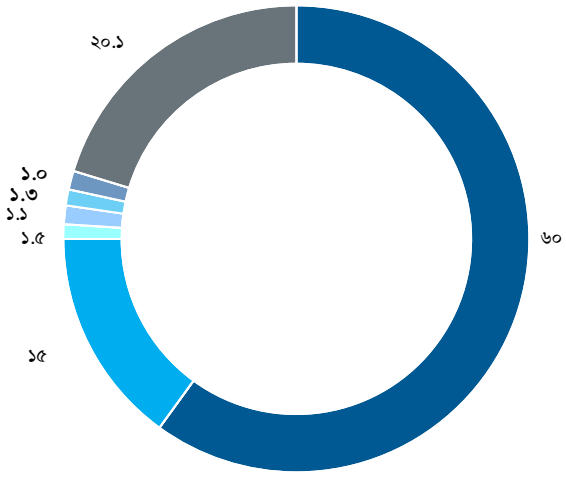

সভাসমূহ

বোর্ড সভাসমূহ

এ সময়ে বোর্ড ৪ বার সভাতে মিলিত হন।

	পরিচালকবৃন্দের নাম	উপস্থিতির সংখ্যা
১	জনাব আইয়ুব কাদরী- সভাপতি	৪
২	জনাব সুজিত কুমার পাই- সিইও	৪
৩	জনাব মলয় ব্যানার্জী	৪
৪	মিস রূপালী এইচ চৌধুরী	৩
৫	জনাব তানজিব-উল আলম	৪
৬	জনাব পাভান মাইসৌরী ভিজয় কুমার	৪

অডিট কমিটি সভাসমূহ

এ সময়ে ৪ বার সভা অনুষ্ঠিত হয়।

	সদস্যবৃন্দের নাম	উপস্থিতির সংখ্যা
১	মিস রূপালী এইচ চৌধুরী - চেয়ারপারসন	৩
২	জনাব মলয় ব্যানার্জী- পরিচালক কর্পোরেট ইনভেস্টর হতে মনোনীত	৪
৩	জনাব তানজিব-উল আলম	৩

মনোনয়ন ও সম্মানী কমিটি (এনআরসি) সভাসমূহ

এ সময়ে ১ বার সভা অনুষ্ঠিত হয়।

	সদস্যবৃন্দের নাম	উপস্থিতির সংখ্যা
১	মিস রূপালী এইচ চৌধুরী - চেয়ারপারসন (স্বতন্ত্র পরিচালক)	১
২	জনাব মলয় ব্যানার্জী- অনির্বাহী পরিচালক- কর্পোরেট ইনভেস্টর হতে মনোনীত	১
৩	জনাব তানজিব-উল আলম- স্বতন্ত্র পরিচালক	১

পরিশিষ্ট ক

[আরোপিত শর্ত নং ১(৫) (২৬)]

সিইও এবং সিএফও এর ঘোষণা

৮ই এপ্রিল ২০২১

পরিচালকমন্ডলী
লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড
কর্পোরেট অফিস
২৮৫ তেজগাঁ শি/এ
ঢাকা-১২০৮, বাংলাদেশ

বিষয় ঃ ২০২০ সালে ৩১শে ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের আর্থিক বিবরণী সংক্রান্ত ঘোষণা।

প্রিয় মহোদয়গণ,

সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ অর্ডিন্যান্স ১৯৬৯ এর ২সিসি-এর আওতায় প্রণীত কমিশনের প্রজ্ঞাপন নং বিএসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৬-১৫৮/২০৭/এডমিন/৮০, তারিখ ৩রা জুন ২০১৮ বলে আরোপিত শর্ত নং ১ (৫) (২৬) এর আলোকে আমরা এই মর্মে ঘোষণা করি যে:

১. বাংলাদেশে প্রযোজ্য ইন্টারন্যাশনাল একাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস (আইএএস) অথবা ইন্টারন্যাশনাল ফিনানশিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ডস (আইএফআরএস) এর আলোকে লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ২০২০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুত করা হয়েছে এবং এক্ষেত্রে উক্ত বিধিসমূহ হতে যে কোন ধরনের বিচ্যুতির বিষয়টি পর্যাপ্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে;

২. একটি সত্য ও যথাযথ চিত্র তুলে ধরার লক্ষ্যে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের নিয়ম অনুসারে উক্ত আর্থিক বিবরণীসমূহ সংক্রান্ত বিভিন্ন এস্টিমেট ও জাজমেন্ট সম্পাদন করার ক্ষেত্রে বিচক্ষণতা ও যৌক্তিকতা অনুসরণ করা হয়েছে।

৩. বিভিন্ন লেনদেনের প্রকার ও বিষয়বস্তু এবং কোম্পানির কার্যক্রমের অবস্থা আর্থিক বিবরণীসমূহে যৌক্তিকভাবে এবং যথাযথভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

৪. উপরোল্লিখিত বিষয়গুলো নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কোম্পানি একটি অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করার পাশাপাশি একাউন্টিং সংক্রান্ত রেকর্ডসমূহ সংরক্ষণ করার ক্ষেত্রে যথাযথ ও পর্যাপ্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

৫. কোম্পানির বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত নীতিমালা ও প্রক্রিয়া যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে এই মর্মে যুক্তিসংগত নিশ্চয়তা প্রদান করার লক্ষ্যে আমাদের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষকবৃন্দ নিয়মিত বিরতিতে বিভিন্ন নিরীক্ষা কর্ম সম্পাদন করেছেন; এবং

৬. আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুতের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ গোয়িং কনসার্নের ভিত্তিতে হিসাবরক্ষণের যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন তা যথাযথ হয়েছে এবং এক্ষেত্রে বিভিন্ন ঘটনা ও পরিস্থিতি সম্পর্কিত এমন কোন বড় ধরনের অনিশ্চয়তার অস্তিত্ব নেই, যা গোয়িং কনসার্ন বা চলমান প্রতিষ্ঠান হিসেবে কোম্পানি টিকে থাকার সামর্থ্য-এর বিষয়ে উল্লেখযোগ্য সন্দেহের অবতারণা করতে পারে।

এক্ষেত্রে আমরা আরও প্রত্যয়ন করি যে:-

ক. আমরা ২০২০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের আর্থিক বিবরণীসমূহ পর্যালোচনা করেছি এবং আমাদের সর্বোত্তম জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুযায়ী:
   (১) এই বিবরণীসমূহে কোন গুরুতর অসত্য তথ্য নেই অথবা কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বাদ দেওয়া হয়নি বা ভ্রান্তির অবতারণা করতে পারে এমন কোন তথ্য নেই;
   (২) এই বিবরণীসমূহ কোম্পানি কার্যক্রমের সামগ্রিকভাবে একটি সত্য ও সুষ্ঠু চিত্র তুলে ধরে এবং এগুলো বিদ্যমান একাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস ও অন্যান্য প্রযোজ্য আইন অনুসরণ করে।

খ. আমাদের সর্বোত্তম জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুযায়ী আলোচ্য বছরে কোম্পানি কর্তৃক এমন কোন ট্রানজেকশন সম্পন্ন হয়নি যা প্রতারণামূলক, বেআইনি বা কোম্পানির পরিচালকমন্ডলী অথবা এর সদস্যবৃন্দের জন্য নির্ধারিত আচরণবিধির লঙ্ঘন।

আপনার বিশ্বস্ত

পরিচালকমন্ডলীর পক্ষে,

সুজিত কুমার পাই
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

মোঃ আনিছুজ্জামান
চীফ ফিনান্সিয়াল অফিসার

পরিশিষ্ট খ

KPMG

Rahman Rahman Huq
Chartered Accountants
9 & 5 Mohakhali C/A
Dhaka 1212
Bangladesh

Telephone +880 (2) 988 6450-2
Fax +880 (2) 988 6449
Email dhaka@kpmg.com
Internet www.kpmg.com/bd

[আরোপিত শর্ত নং ১(৫) (২৭)]

লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড কর্তৃক শেয়ারহোল্ডারগণের নিকট উপস্থাপিত কর্পোরেট পরিচালনা বিধি পরিপালন সংক্রান্ত প্রতিবেদন

২০২০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরে লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড কর্তৃক কর্পোরেট পরিচালনা বিধি পরিপালন পরিস্থিতি আমরা যাচাই করেছি। এটি ৩রা জুন ২০১৮ সালে প্রকাশিত বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন প্রজ্ঞাপন নং বিএসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৬-১৫৮/২০৭/এডমিন/৮০ এর সাথে সম্পর্কিত।

কর্পোরেট পরিচালনা বিধির অনুরূপ প্রতিপালনের দায়-দায়িত্ব কোম্পানির উপর বর্তায়। কর্পোরেট পরিচালনা বিধি সংক্রান্ত শর্তাবলী পরিপালন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও এর বাস্তবায়নের আলোকে আমরা এ সংক্রান্ত যাচাই কর্ম সম্পাদন করেছি।

এটি কর্পোরেট পরিচালনা বিধির শর্তাবলীর পাশাপাশি ইনস্টিটিউট অব চাটার্ড সেক্রেটারিজ অব বাংলাদেশ (আইসিএসবি) কর্তৃক প্রণীত সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ডস (বিএসএস) এর বিধিসমূহ পরিপালন, এবং এক্ষেত্রে এই বিধিসমূহ উক্ত কর্পোরেট পরিচালনা বিধির কোন শর্তের সাথে অসংগতিপূর্ণ না হওয়া সাপেক্ষে একটি পরীক্ষা ও যাচাই এবং স্বাধীন নিরীক্ষা কর্ম।

আমরা এই মর্মে উল্লেখ করি যে, আমাদের চাহিদা মোতাবেক সকল তথ্য ও ব্যাখ্যা পেয়েছি এবং এগুলোর যথাযথ পরীক্ষা ও যাচাই-এর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এই প্রতিবেদন দাখিল করি যে আমাদের মতে:

(ক) কোম্পানি কমিশন কর্তৃক জারিকৃত উপরোল্লিখিত কর্পোরেট পরিচালনা বিধি অনুযায়ী কর্পোরেট পরিচালনা বিধির শর্তাবলী পরিপালন করেছে;
(খ) কোম্পানি এই বিধিতে উল্লিখিত শর্তানুযায়ী ইনস্টিটিউট অব চাটার্ড সেক্রেটারিজ অব বাংলাদেশ (আইসিএসবি) কর্তৃক প্রণীত সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ডস (বিএসএস) এর বিধিসমূহ পরিপালন করেছে;
(গ) কোম্পানিজ এ্যাক্ট ১৯৯৪, সিকিউরিটিস আইনসমূহ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইন অনুযায়ী কোম্পানি কর্তৃক বুকস ও রেকর্ডস সংরক্ষণ করা হয়েছে; এবং
(ঘ) কোম্পানির পরিচালনা কার্যক্রম অত্যন্ত সন্তোষজনক।

৮ই এপ্রিল ২০২১

এম. মেহেদী হাসান
পার্টনার
রহমান রহমান হক
চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস

Rahman Rahman Huq, a partnership firm registered in Bangladesh and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity.

Chattogram office address:
78 Agrabad C/A (13th Floor)
Chattogram, Bangladesh

Tel +880 (31) 710704, 710996
Fax +880 (31) 2520795
E-mail chittagong@kpmg.com
Internet www.kpmg.com/bd

পরিশিষ্ট গ

[আরোপিত শর্ত নং ১(৫) (২৭)]

সিকিউরিটিজ এবং এক্সচেঞ্জ অর্ডিনেন্স ১৯৬৯ এর সেকশন ২ সিসি অনুযায়ী ইস্যুকৃত কমিশনের প্রজ্ঞাপন নং SEC/CMRRCD/2006-158/207/Admin/80 তারিখ ৩রা জুন, ২০১৮ অনুযায়ী পরিপালনীয় শর্তাদি।

(শর্ত নং ৯ অনুযায়ী প্রতিবেদন)

শর্ত নং	শর্ত	পরিপালনীয় অবস্থা (✓) প্রতিপালিত	প্রতিপালিত নয়	মন্তব্য (যদি থাকে)
১.০০	**বোর্ডের পরিচালকমন্ডলী**			
১.১	**বোর্ডের পরিধি: বোর্ড সদস্য সংখ্যা ৫ (পাঁচ) এর কম এবং ২০ (বিশ) এর বেশি হবে না**	✓		
১.২	**স্বতন্ত্র পরিচালকমন্ডলী**			
১.২ (ক)	**কোম্পানির পরিচালনা বোর্ডের অন্তত এক পঞ্চমাংশ (১/৫) হবেন স্বতন্ত্র পরিচালক**	✓		
১.২ (খ) (i)	তিনি কোম্পানির কোন শেয়ারের অধিকারী হবেন না বা মোট পরিশোধিত শেয়ারের সর্বোচ্চ শতকরা ১ ভাগের কম হবে না;	✓		
১.২ (খ) (ii)	যিনি কোম্পানির পৃষ্ঠপোষক নন অথবা কোম্পানির কোন পৃষ্ঠপোষক অথবা পরিচালক অথবা পারিবারিক সূত্রে এমনকোন শেয়ারহোল্ডারের সাথে সম্পর্কিত নন যিনি কোম্পানির সর্বমোট শেয়ারের শতকরা ১ ভাগ (১%) বা তার অধিক শেয়ারের অধিকারী এবং তাঁর পরিবারের সদস্যগণ ও উপরোক্ত পরিমাণ শেয়ারের অধিকারী হতে পারবেন না। এক্ষেত্রে শর্ত থাকে যে, স্বামী/স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পিতা, মাতা, ভাই, বোন, জামাতা এবং পুত্রবধুগণও পরিবারের সদস্য হিসেবে বিবেচিত হবেন;	✓		
১.২ (খ) (iii)	যিনি বিগত সর্বশেষ দুই আর্থিক বছরে কোম্পানির কোন নির্বাহী পদে দায়িত্বরত ছিলেন না;	✓		
১.২ (খ) (iv)	যিনি কোম্পানির অধীনস্থ অন্য কোন কোম্পানি/সহযোগী কোন কোম্পানির সাথে আর্থিক অথবা অন্যকোন রূপ সম্পর্ক বজায় রাখেন না;	✓		
১.২ (খ) (v)	যিনি কোন সদস্য অথবা টিআরইসি (ট্রেডিং রাইট এনটাইটেলম্যান্ট সার্টিফিকেট) ধারী, পরিচালক অথবা কোন স্টক এক্সচেঞ্জ-এর কর্মকর্তা নন;	✓		
১.২ (খ) (vi)	যিনি কোন শেয়ারহোল্ডার, স্বতন্ত্র পরিচালক ব্যাতিরেকে কোন পরিচালক অথবা কোন স্টক এক্সচেঞ্জ-এর কর্মকর্তা, সদস্য বা টিআরইসি ধারী অথবা মূলধনী বাজারের কোন মধ্যস্থতাকারী নন;	✓		
১.২ (খ) (vii)	যিনি কোন সংবিধিবদ্ধ অডিট ফার্মের অংশীদার অথবা নির্বাহী নন অথবা বিগত ৩ (তিন) বছর সময়কালের মধ্যে ঐরূপ কোন প্রতিষ্ঠানের অংশীদার বা নির্বাহী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন নি অথবা বিশেষ নিরীক্ষা পরিচালনাকারী কোন নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান অথবা এই বিধি পরিপালন প্রত্যয়নকারী কোন পেশাদার ব্যক্তি;	✓		
১.২ (খ) (viii)	যিনি ৫ (পাঁচ) টির অধিক তালিকাভুক্ত কোম্পানির স্বতন্ত্র পরিচালক হবেন না;	✓		
১.২ (খ) (ix)	যিনি কোন ব্যাংক অথবা ব্যাংক নয় এমন কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের (এনবিএফআই) নিকট ঋণ খেলাপী হওয়ার জন্য উপরোক্ত বিচারিক এক্তিয়ারসম্পন্ন কোন আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন;	✓		
১.২ (খ) (x)	যিনি নৈতিক স্খলনজনিত ফৌজদারী অপরাধে দন্ডিত নন;	✓		
১.২ (গ)	স্বতন্ত্র পরিচালক (গণ) পরিচালকমন্ডলী কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন এবং বার্ষিক সাধারণ সভায় (এজিএম) শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক এই নিয়োগ অনুমোদিত হতে হবে।	✓		
১. ২ (ঘ)	স্বতন্ত্র পরিচালক(গণ)-এর পদ ৯০ (নব্বই) দিনের অধিক শূন্য থাকবে না;			প্রযোজ্য নয়
১.২ (ঙ)	স্বতন্ত্র পরিচালকের কার্যকাল হবে ৩ (তিন) বছর, যা কেবলমাত্র ১ (এক) মেয়াদের জন্য বর্ধিত করা যেতে পারে। এই শর্তে যে একজন সাবেক স্বতন্ত্র (ছয় বছর) পরিচালক তাঁর এক কার্যকাল পরিমাণ সময়, অর্থাৎ তাঁর পর পর দুই মেয়াদকাল সম্পন্ন করার পর হতে তিন বছর সময় অতিক্রান্তে আরেক মেয়াদে পুনঃনিয়োগের জন্য বিবেচিত হতে পারেন। আরও শর্ত থাকে যে, কোম্পানি আইন ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) অনুযায়ী স্বাধীন পরিচালক আবর্তন পদ্ধতিতে অবসর গ্রহণে বাধ্য নন।	✓		
১.৩	**স্বতন্ত্র পরিচালকমন্ডলীর যোগ্যতা**			
১.৩ (ক)	স্বতন্ত্র পরিচালক হবেন সৎ গুণবলী সমৃদ্ধ এমন একজন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি যিনি আর্থিক, নিয়ন্ত্রণমূলক এবং কর্পোরেট আইনসমূহ পরিপালন নিশ্চিত করবেন এবং ব্যবসায়ে অর্থপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবেন।	✓		
১.৩ (খ)	স্বতন্ত্র পরিচালকমন্ডলীর যে সকল যোগ্যতা থাকতে হবে			
১.৩ (খ) (i)	একজন ব্যবসায়ী নেতা যিনি ন্যূনতম ১০০ মিলিয়ন টাকা পরিশোধিত মূলধন রয়েছে এমন তালিকা বহির্ভূত কোম্পানি অথবা কোন তালিকাভুক্ত কোম্পানি অথবা কোন জাতীয় বা আন্তর্জাতিক চেম্বার অব কমার্স অথবা ব্যবসায় সংগঠনের একজন প্রোমোটর অথবা পরিচালক হিসেবে দায়িত্বরত বা দায়িত্বে ছিলেন; অথবা	✓		
১.৩ (খ) (ii)	একজন কর্পোরেট নেতা যিনি ন্যূনতম একশ মিলিয়ন টাকা পরিশোধিত মূলধন রয়েছে এমন তালিকা বহির্ভূত কোম্পানি অথবা কোন তালিকাভুক্ত কোম্পানির একজন শীর্ষ পর্যায়ের নির্বাহী কর্মকর্তা যার অবস্থান প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা ম্যানেজিং ডাইরেক্টর বা ডেপুটি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর বা প্রধান অর্থ কর্মকর্তা বা ফিন্যান্স বা একাউন্টস হেড অথবা কোম্পানি সেক্রেটারী বা ইন্টারনাল অডিট এন্ড কম্প্লায়েন্স হেড অথবা আইনি সহায়তা সেবা প্রধান অথবা সমমান পদের একজন প্রার্থী অপেক্ষা নিম্নে নয় এরূপ পদে দায়িত্বরত বা দায়িত্বে ছিলেন; অথবা	✓		

শর্ত নং	শর্ত	পরিপালনীয় অবস্থা (✓)		মন্তব্য (যদি থাকে)
		প্রতিপালিত	প্রতিপালিত নয়	
১.৩ (খ) (iii)	সরকারি বা সংবিধিবদ্ধ বা স্বায়ত্তশাসিত বা আইনি সংস্থার একজন সাবেক কর্মকর্তা যার অবস্থান জাতীয় বেতন কাঠামোয় ফিফথ গ্রেডের নিম্নে নয় এবং যার শিক্ষাগত যোগ্যতা ন্যূনতম অর্থনীতি বা বাণিজ্য বা ব্যবসায় অথবা আইন বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি; অথবা			প্রযোজ্য নয়
১.৩ (খ) (iv)	বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক যার অর্থনীতি বা বাণিজ্য বা ব্যবসায় অথবা আইন বিষয়ে শিক্ষাগত যোগ্যতা রয়েছে; অথবা			প্রযোজ্য নয়
১.৩ (খ) (v)	পেশাদার ব্যক্তি যিনি ন্যূনতম বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনের একজন পেশাদার উকিল হিসেবে দায়িত্বরত বা দায়িত্বে ছিলেন অথবা একজন চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট বা কস্ট এন্ড ম্যানেজম্যান্ট একাউন্ট্যান্ট বা চার্টার্ড ফিন্যানসিয়াল এনালিস্ট বা চার্টার্ড সার্টিফাইড একাউন্ট্যান্ট বা চার্টার্ড ম্যানেজম্যান্ট একাউন্ট্যান্ট বা চার্টার্ড সেক্রেটারী অথবা সমমানের যোগ্যতাসম্পন্ন;	✓		
১.৩ (গ)	স্বতন্ত্র পরিচালককে ক্লজ (বি) তে উল্লিখিত যেকোন ক্ষেত্রে ন্যূনতম ১০ (দশ) বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে;	✓		
১.৩ (ঘ)	বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে, কমিশনের পূর্ব অনুমোদন সাপেক্ষে উপরোল্লিখিত যোগ্যতা শিথিল করা যেতে পারে।			প্রযোজ্য নয়
১.৪	**বোর্ড অব ডাইরেক্টরস এর চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডাইরেক্টর অথবা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার দ্বৈততা।**			
১.৪ (ক)	কোম্পানির পরিচালকমন্ডলীর সভাপতি এবং ম্যানেজিং ডাইরেক্টর (এমডি) এবং/অথবা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) পদসমূহ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি কর্তৃক পূরণ করা হবে;	✓		
১.৪ (খ)	কোন তালিকাভুক্ত কোম্পানির ম্যানেজিং ডাইরেক্টর (এমডি) এবং/অথবা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) অন্য কোন তালিকাভুক্ত কোম্পানিতে একই পদে আসীন থাকতে পারবেন না;	✓		
১.৪ (গ)	কোম্পানির অনির্বাহী পরিচালকদের মধ্য হতে পরিচালকমন্ডলীর সভাপতি নির্বাচিত হবেন;	✓		
১.৪ (ঘ)	পরিচালকমন্ডলী বোর্ডের সভাপতি এবং ম্যানেজিং ডাইরেক্টর (এমডি) এবং/অথবা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার (সিইও) নিজ নিজ ভূমিকা ও দায়িত্বসমূহ সুস্পষ্টভাবে সুনির্দিষ্ট করে দিবেন;	✓		
১.৪ (ঙ)	বোর্ডের কোন একটি নির্দিষ্ট সভায় সভাপতির অনুপস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বাকী সদস্যগণ তাদের মধ্যস্থ অনির্বাহী পরিচালকদের মাঝ থেকে একজনকে সভাপতি হিসেবে নির্বাচন করতে পারেন: সভার কার্যবিবরণীতে নিয়মিত সভাপতির অনুপস্থিতির কারণ যথাযথভাবে রেকর্ড করতে হবে।			প্রযোজ্য নয়
১.৫	**শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন**			
১.৫ (i)	শিল্প কারখানায় শিল্প সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি ও সম্ভাব্য ভবিষ্যত উন্নয়ন;	✓		
১.৫ (ii)	খাতওয়ারী বা পণ্যওয়ারী সাফল্য;	✓		
১.৫ (iii)	ঝুঁকি ও উদ্বেগ সৃষ্টিকারী বিষয়সমূহ ও অভ্যন্তরীণ এবং বহিস্থ ঝুঁকি নিরামকসমূহ, কোম্পানির দীর্ঘস্থায়ীত্বের প্রতি কোন হুমকি এবং পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব, যদি তেমন কোন কিছু থাকে;	✓		
১.৫ (iv)	ক্রীতপণ্যের ব্যয়, মোট মুনাফা ও প্রকৃত মুনাফার উপর পর্যালোচনা;	✓		
১.৫ (v)	অসাধারণ কোন লাভ বা ক্ষতি থাকা সংক্রান্ত আলোচনা কার্যক্রমসমূহ এবং এগুলো হতে উদ্ভুত পরিস্থিতিসমূহ (মুনাফা বা ক্ষতি);	✓		
১.৫ (vi)	সংশ্লিষ্ট পার্টি লেনদেনের বিষয়ে একটি বিস্তারিত আলোচনা এবং এর সাথে লেনদেনের পরিমাণ, সংশ্লিষ্ট পার্টির প্রকৃতি, লেনদেনের প্রকৃতি এবং সকল সংশ্লিষ্ট পার্টি লেনদেনের ক্ষেত্রে লেনদেনের ভিত্তি সংক্রান্ত একটি বিবরণ;	✓		
১.৫ (vii)	পাবলিক ইস্যুসমূহ, রাইট সংক্রান্ত ইস্যুসমূহ এবং/অথবা যেকোন দলিলাদির মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ কাজে লাগানো;			প্রযোজ্য নয়
১.৫ (viii)	কোম্পানি কর্তৃক প্রাথমিক পাবলিক অফারিং (আইপিও), পুনঃআবর্তিত পাবলিক অফারিং (আরপিও), রাইটস অফার, সরাসরি তালিকাভুক্তকরণ, ইত্যাদি প্রক্রিয়া গ্রহণের পর আর্থিক ফলাফলের অবনতি ঘটলে সেখানে ব্যাখ্যা প্রদান করতে হবে;			প্রযোজ্য নয়
১.৫ (ix)	যদি ত্রৈমাসিক আর্থিক বিবরণী ও বাৎসরিক আর্থিক বিবরণীতে উল্লেখযোগ্য মাত্রার পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় সেক্ষেত্রে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ প্রদানে ব্যাখ্যা প্রদান করবেন;	✓		
১.৫ (x)	স্বতন্ত্র পরিচালকগণসহ সকল পরিচালকের সম্মানী দত্তের বিবরণ;	✓		
১.৫ (xi)	শেয়ার বাজারজাতকারী কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত আর্থিক বিবরণীতে কোম্পানির কার্যক্রমের অবস্থা, এর কার্যক্রমের ফলাফল, নগদ অর্থ প্রবাহ এবং ইক্যুইটির পরিবর্তন সুষ্ঠুভাবে উপস্থাপন করতে হবে;	✓		
১.৫ (xii)	শেয়ার বাজারজাতকারী কোম্পানি কর্তৃক হিসাবরক্ষণ সংক্রান্ত যথাযথ বহি সংরক্ষিত হয়ে আসছে;	✓		
১.৫ (xiii)	আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে সর্বদা যথাযথ হিসাবরক্ষণ নীতিমালা প্রয়োগ করা হয়েছে এবং হিসাব সংক্রান্ত প্রাক্কলনসমূহ যৌক্তিক এবং বিচক্ষণ বিবেচনার ভিত্তিতে প্রণীত হয়েছে;	✓		
১.৫ (xiv)	আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুতের ক্ষেত্রে ইন্টারন্যাশনাল একাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস/বাংলাদেশ একাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস/ ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যানসিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ডস/বাংলাদেশ ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ডস, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য, অনুসরণ করা হয়েছে এবং, যেসব ক্ষেত্রে এসব বিধি অনুসরণ করা হয়নি তা পর্যাপ্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে;	✓		
১.৫ (xv)	অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সুষ্ঠু এবং তা কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন ও মনিটর করা হয়েছে;	✓		

শর্ত নং	শর্ত	পরিপালনীয় অবস্থা (✓)		মন্তব্য (যদি থাকে)
		প্রতিপালিত	প্রতিপালিত নয়	
১.৫ (xvi)	প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে ভূমিকা পালনরত নিয়ন্ত্রণকারী শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক বা তাদের স্বার্থের অনুকূলে সংখ্যালঘু শেয়ারহোল্ডারগণ সুরক্ষিত হয়েছেন এই মর্মে একটি বিবৃতি এবং এ সংক্রান্ত সমস্যা সুরাহা করার লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ;	✓		
১.৫ (xvii)	একটি চালু প্রতিষ্ঠান হিসেবে কোম্পানির যোগ্যতা নিয়ে উল্লেখ করার মত কোন সন্দেহ থাকতে পারবে না। যদি কোম্পানি চলমান প্রতিষ্ঠান হিসেবে যোগ্য বিবেচিত না হয়, তবে সেক্ষেত্রে কারণসহ উক্ত তথ্য প্রকাশ করতে হবে;	✓		
১.৫ (xviii)	কোম্পনীর কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত ফলাফলে বিগত বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য বিচ্যুতি থাকলে তা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে এবং তার কারণ ব্যাখ্যা করতে হবে;	✓		
১.৫ (xix)	ন্যূনতম বিগত ৫ (পাঁচ) বছরের কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত ও আর্থিক তথ্যাদি সারাংশ আকারে উপস্থাপন করতে হবে;	✓		
১.৫ (xx)	চলতি বছর লভ্যাংশ ঘোষণা না করা হলে তার কারণ দর্শাতে হবে (নগদ অর্থ অথবা স্টক);	✓		
১.৫ (xxi)	অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ হিসেবে কোন বোনাস শেয়ার অথবা স্টক লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়নি বা হবে না মর্মে পরিচালকমন্ডলীর বিবৃতি;	✓		
১.৫ (xxii)	বছরে অনুষ্ঠিত বোর্ড সভা সমূহের সংখ্যা ও সভায় প্রত্যেক পরিচালকের উপস্থিতির তথ্য প্রকাশ করতে হবে;	✓		
১.৫ (xxiii)	শেয়ারহোল্ডিংয়ের প্যাটার্নের উপর একটি প্রতিবেদন যা মোট সংখ্যার শেয়ারগুলি প্রকাশ করে (নীচে বর্ণিত নাম অনুসারে বিশদসহ):			
১.৫ (xxiii) (ক)	মূল/অধীনস্থ/সহযোগী কোম্পানিসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পক্ষসমূহ (নাম অনুযায়ী বিস্তারিত তথ্য):	✓		
১.৫ (xxiii) (খ)	পরিচালকগণ, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, কোম্পানি সচিব, চিফ ফাইনান্সিয়াল অফিসার, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের প্রধান এবং তাদের স্বামী/স্ত্রী এবং সন্তানাদি (নাম অনুযায়ী বিস্তারিত তথ্য);	✓		
১.৫ (xxiii) (গ)	নির্বাহী কর্মকর্তাগণ;	✓		
১.৫ (xxiii) (ঘ)	যেসব শেয়ারগোল্ডারগণ শতকরা ১০ ভাগ (১০%) বা তারও বেশি শেয়ারের অধিকারী এবং কোম্পানিতে ভোট প্রদানে অধিক আগ্রহী (নাম অনুযায়ী বিস্তারিত তথ্য)	✓		
1.5 (xxiv)	কোন পরিচালক নিয়োগ বা পুনরায় নিয়োগের ক্ষেত্রে শেয়ারহোল্ডারদের নিম্নলিখিত তথ্য উন্মোচন:			
১.৫ (xxiv) (ক)	পরিচালকের একটি সংক্ষিপ্ত জীবন-বৃত্তান্ত;	✓		
১.৫ (xxiv) (খ)	কার্যক্রমে যে বিশেষ ক্ষেত্রগুলোতে তিনি দক্ষ সেগুলোর প্রকৃতি;	✓		
১.৫ (xxiv) (গ)	উক্ত ব্যক্তি যেসকল কোম্পানিতে পরিচালকের পদে আসীন ও পরিচালনা পরিষদের সদস্য পদ অধিকার করে আছেন;	✓		
1.5 (xxv)	সিইও বা এমডি স্বাক্ষরিত অন্যদের মধ্যে আর্থিক বিবৃতিতে পরিবর্তন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনার পাশাপাশি পরিচালনার আলোচনা ও বিশ্লেষণ সংস্থার অবস্থান এবং কার্যক্রমের বিশদ বিশ্লেষণ উপস্থাপনে দৃষ্টিগোচর:			
১.৫ (xxv) (ক)	আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুতের জন্য একাউন্টিং নীতিমালা ও আনুমানিক ধারণা;	✓		
১.৫ (xxv) (খ)	একাউন্টিং নীতিমালা ও আনুমানিক ধারণার ক্ষেত্রে পরিবর্তন, যদি থাকে এবং এক্ষেত্রে আর্থিক সাফল্য বা ফলাফলসমূহ এবং আর্থিক অবস্থানের পাশাপাশি নগদ অর্থ প্রবাহের উপর এধরনের পরিবর্তন যে প্রভাব রেখেছে তা চূড়ান্ত সংখ্যায় বর্ণনা করা;	✓		
১.৫ (xxv) (গ)	আর্থিক কর্মদক্ষতা বা ফলাফল এবং আর্থিক অবস্থানের তুলনামূলক বিশ্লেষণ এবং তাৎক্ষণিক পূর্ববর্তী পাঁচ বছরের সাথে বর্তমান আর্থিক বছরের জন্য নগদ প্রবাহের কারণ ব্যাখ্যা করা;	✓		
১.৫ (xxv) (ঘ)	আর্থিক কর্মদক্ষতা বা ফলাফল এবং আর্থিক অবস্থানের পাশাপাশি সমকক্ষ শিল্প দৃশ্যকল্পের সঙ্গে নগদ প্রবাহ তুলনা করা;	✓		
১.৫ (xxv) (ঙ)	সংক্ষিপ্তভাবে দেশের এবং বিশ্বব্যাপী আর্থিক ও অর্থনৈতিক দৃশ্যকল্প তুলে ধরা;	✓		
১.৫ (xxv) (চ)	ঝুঁকি এবং আর্থিক বিবৃতি সম্পর্কিত কোম্পানির ঝুঁকি এবং উদ্বেগ পরিকল্পনা ব্যাখ্যা সংক্রান্ত সমস্যার বিবরণ: এবং	✓		
১.৫ (xxv) (ছ)	ভবিষ্যত পরিকল্পনা বা অভিক্ষেপ বা কোম্পানির অপারেশনের জন্য পূর্বাভাস, কর্মদক্ষতা এবং আর্থিক অবস্থানের সঙ্গে সমর্থন ও শেয়ারহোল্ডরগণের প্রকৃত অবস্থান পরবর্তী বার্ষিক সাধারণ সভায় (এজিএম) ব্যাখ্যা করা হবে।	✓		
১.৫ (xxvi)	শর্ত নং ৩(৩) এর অধীনে প্রয়োজনীয় সিইও এবং সিএফও কর্তৃক ঘোষণা বা সার্টিফিকেশন পরিশিষ্ট -এ অনুযায়ী প্রকাশ করা; এবং	✓		
১.৫ (xxvii)	পরিশিষ্ট বি এবং পরিশিষ্ট সি অনুযায়ী শর্ত নং ৯ এর আওতায় এই প্রতিবেদনের পাশাপাশি এই বিধির শর্তাবলীসমূহ পরিপালনের সনদ প্রকাশ করতে হবে;	✓		
১.৬	বোর্ডের পরিচালকবৃন্দের সভা			
	ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড সেক্রেটারিজ অব বাংলাদেশ (আইসিএসবি) কর্তৃক গৃহীত সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ডস (বিএসএস) সংক্রান্ত বিধিমালার আলোকে এবং এই বিধিসমূহ উক্ত আইনের শর্তসমূহের সাথে অসংগতিপূর্ণ না হওয়া সাপেক্ষে লিন্ডে কোম্পানি বোর্ড সভাসমূহের আয়োজন করবে এবং সভাসমূহের কার্যবিবরণীসমূহের রেকর্ড সংরক্ষণ করার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় বই ও রেকর্ড বইও সংরক্ষণ করতে হবে;	✓		

শর্ত নং	শর্ত	পরিপালনীয় অবস্থা (✓)		মন্তব্য (যদি থাকে)
		প্রতিপালিত	প্রতিপালিত নয়	
১.৭	**পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান, অন্যান্য বোর্ড সদস্য ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাদের আচরণ বিধি**			
১.৭ (ক)	পরিচালকমন্ডলী মনোনয়ন ও সম্মানী কমিটির (এনআরসি) সুপারিশের উপর ভিত্তি করে ৬নং শর্ত অনুযায়ী পরিচালকমন্ডলীর সভাপতি, অন্যান্য বোর্ড সদস্য এবং কোম্পানির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) এর জন্য একটি আচরণবিধি প্রণয়ন করবেন;	✓		
১.৭ (খ)	এনআরসি কর্তৃক নির্ধারিত আচরণবিধি কোম্পানির ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে এবং উক্ত বিধিতে অন্যান্য বিষয়াদির সাথে আরো যে বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করতে হবে তা হলো– বিচক্ষণ আচরণ ও ব্যবহার; গোপনীয়তা রক্ষা করা; স্বার্থের দ্বন্দ; আইন, বিধিবিধান ও প্রবিধানসমূহ পরিপালন; ইনসাইডার ট্রেডিং নিষিদ্ধকরণ; পরিবেশ, কর্মকর্তা-কর্মচারী, গ্রাহকবৃন্দ এবং সরবরাহকারীগণের সাথে সম্পর্ক; এবং স্বাধীনতা।	✓		
২	**সাবসিডিয়ারি কোম্পানির পরিচালক বোর্ডের শাসন**			
২ (ক)	হোল্ডিং কোম্পানির পরিচালকমন্ডলীর গঠন সংক্রান্ত বিধিবিধানসমূহ সাবসিডিয়ারি কোম্পানির পরিচালকমন্ডলীর গঠনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে;	✓		
২ (খ)	হোল্ডিং কোম্পানির পরিচালকমন্ডলীর অন্তত ১ (এক) জন স্বতন্ত্র পরিচালক সাবসিডিয়ারি কোম্পানির পরিচালকমন্ডলীর একজন পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন;	✓		
২ (গ)	সাবসিডিয়ারি কোম্পানির বোর্ডসভার কার্যবিবরণীসমূহ হোল্ডিং কোম্পানির পরবর্তী বোর্ড সভায় পর্যালোচনার জন্য উপস্থাপন করতে হবে;	✓		
২ (ঘ)	হোল্ডিং কোম্পানির নিজস্ব বোর্ড সভার কার্যবিবরণীতে এই মর্মে উল্লেখ থাকতে হবে যে তারা সাবসিডিয়ারি কোম্পানির কার্যক্রমও পর্যালোচনা করেছেন;	✓		
২ (ঙ)	হোল্ডিং কোম্পানির অডিট কমিটি সাবসিডিয়ারি কোম্পানির আর্থিক বিবরণীসমূহ, বিশেষ করে উক্ত সাবসিডিয়ারি কর্তৃক সম্পাদিত বিনিয়োগসমূহ পর্যালোচনা করবে;	✓		
৩	**ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও), চীফ ফাইনিয়ান্সিয়াল অফিসার (সিএফও), অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও সম্মতি (এইচআইএসি) ও কোম্পানির সচিব প্রধান (সিএস)**			
৩.১	**নিয়োগদান**			
৩.১ (ক)	বোর্ড একটি ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, কোম্পানির সচিব, চীফ ফাইনান্সিয়াল অফিসার এবং অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও সম্মতির প্রধান নিয়োগ করবে;	✓		
৩.১ (খ)	ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, কোম্পানি সচিব, প্রধান আর্থিক কর্মকর্তা এবং অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও সম্মতি প্রধান পদে বিভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা পূরণ করা হবে;	✓		
৩.১ (গ)	তালিকাভুক্ত কোম্পানির এমডি বা সিইও, সিএস, সিএফও এবং এইচআইএসি একই সময়ে অন্য কোনও সংস্থার কোনও কার্যনির্বাহী হিসেবে কর্মরত থাকবে না;	✓		
৩.১ (ঘ)	বোড স্পষ্টভাবে সিএফও, এইচআইএসি এবং সিএস সম্পর্কিত ভূমিকা, দায়িত্ব এবং কর্তব্য নির্ধারণ করবে;	✓		
৩.১ (ঙ)	এমডি বা সিইও, সিএস, সিএফও এবং এইচআইএসি বোর্ডের ও কমিশন এবং স্টক এক্সচেঞ্জ অনুমোদন ছাড়া তাদের অবস্থান থেকে সরিয়ে ফেলা হবে না;	✓		
৩.২	**বোর্ড পরিচালনা পর্ষদের সভাপতিত্বের আবশ্যিক শর্ত**			
	কোম্পানির এমডি বা সিইও, সিএস, সিএফও এবং এইচআইএসি বোর্ডের সভায় উপস্থিত থাকতে হবে। তবে শর্ত থাকে যে, সিএস, সিএফও এবং/অথবা এইচআইএসি বোর্ডের সভায় এই অংশে অংশগ্রহণ করবে না, যার মধ্যে ব্যক্তিগত বিষয়গুলি সাথে সম্পর্কিত এজেন্ডা আইটেম বিবেচনা করা হবে;	✓		
৩.৩	**ম্যানেজিং ডাইরেক্টর (এমডি) বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং প্রধান আর্থিক কর্মকর্তাগণের দায়িত্বসমূহ;**			
৩.৩ (ক) (i)	এই বিবৃতিগুলিতে কোনও বস্তুগত অসত্য বিবৃতি বা কোনও উপাদানগত তথ্য বাদ দেওয়া বা বিভ্রান্তিকর বিবৃতি থাকতে পারে না;	✓		
৩.৩ (ক) (ii)	এই বিবৃতিগুলিতে একসাথে কোম্পানির বিষয়ে একটি সত্য এবং ন্যায্য উপস্থাপন এবং বিদ্যমান একাউন্টিং মান এবং প্রযোজ্য আইন মেনে চলছে;	✓		
৩.৩ (খ)	এমডি বা সিইও এবং সিএফও আরোও প্রত্যয়িত করবে যে তাদের জানা মতে, কোম্পানির বোর্ড এবং এর সদস্যদের দ্বারা এবছরে কোডের আলোকে কোন প্রকার কোম্পানির লেনদেনে জালিয়াতি, অবৈধ বা অনিয়ম সংঘটিত হয়নি।	✓		
৩.৩ (গ)	এমডি অথবা সিইও এবং সিএফও এর প্রত্যয়নপত্র বার্ষিক প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হবে;	✓		
৪	**পরিচালনা বোর্ডের কমিটি**			
৪ (i)	অডিট কমিটি; এবং	✓		
৪ (ii)	মনোনয়ন ও সম্মানী কমিটি;	✓		
৫	**অডিট কমিটি**			
৫.১	**পরিচালনা বোর্ডের দায়িত্ব**			
৫.১(ক)	অডিট কমিটি পরিচালকমন্ডলীর একটি উপ-কমিটি হিসেবে কোম্পানির একটি থাকতে হবে;	✓		

শর্ত নং	শর্ত	পরিপালনীয় অবস্থা (✓)		মন্তব্য (যদি থাকে)
		প্রতিপালিত	প্রতিপালিত নয়	
৫.১ (খ)	আর্থিক বিবরণীসমূহ সঠিক ও স্বচ্ছভাবে কোম্পানির সার্বিক অবস্থার চিত্র তুলে ধরা এবং ব্যবসায়িক কর্মকান্ডের মাঝে একটি উত্তম মনিটরিং পদ্ধতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অডিট কমিটি পরিচালকমন্ডলীকে সহযোগিতা করবেন;	✓		
৫.১ (গ)	অডিট কমিটি পরিচালকমন্ডলীর নিকট দায়বদ্ধ থাকবেন; অডিট কমিটির দায়িত্বসমূহের সুস্পষ্টভাবে লিখিত আকারে থাকতে হবে।	✓		
৫.২	**অডিট কমিটির গঠনতন্ত্র**			
৫.২ (ক)	সর্বনিম্ন ৩ (তিন) সদস্যের সমন্বয়ে অডিট কমিটি গঠন করতে হবে;	✓		
৫.২ (খ)	পরিচালকমন্ডলী অডিট কমিটির সদস্যবৃন্দ নিয়োগ করবেন; কোম্পানির অনির্বাহী পরিচালকগণ উক্ত কমিটির সদস্য হবেন এবং এক্ষেত্রে পরিচালকমন্ডলীর সভাপতি হবেন ব্যতিক্রম এবং উক্ত কমিটিতে ন্যূনতম ১ (এক) জন স্বতন্ত্র পরিচালক থাকবেন;	✓		
৫.২ (গ)	অডিট কমিটির সকল সদস্যকে আর্থিক বিষয়ে অভিজ্ঞ হতে হবে এবং ন্যূনতম ১ (এক) জন সদস্য হিসাবরক্ষণ অথবা সংশ্লিষ্ট আর্থিক ব্যবস্থাপনায় ১০ (দশ) বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হবেন;	✓		
৫.২ (ঘ)	যখন কমিটির সদস্যগণের দায়িত্বের মেয়াদকাল সমাপ্ত হবে অথবা কোন সদস্য তার দায়িত্বের মেয়াদকাল সমাপ্তির পূর্বেই দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হয়ে পড়ার মত পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে এবং এরূপ পরিস্থিতির ফলে যদি কমিটির জন্য প্রয়োজনীয় সদস্য সংখ্যা ৩ (তিন) অপেক্ষা হ্রাস পায়, সেক্ষেত্রে পরিচালকমন্ডলী অডিট কমিটির কার্যক্রম অব্যাহত রাখার নিমিত্তে শূন্যপদ (গুলো) পূরণ করার জন্য পদ শূন্য হওয়ার ১ (এক) মাসের মধ্যে নতুন সদস্য নিয়োগ প্রদান করবেন;			প্রযোজ্য নয়
৫.২ (ঙ)	কোম্পানি সেক্রেটারী কমিটির সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন;	✓		
৫.২ (চ)	ন্যূনতম ১ (এক) জন স্বতন্ত্র পরিচালক ব্যতীত অডিট কমিটির সভায় কোরাম গঠিত হবে না;	✓		
৫.৩	**অডিট কমিটির চেয়ারম্যান**			
৫.৩ (ক)	পরিচালকমন্ডলী অডিট কমিটির একজন সদস্যকে অডিট কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে বাছাই করবেন, এবং উক্ত ব্যক্তিকে একজন স্বতন্ত্র পরিচালক হতে হবে;	✓		
৫.৩ (খ)	কোন একটি নির্দিষ্ট সভায় অডিট কমিটির সভাপতির অনুপস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বাকী সদস্যগণ তাদের মাঝ থেকে একজনকে উক্ত বিশেষ সভার জন্য সভাপতি হিসেবে নির্বাচন করতে পারেন; এক্ষেত্রে ৫.৪ (বি) নং শর্তের আওতায় কোরাম গঠনের কোন সমস্যা থাকবে না এবং সভার কার্যবিবরণীতে নিয়মিত সভাপতির অনুপস্থিতির কারণ যথাযথভাবে রেকর্ড করতে হবে;			প্রযোজ্য নয়
৫.৩ (গ)	অডিট কমিটির চেয়ারম্যান বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকবেন; এই শর্তে যে অডিট কমিটির সভাপতির অনুপস্থিতিতে অডিট কমিটির যেকোন ১ (এক) জন সদস্য বার্ষিক সাধারণ সভায় (এজিএম) উপস্থিত থাকার জন্য নির্বাচিত করতে হবে এবং বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণীতে অডিট কমিটির সভাপতির অনুপস্থিতির কারণ যথাযথভাবে রেকর্ড করতে হবে;	✓		
৫.৪	**অডিট কমিটির সভা**			
৫.৪ (ক)	অডিট কমিটি একটি আর্থিক বছরে অন্তত চারটি সভা পরিচালনা করবে; তবে শর্ত থাকে যে, নিয়মিত বৈঠকের পাশাপাশি কোনও জরুরী বৈঠক কমিটির সদস্যের অনুরোধে আহ্বান করা যেতে পারে;	✓		
৫.৪ (খ)	অডিট কমিটির দুইজন সদস্য অথবা উক্ত কমিটির সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমন্বয়ে, এক্ষেত্রে যেটি বেশি হয়, অডিট কমিটির সভার কোরাম গঠন করতে হবে এবং উক্ত কোরামে একজন স্বতন্ত্র পরিচালকের উপস্থিতি অত্যাবশ্যক;	✓		
৫.৫	**অডিট কমিটির ভূমিকা**			
৫.৫ (ক)	আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুত প্রক্রিয়া তদারক করতে হবে;	✓		
৫.৫ (খ)	হিসাবরক্ষণ নীতিমালাসমূহ ও পদ্ধতিসমূহ অনুসরণ মনিটর করতে হবে;	✓		
৫.৫ (গ)	অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া মনিটর করতে হবে। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও কমপ্লায়েন্স প্ল্যান এবং কমপ্লায়েন্স প্ল্যান কর্তৃক অনুমোদন এবং অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমপ্লায়েন্স প্রতিবেদন পর্যালোচনাসহ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও কমপ্লায়েন্স প্রক্রিয়া পর্যাপ্তভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উক্ত নিরীক্ষা ও প্রক্রিয়া মনিটর করা;	✓		
৫.৫ (ঘ)	বহিঃস্থ নিয়ন্ত্রকগণকে আনয়ন প্রক্রিয়া ও তাঁদের দক্ষতা তদারক করতে হবে;	✓		
৫.৫ (ঙ)	অনুমোদন বা গ্রহণযোগ্যতা লাভের জন্য পরিচালকমন্ডলীর নিকট উপস্থাপন করার পূর্বে বার্ষিক আর্থিক বিবরণীসমূহ পর্যালোচনার জন্য বহিস্থ বা বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকদের সাথে সভায় মিলিত হওয়া;	✓		
৫.৫ (চ)	বার্ষিক আর্থিক বিবরণীসমূহ বোর্ডের নিকট অনুমোদনের জন্য উপস্থাপনের পূর্বে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সাথে মিলিতভাবে তা পর্যালোচনা করতে হবে;	✓		
৫.৫ (ছ)	ত্রৈমাসিক ও ষান্মাষিক আর্থিক বিবরণীসমূহ বোর্ডের নিকট অনুমোদনের জন্য উপস্থাপনের পূর্বে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সাথে মিলিতভাবে তা পর্যালোচনা করতে হবে;	✓		
৫.৫ (জ)	অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রমের পর্যাপ্ততা পর্যালোচনা করতে হবে;	✓		
৫.৫ (ঝ)	বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রকাশের পূর্বে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের আলোচনা ও বিশ্লেষণ পর্যালোচনা করা;	✓		

শর্ত নং	শর্ত	পরিপালনীয় অবস্থা (✓)		মন্তব্য (যদি থাকে)
		প্রতিপালিত	প্রতিপালিত নয়	
৫.৫ (ঞ)	ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উপস্থাপিত ব্যবসায়িক পক্ষসমূহের সাথে উল্লেখযোগ্য লেনদেন সম্পর্কিত বিবরণী পর্যালোচনা করতে হবে;	✓		
৫.৫ (ট)	ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের প্রেরিত পত্র/বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ কর্তৃক ইস্যুকৃত/অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ক্ষেত্রে দুর্বলতা বিষয়ক পত্র পর্যালোচনা করতে হবে;	✓		
৫.৫ (ঠ)	পরিধি ও গুরুত্ব, প্রয়োগকৃত দক্ষতার মাত্রা এবং কার্যকর নিরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সময়ের ভিত্তিতে নিরীক্ষা ফি নির্ধারণের বিষয়টি তদারকি করা এবং বহিস্থ নিরীক্ষকগণের দক্ষতা মূল্যায়ন করা; এবং	✓		
৫.৫ (ড)	প্রাথমিক পাবলিক অফারিং (আইপিও) বা পুনঃআবর্তিত পাবলিক অফারিং (আরপিও) বা রাইটস শেয়ার অফারের মাধ্যমে উত্থাপিত আয়গুলি কমিশনের অনুমোদিত প্রস্তাব নথি বা প্রসপেক্টাসে বর্ণিত উদ্দেশ্য অনুযায়ী ব্যবহার করা হয়েছে কিনা তা তথ্যাবধান করবে: কোম্পানি প্রধান প্রধান খাত (মূলধনী ব্যয়, বিক্রয় ও বাজারজাতকরণ ব্যয়, চলতি মূলধন, ইত্যাদি) অনুসারে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে উক্ত তহবিল ব্যবহার/কাজে লাগানো সংক্রান্ত তথ্যাবলী ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ আর্থিক ফলাফলে ত্রৈমাসিক ঘোষণা হিসেবে অডিট কমিটির নিকট প্রকাশ করবে: উপরোক্ত, অডিট কমিটির মন্তব্যসমূহের পাশাপাশি বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রকাশ করার জন্য প্রস্তাবনা পত্রে/প্রসপেক্টাসে যেভাবে বিবৃত হয়েছে, তা বহির্ভূত অন্যান্য বিভিন্ন ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বার্ষিক ভিত্তিতে কোম্পানি একটি তহবিল বিবরণী প্রস্তুত করবে।			প্রযোজ্য নয়
৫.৬	**অডিট কমিটির প্রতিবেদন**			
৫.৬ (ক)	**বোর্ডের পরিচালকমন্ডলীর প্রতি বিবৃতি**			
৫.৬ (ক) (i)	অডিট কমিটি পরিচালকমন্ডলীর নিকট তাদের কর্মকান্ডের উপর প্রতিবেদন উপস্থাপন করবে;	✓		
৫.৬ (ক) (ii) (ক)	পরিচালকমন্ডলীর নিকট স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিরোধের ব্যাপারে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে;	✓		
৫.৬ (ক) (ii) (খ)	অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় কোন সন্দেহজনক বা ধারণা নির্ভর জালিয়াতি বা অনিয়ম অথবা উল্লেখযোগ্য ত্রুটি;	✓		
৫.৬ (ক) (ii) (গ)	নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি ও নিয়মকানুনসহ কোন আইনের সন্দেহজনক লংঘন;	✓		
৫.৬ (ক) (ii) (ঘ)	পরিচালকমন্ডলীর নিকট তাৎক্ষণিকভাবে প্রকাশ করতে হবে এমন যে কোন বিষয়;	✓		
৫.৬ (খ)	**কর্তৃপক্ষের প্রতি বিবৃতি**			
	অডিট কমিটি যদি আর্থিক অবস্থা এবং কার্যক্রম পরিচালনাজনিত ফলাফলের উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে এমন কোন বিষয়ে পরিচালকমন্ডলীর নিকট প্রতিবেদন পেশ করে থাকেন এবং এক্ষেত্রে সংশোধনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন রয়েছে মর্মে পরিচালকমন্ডলী ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করেন এবং উক্ত অডিট কমিটি যদি লক্ষ্য করেন যে এ ধরনের সংশোধনমূলক পদক্ষেপ অযৌক্তিকভাবে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে সেক্ষেত্রে অডিট কমিটি উক্ত ব্যাপারটি পরিচালকমন্ডলীর নিকট তিনবার রিপোর্ট করা অথবা পরিচালকমন্ডলীর নিকট প্রথমবার রিপোর্ট করার তারিখ হতে ছয় মাস অতিক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত, এক্ষেত্রে যেটি আগে হয়, উক্ত বিষয়ে কমিশনের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করবেন;			প্রযোজ্য নয়
৫.৭	**শেয়ারহোল্ডরগণ ও সাধারণ বিনিয়োগকারীদের প্রতি বিবৃতি**			
	৫.৬ (এ) (২) নং শর্তের অধীন পরিচালকমন্ডলীর নিকট উপস্থাপনের লক্ষ্যে আলোচ্য বছরে প্রস্তুতকৃত রিপোর্টসহ অডিট কমিটির কর্মকান্ড সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদনসমূহ অডিট কমিটির চেয়ারম্যান কর্তৃক স্বাক্ষরিত হতে হবে এবং কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদনে তা প্রকাশ করতে হবে;	✓		
৬	**মনোনয়ন ও সম্মানী কমিটি (এনআরসি)**			
৬.১	**পরিচালক বোর্ডের দায়িত্বসমূহ**			
৬.১ (ক)	পরিচালকমন্ডলীর একটি উপ-কমিটি হিসেবে মনোনয়ন ও সম্মানী কমিটি (এনআরসি) কোম্পানিতে থাকতে হবে;	✓		
৬.১ (খ)	পরিচালক ও সর্বোচ্চ কার্যনির্বাহী কর্মকর্তাগণের যোগ্যতা, ইতিবাচক দিকসমূহ, অভিজ্ঞতা ও স্বাধীনতা নির্ধারণের জন্য মনোনয়নের মানদন্ড বা নীতিমালার পাশাপাশি পরিচালক ও সর্বোচ্চ পর্যায়ের নির্বাহী কর্মকর্তাদের সম্মানীর বিষয়টি বিবেচনার আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে এনআরসি পরিচালকমণ্ডলীকে সহায়তা করে থাকে;	✓		
৬.১ (গ)	শর্ত নং ৬ (৫) (বি) এ উল্লিখিত ক্ষেত্রসমূহ বিবেচনায় এনে এনআরসি এর টার্মস অব রেফারেন্স (টিওআর) সুস্পস্টভাবে নির্ধারণ করতে হবে;	✓		
৬.২	**মনোনয়ন ও সম্মানী কমিটির গঠনতন্ত্র**			
৬.২ (ক)	এনআরসি ন্যূনতম তিনজন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে এবং এর মধ্যে একজন হবেন স্বতন্ত্র পরিচালক;	✓		
৬.২ (খ)	কমিটির সকল সদস্য হবেন অনির্বাহী পরিচালক;	✓		
৬.২ (গ)	কমিটির সদস্যবৃন্দ পরিচালকমন্ডলী কর্তৃক মনোনীত ও নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন;	✓		
৬.২ (ঘ)	কমিটির যে কোন সদস্যকে অপসারণ ও নিয়োগ দেওয়ার ক্ষমতা পরিচালকমন্ডলীর নিকট ন্যস্ত থাকবে;	✓		
৬.২ (ঙ)	কমিটির কোন সদস্যের মৃত্যু, পদত্যাগ, অযোগ্যতা বা অপসারণ অথবা অন্য কোন কারণে পদ শূন্য হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে পরিচালকমন্ডলী উক্ত কমিটিতে এই ধরনের শূন্য পদ সৃষ্টি হওয়ার পর হতে ১৮০ (একশত আশি) দিবসের মধ্যে উক্ত শূন্য পদ পূরণ করবেন;			প্রযোজ্য নয়

শর্ত নং	শর্ত	পরিপালনীয় অবস্থা (✓)		মন্তব্য (যদি থাকে)
		প্রতিপালিত	প্রতিপালিত নয়	
৬.২ (চ)	কমিটির সভাপতি কোন বহিঃস্থ এক্সপার্ট এবং/অথবা স্টাফের কোন সদস্য(বৃন্দ)-কে পরামর্শক হিসেবে নিয়োগ অথবা বাছাই করতে পারেন এবং উক্ত পরামর্শক একজন নন-ভোটিং সদস্য হবেন, যদি সভাপতি এমনটি অনুভব করেন যে এ ধরনের বহিঃস্থ এক্সপার্ট এবং/অথবা স্টাফ সদস্য(বৃন্দ)-এর উপদেশ বা পরামর্শ কমিটির জন্য আবশ্যক অথবা মূল্যবান;			প্রযোজ্য নয়
৬.২ (ছ)	কোম্পানি সেক্রেটারী কমিটির সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন;	✓		
৬.২ (জ)	ন্যূনতম একজন স্বতন্ত্র পরিচালকের উপস্থিতি ব্যতীত এনআরসি এর সভার কোরাম গঠিত হবে না;	✓		
৬.২ (ঝ)	এনআরসি এর কোন সদস্য কোম্পানির নিকট হতে পরিচালকদের জন্য নির্ধারিত ফি বা সম্মানী ব্যতীত কোন উপদেষ্টা বা পরামর্শক হিসেবে অথবা অন্য কোন ভূমিকার জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারবেন না;	✓		
৬.৩	**মনোনয়ন ও সম্মানী কমিটির চেয়ারপারসন**			
৬.৩ (ক)	পরিচালকমন্ডলী কমিটির সভাপতি হিসেবে এনআরসি এর ১ (এক) জন সদস্য বাছাই করবেন এবং তিনি হবেন একজন স্বতন্ত্র পরিচালক;	✓		
৬.৩ (খ)	কোন একটি নির্দিষ্ট সভায় এনআরসি সভাপতির অনুপস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বাকী সদস্যগণ তাদের মাঝ থেকে একজনকে উক্ত বিশেষ সভার জন্য সভাপতি হিসেবে নির্বাচন করতে পারবেন, সভার কার্যবিবরণীতে নিয়মিত সভাপতির অনুপস্থিতির কারণ যথাযথভাবে রেকর্ড করতে হবে;			প্রযোজ্য নয়
৬.৩ (গ)	শেয়ারহোল্ডারগণের বিভিন্ন জিজ্ঞাসার উত্তর প্রদানের লক্ষ্যে এনআরসি এর সভাপতি বার্ষিক সাধারণ সভায় (এজিএম) যোগদান করবেন; এই শর্তে যে এনআরসি সভাপতির অনুপস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে কোন একজন সদস্য বার্ষিক সাধারণ সভায় শেয়ারহোল্ডারগণের বিভিন্ন জিজ্ঞাসার উত্তর প্রদানের লক্ষ্যে উপস্থিত থাকবেন এবং বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণীতে এনআরসি সভাপতির অনুপস্থিতির কারণ যথাযথভাবে রেকর্ড করতে হবে;	✓		
৬.৪	**মনোনয়ন ও সম্মানী কমিটির সভা**			
৬.৪ (ক)	এক আর্থিক বছরে এনআরসি ন্যূনতম একটি সভার আয়োজন করবে;	✓		
৬.৪ (খ)	এনআরসি এর সভাপতি যে কোন জরুরী সভা আহবান করতে পারবেন;	✓		
৬.৪ (গ)	এনআরসির দুইজন সদস্য অথবা উক্ত কমিটির দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমন্বয়ে, এক্ষেত্রে যেটি বেশি হয়, এনআরসি সভার কোরাম গঠন করতে হবে এবং ৬(২)(এইচ) নং শর্তের আওতায় উক্ত কোরামে একজন স্বাধীন পরিচালকের উপস্থিতি অত্যাবশ্যক;	✓		
৬.৪ (ঘ)	এনআরসি এর প্রতিটি সভার কার্যবিবরণীসমূহ যথাযথভাবে মিনিটস-এ রেকর্ড করতে হবে এবং পরবর্তী সভায় উক্ত তথ্যাদি নিশ্চিত করতে হবে;	✓		
৬.৫	**এনআরসি এর ভূমিকা**			
৬.৫ (ক)	এনআরসি স্বাধীনভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করবে এবং পরিচালকমন্ডলী ও শেয়ারহোল্ডারগণের নিকট দায়বদ্ধ থাকবে ও জবাবদিহি করবে;	✓		
৬.৫ (খ) (i) (ক)	কোম্পানি সফলভাবে পরিচালনা করার লক্ষ্যে যোগ্য পরিচালকগণকে আকৃষ্ট করা, কোম্পানিতে তাঁদের ধরে রাখা এবং প্রয়োজনীয় প্রণোদনা প্রদান করার লক্ষ্যে পারিশ্রমিকের মাত্রা ও গঠন যৌক্তিক ও পর্যাপ্ত হবে;	✓		
৬.৫ (খ) (i) (খ)	সাফল্যের সাথে পারিশ্রমিকের সম্পর্ক সুস্পষ্ট এবং তা যথাযথ দক্ষতার মানদন্ড পরিপূরণ করে; এবং	✓		
৬.৫ (খ) (i) (গ)	কোম্পানির কার্যক্রম ও এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য অনুকূল স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী সাফল্যের আলোকে সংগতিপূর্ণ ফিক্সড ও প্রণোদনামূলক পারিশ্রমিকের মাঝে সমতা বজায় রেখে পরিচালকবৃন্দ ও উচ্চ পর্যায়ের নির্বাহী কর্মকর্তাদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা হবে;	✓		
৬.৫ (খ) (ii)	বয়স, লিঙ্গ, অভিজ্ঞতা, নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয়, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও জাতীয়তার বিচারে বোর্ডের গঠনে বৈচিত্র আনয়ন সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন করা;	✓		
৬.৫ (খ) (iii)	নির্ধারিত মনোনয়ন মানদন্ডের আলোকে যারা পরিচালক হওয়ার যোগ্য এবং যাদেরকে উচ্চ পর্যায়ে নির্বাহী পদে নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে সেসব ব্যক্তিকে চিহ্নিত করার পাশাপাশি তাঁদের নিয়োগ/পুনঃনিয়োগ এবং অপসারণের বিষয়ে বোর্ডের নিকট সুপারিশ করা;	✓		
৬.৫ (খ) (iv)	স্বতন্ত্র পরিচালকবৃন্দ ও বোর্ডের সাফল্য মূল্যায়ন করার মানদন্ড প্রনয়ন করা;	✓		
৬.৫ (খ) (v)	বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মকর্তা-কর্মচারি নিয়োগের ক্ষেত্রে কোম্পানির চাহিদা নিরূপণ করার পাশাপাশি তাদের বাছাই, ট্রান্সফার অথবা রিপ্লেসমেন্ট ও প্রমোশন সংক্রান্ত মাপকাঠি নির্ধারণ করা; এবং	✓		
৬.৫ (খ) (vi)	কোম্পানির মানবসম্পদ ও প্রশিক্ষণ নীতিমালাসমূহ প্রতি বছরান্তে প্রণয়ন, সুপারিশ ও পর্যালোচনা করা;	✓		
৬.৫ (গ)	কোম্পানি এর বার্ষিক প্রতিবেদনে একনজরে আলোচ্য বছরে মনোনয়ন ও সম্মানী নীতিমালার পাশাপাশি এনআরসি এর মূল্যায়ন মানদন্ড ও কার্যক্রম উল্লেখ করবে;	✓		
৭	**বহিঃস্থ/বিধিসম্মত নিরীক্ষা**			
৭.১	ইস্যুকারী সংস্থাটি কোম্পানির নিম্নলিখিত পরিষেবাগুলি সম্পাদন করতে তার বহিরাগত বা বিধিবদ্ধ নিরীক্ষককে সংযুক্ত করবে না, যথা:-			

শর্ত নং	শর্ত	পরিপালনীয় অবস্থা (✓)		মন্তব্য (যদি থাকে)
		প্রতিপালিত	প্রতিপালিত নয়	
৭.১ (i)	যাচাই বা মূল্যায়ন সেবাসমূহ অথবা কার্যক্রমের স্বচ্ছতা সংক্রান্ত মতামতসমূহ;	✓		
৭.১ (ii)	আর্থিক তথ্য ও ব্যবস্থা প্রণয়নে অসম্পৃক্ততা;	✓		
৭.১ (iii)	হিসাবরক্ষণ বা বুক কিপিং প্রক্রিয়ায় অসম্পৃক্ততা;	✓		
৭.১ (iv)	ব্রোকার-ডিলার সার্ভিস;	✓		
৭.১ (v)	একচুয়্যারিয়াল সার্ভিস;	✓		
৭.১ (vi)	অভ্যন্তরীণ ও আসাধারণ নিরীক্ষা কর্মকান্ড;	✓		
৭.১ (vii)	অডিট কমিটির অন্য যে কোন সেবা প্রদান;	✓		
৭.১ (viii)	কর্পোরেট শাসন ব্যবস্থা পরিপালনের জন্য প্রয়োজনীয় অডিট/সার্টিফিকেশন সেবা শর্ত নং ৯(১) এর অধীন; এবং	✓		
৭.১ (ix)	স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিরোধ সৃষ্টি করে এমন অন্য কোন সেবা;	✓		
৭.২	বহিঃস্থ নিরীক্ষা কোম্পানির অসম্পৃক্ততা অংশীদারগণ অথবা সেখানে কর্মরত ব্যক্তিগণ অন্ততপক্ষে তাদের কোম্পানি কর্তৃক নিরীক্ষা কর্মকান্ড চলাকালীন নিরীক্ষাধীন প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ধারণ করতে পারবেন না: এক্ষেত্রে শর্ত থাকে যে, স্বামী/স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পিতা, মাতা, ভাই, বোন, জামাতা এবং পুত্রবধুগণও পরিবারের সদস্য হিসেবে বিবেচিত হবেন;	✓		
৭.৩	শেয়ারহোল্ডারদের প্রশ্নের উত্তর দিতে বহিরাগত বা সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষক প্রতিনিধিগণ শেয়ারহোল্ডারদের (বার্ষিক সাধারণ সভা অথবা অসাধারণ বার্ষিক সভা) বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন।	✓		
৮	**কোম্পানি কর্তৃক ওয়েবসাইট বজায় রাখা**			
৮.১	কোম্পানির স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে সংযুক্ত একটি অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থাকবে।	✓		
৮.২	কোম্পানি তালিকাভুক্তির তারিখ থেকে কোম্পানি ওয়েবসাইট কার্যকরী করতে হবে।	✓		
৮.৩	সংশ্লিষ্ট স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্তি বিধিমালা অনুসারে কোম্পানি তার ওয়েবসাইটে বিস্তারিত ডিসক্লোজার প্রকাশ করতে হবে।	✓		
৯	**কর্পোরেট শাসন ব্যবস্থার প্রতিবেদন এবং পরিপালন**			
৯.১	কমিশন কর্তৃক শাসন ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশনার শর্তসমূহ পরিপালনের ব্যাপারে কোম্পানি কোন সক্রিয় পেশাদার হিসাবরক্ষক/সচিবের (চাটার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্ট/কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট এ্যাকাউন্ট্যান্ট/চাটার্ড সেক্রেটারি) নিকট হতে সনদ অর্জন করবেন এবং তা বার্ষিক প্রতিবেদনের সাথে বাৎসরিক ভিত্তিতে শেয়ারহোল্ডারগণের নিকট প্রেরণ করবেন।	✓		
৯.২	কর্পোরেট গভর্নেন্স কোড অনুসারে সার্টিফিকেট সরবরাহকারী পেশাদারকে বার্ষিক সাধারণ সভায় (এজিএম) শেয়ারহোল্ডারদের দ্বারা নিযুক্ত করবেন।	✓		
৯.৩	এই সংযুক্তি অনুযায়ী উপরোক্ত শর্তাবলী পরিপালন করেছে কি না সে বিষয়টি কোম্পানির পরিচালকগণ পরিচালমন্ডলীর প্রতিবেদনে বিবৃত করবেন।	✓		

কর্পোরেট শাসন ব্যবস্থা

সুষ্ঠু কর্পোরেট শাসন ব্যবস্থা কোম্পানির দীর্ঘমেয়াদী সাফল্যের ক্ষেত্রে মৌলিক ভূমিকা পালন করে। লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেডের পরিচালকমন্ডলী সুষ্ঠু কর্পোরেট শাসন ব্যবস্থার নীতিসমূহ সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে বদ্ধপরিকর। পরিচালনা পর্ষদের ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধান সবসময়ই জোরালো দায়িত্ববোধ দ্বারা পরিচালিত। পরিচালকমন্ডলী এই ক্ষেত্রে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখছেন এবং কোম্পানির জন্য যথোপযুক্ত ও সুফলদায়ক কর্পোরেট শাসন ব্যবস্থার চর্চাসমূহ অনুসরণ করছেন। কর্পোরেট শাসন ব্যবস্থার প্রধান উদ্দেশ্য হল সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের জন্য দীর্ঘস্থায়ী মূল্যবোধ সৃষ্টি করা। শেয়ারহোল্ডারগণের স্বার্থ রক্ষা, কোম্পানির সাথে যোগাযোগের সেতুবন্ধন রচনা করার ক্ষেত্রে পরিচালকমন্ডলীর সামর্থ্য এবং সুষ্ঠু হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা ব্যবস্থা এবং ঝুঁকি মোকাবিলা, সংবিধিবদ্ধ নিয়মকানুন ও অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ চর্চাসমূহের মাঝে নিবিড় ও কার্যকর সহযোগিতা তৈরি করার উপর ভিত্তি করেই সবসময় আমাদের সাফল্য রচিত হয়েছে।

লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক প্রণীত কর্পোরেট পরিচালন বিধি অনুসরণ করে থাকে; এক্ষেত্রে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন প্রজ্ঞাপন নং বিএসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৬-১৫৮/২০৭/প্রশাঃ/৮০, তারিখ ৩রা জুন ২০১৮ দ্রষ্টব্য।

পরিচালনা পর্ষদের ভূমিকা

লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড-এর পরিচালনা পরিষদ কোম্পানির সার্বিক ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি এর সাধারণ ব্যবসায়িক কার্যক্রমসমূহ তদারকি করার দায়িত্বে নিয়োজিত। এই পরিষদ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ ও সিদ্ধান্তসমূহ কোম্পানির সর্বোত্তম স্বার্থ রক্ষায় কাজ করে; কোম্পানির এ স্বার্থের মাঝে শেয়ারহোল্ডার, কোম্পানিতে কর্মরত ব্যক্তিবর্গ, গ্রাহক ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পক্ষসমূহের স্বার্থ সম্পৃক্ত রয়েছে। কোম্পানির সংঘবিধি ও সংঘ-স্মারকে উল্লিখিত বিধি-বিধান, কোম্পানি আইন ১৯৯৪, প্রাসঙ্গিক কার্যকর বিধি-বিধান, বিএসইসি-এর কর্পোরেট পরিচালনা বিধিসমূহ, এক্সচেঞ্জসমূহের লিস্টিং; অন্যান্য বিধি-বিধান, দেশে বিদ্যমান কর্পোরেট পর্যায়ের সর্বোত্তম চর্চাসমূহ এবং কোম্পানির প্রণীত আচরণবিধি অনুযায়ী পরিচালনা পর্ষদের দায়-দায়িত্বসমূহ নির্ধারিত ও সম্পাদিত হয়ে থাকে। লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেডের পরিচালনা পরিষদ ৬ (ছয়) জন সদস্য নিয়ে গঠিত; এদের মাঝে ২ (দুই) জন সদস্য স্বতন্ত্র পরিচালক, ১ (এক) জন সদস্য নির্বাহী পরিচালক, ২ (দুই) জন মনোনীত পরিচালক এবং ১ (এক) জন অনির্বাহী পরিচালক। পরিচালনা পরিষদের সদস্যদের মাঝে রয়েছেন উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ যারা পেশাগত ও শিক্ষাগত যোগ্যতায় ঋদ্ধ এবং ব্যক্তি মালিকানাধীন ও সরকারি খাতের বিভিন্ন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত থাকার অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ। পরিচালকমন্ডলী প্রতিসভায় কোম্পানির ব্যবসায়িক সাফল্য পর্যালোচনা করেন এবং প্রকাশনার জন্য সাময়িক ও বাৎসরিক আর্থিক ফলাফল অনুমোদন করেন। এছাড়া পরিচালকমন্ডলী বার্ষিক পরিকল্পনা আলোচ্য বছরের জন্য মূলধনী ব্যয় অনুমোদন করেন এবং নিয়মিতভিত্তিতে অনুষ্ঠিত সভাসমূহে গৃহীত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেন।

বোর্ড সভা

লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড-এর পরিচালনা পর্ষদ ২০২০ সালে চার বার সভায় মিলিত হন। পরিচালনা পর্ষদের সভায় কোম্পানির সর্বোত্তম স্বার্থের অনুকূলে বিভিন্ন কার্যক্রম ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়; এক্ষেত্রে শেয়ারহোল্ডারগণ, কোম্পানিতে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারি, গ্রাহকবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পক্ষসমূহের মতামতসমূহ বিবেচনায় নেয়া হয়। কোম্পানি আইন ১৯৯৪ এর ধারা ৯৬ অনুযায়ী বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং এক্ষেত্রে বোর্ড সভা সংক্রান্ত বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন বিধি পরিপালন করা হয়।

ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড সেক্রেটারিজ অব বাংলাদেশ (আইসিএসবি) কর্তৃক গৃহীত সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ডস (বিএসএস) সংক্রান্ত বিধিমালার আলোকে লিন্ডে কোম্পানি বোর্ড সভাসমূহের আয়োজন করে থাকে এবং সভাসমূহের কার্যবিবরণীসমূহের রেকর্ড সংরক্ষণ করার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় বই ও রেকর্ড বইও সংরক্ষণ করে। বোর্ড সভাসমূহে পরিচালকবৃন্দের উপস্থিতি পরিচালকমণ্ডলীর প্রতিবেদনের ১০৮নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে।

অডিট কমিটি

লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড-এর পরিচালকমণ্ডলীর একটি উপ-কমিটি হিসেবে অডিট কমিটি দায়িত্ব পালন করে থাকে। কোম্পানির কার্যক্রমে দক্ষতা সৃষ্টির পাশাপাশি সংস্থার মূল্যবোধ সমুন্নত রাখার লক্ষ্য নিয়ে অডিট কমিটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

সংস্থার কার্যক্রম তদারকির দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে পরিচালকমণ্ডলীকে সহায়তা করার লক্ষ্যে পরিচালকমণ্ডলী কর্তৃক অডিট কমিটি নিয়োগ দেয়া হয় এবং এক্ষেত্রে পরিচালকমণ্ডলী নিম্নে উল্লিখিত বিষয়সমূহ পর্যালোচনা করে থাকেন:

- প্রকাশিত আর্থিক তথ্যাদির সুসমতা, স্বচ্ছতা ও সততা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আর্থিক প্রতিবেদন প্রদান প্রক্রিয়া যাতে আর্থিক বিবরণীসমূহ কোম্পানির কার্যক্রমের অবস্থার একটি সত্য ও যথাযথ চিত্র তুলে ধরে;
- ব্যবসায়িক কার্যক্রমের আওতায় সুষ্ঠু মনিটরিং ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কোম্পানির অভ্যন্তরীণ আর্থিক নিয়ন্ত্রণ ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থার কার্যকারিতার পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান পরিপালন বিষয়ক কর্মকান্ডের কার্যকারিতা;
- নিয়োগ সংক্রান্ত সুপারিশ প্রদান ও বহিঃস্থ নিরীক্ষকের দক্ষতা মূল্যায়নসহ স্বতন্ত্র নিরীক্ষা প্রক্রিয়া।

দায়িত্ব পালন করার ক্ষেত্রে কমিটি পরিচালকমণ্ডলী, ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এবং বহিঃস্থ ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষকবৃন্দের সাথে কার্যকর কর্ম-সম্পর্ক বজায় রাখেন। পরিচালকমণ্ডলী কর্তৃক নির্ধারিত দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহের আলোকে অডিট কমিটি পরিচালকমণ্ডলীর নিকট দায়বদ্ধ। নিজের দায়িত্ব কার্যকরভাবে সম্পাদন করার লক্ষ্যে কমিটির প্রতিটি সদস্যকে কমিটির দায়-দায়িত্ব এবং কোম্পানির ব্যবসায়, কার্যক্রম ও ঝুঁকিসমূহ সম্বন্ধে সম্যক ধারণা রাখার পাশাপাশি নিজস্ব দক্ষতা ও জ্ঞান বৃদ্ধি ও বজায় রাখার প্রয়াস চালাতে হয়। ২০১৮ সালের ৩রা জুন প্রণীত কর্পোরেট পরিচালনা বিধির ৫(৭) শর্ত মোতাবেক অডিট কমিটির কার্যক্রমসমূহের উপর ভিত্তি করে প্রস্তুতকৃত একটি পৃথক প্রতিবেদন এই প্রতিবেদনের ১২৫নং পৃষ্ঠায় সংযোজন করা হয়েছে।

মনোনয়ন ও সম্মানী কমিটি (এনআরসি)

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী পরিচালকমণ্ডলী কর্তৃক লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড-এর মনোনয়ন ও সম্মানী কমিটি নিয়োগ করা হয়। এনআরসি তিনজন সদস্য নিয়ে গঠিত, এর মধ্যে ২ (দুই) জন স্বতন্ত্র পরিচালক এবং বাকী সদস্য হলেন মনোনীত পরিচালক।

সুস্পষ্ট টার্মস অব রেফারেন্সের আলোকে মনোনয়ন ও সম্মানী কমিটি (এনআরসি) গঠিত হয়েছে। পরিচালক ও সর্বোচ্চ কার্যনির্বাহী কর্মকর্তাগণের যোগ্যতা, ইতিবাচক দিকসমূহ, অভিজ্ঞতা ও স্বাধীনতা নির্ধারণের জন্য মনোনয়নের মানদন্ড বা নীতিমালার পাশাপাশি পরিচালক ও সর্বোচ্চ পর্যায়ের নির্বাহী কর্মকর্তাদের সম্মানীর বিষয়টি বিবেচনার আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে এনআরসি পরিচালকমণ্ডলীকে সহায়তা করে থাকে। মনোনয়ন ও সম্মানী কমিটি (এনআরসি) সর্বাধিক কার্যকরভাবে এর কার্যক্রম পরিচালনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অন্ততঃপক্ষে বছরে একবার এর সভা নিজস্ব কার্যক্রম এবং টার্মস অব রেফারেন্স পর্যালোচনা করে থাকে। পাশাপাশি পরিচালকমণ্ডলীর জন্য প্রয়োজনীয় যেকোন ধরনের হালনাগাদ তথ্য বা বিষয় বোর্ডের অনুমোদনের জন্য এনআরসি সুপারিশ করে। ২০১৮ সালের ৩রা জুন প্রণীত কর্পোরেট পরিচালনা বিধির ৬.৫ (সি) শর্ত অনুযায়ী এই রিপোর্টের ১২৬নং পৃষ্ঠায় এনআরসি'র নীতিমালা উল্লেখ করা হয়েছে।

কোম্পানির চেয়ারপারসন এবং ম্যানেজিং ডাইরেক্টর/সিইও ভিন্ন ব্যক্তিদ্বয়

কর্পোরেট পরিচালনা সংক্রান্ত ১(৪) নং বিধি পরিপালন জোরদার করার লক্ষ্যে পরিচালক-মণ্ডলীর সভাপতি এবং কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক/সিইও দু'জন ভিন্ন ব্যক্তি যাঁরা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত বিভিন্ন ভূমিকা ও দায়িত্ব পালন করে থাকেন। একটি তালিকাভুক্ত কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) এবং/অথবা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) অন্য একটি

তালিকাভুক্ত কোম্পানিতে একই পদে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না। বোর্ডের সদস্যগণ যাতে তাঁদের দায়িত্ব যোগ্যতার সাথে এবং যথাযথভাবে পালন করতে পারেন সে লক্ষ্যে তাঁদের সামগ্রিকভাবে প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও পেশাগত অভিজ্ঞতা থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পরিচালকমণ্ডলীর সভাপতি এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর মাঝে সুষমতা বজায় রাখা আবশ্যক। পরিচালকমণ্ডলীর সভাপতি একজন অনির্বাহী পরিচালক, অন্যদিকে ব্যবস্থাপনা পরিচালক/সিইও একজন নির্বাহী পরিচালক। কোম্পানির মেমোরেন্ডাম এবং সংঘবিধির পাশাপাশি অন্যান্য কার্যকর আইন অনুযায়ী পরিচালকমণ্ডলীর কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বোর্ডের সভাপতি এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক/সিইও দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

সভাপতির ভূমিকা

কোম্পানির অনির্বাহী পরিচালকদের মাঝ থেকে পরিচালকমণ্ডলী বা বোর্ড কর্তৃক পরিচালক-মণ্ডলীর সভাপতি নির্বাচিত হবেন। কোন একটি নির্দিষ্ট বোর্ড সভায় সভাপতির অনুপস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বাকী সদস্যগণ তাদের মধ্যস্থ অনির্বাহী পরিচালকদের মাঝ থেকে একজনকে সভাপতি হিসেবে নির্বাচন করতে পারেন: সভার কার্যবিবরণীতে নিয়মিত সভাপতির অনুপস্থিতির কারণ যথাযথভাবে রেকর্ড করতে হবে। এই ভূমিকার উদ্দেশ্য হলো পরিচালকমণ্ডলীকে চৌকষ করে তোলার পাশাপাশি পরিচালনা প্রক্রিয়াকে উন্নত ও সর্বোচ্চ কার্যকর করার লক্ষ্যে বোর্ড-কক্ষে গুণগত মানসম্পন্ন পরিবেশ বজায় রাখার ব্যাপারে ব্যক্তিগত দায়ভার বহন করা এবং এর মাধ্যমে শেয়ারহোল্ডারগণের সম্পদসমূহ সুরক্ষার পাশাপাশি তাদের বিনিয়োগ হতে সন্তোষজনক মুনাফাপ্রাপ্তি নিশ্চিত করা। সভাপতির বিভিন্ন ভূমিকা ও দায়িত্বসমূহ নিম্নে তুলে ধরা হল:

- বিএসইসি কর্পোরেট পরিচালনা বিধির নির্দেশনা অনুযায়ী সভাপতির দায়িত্ব নির্ধারণ করা হয়।
- বোর্ড সভা এবং স্বতন্ত্র পরিচালকগণের নির্বাহী কার্যক্রম তদারকির পাশাপাশি বোর্ডের কার্যক্রমের আয়োজন ও সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করা।
- সভাপতি কোম্পানির মেমোরেন্ডাম এবং সংঘবিধির পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইনানুযায়ী পরিচালকমণ্ডলীর কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়টি নিশ্চিত করার দায়িত্ব পালন করেন।
- কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও পরিচালকমণ্ডলীর অন্যান্য সদস্যদের দক্ষতা পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা।
- সকল সংবিধিবদ্ধ ও আইনগত বিষয়াদি কঠোরভাবে পরিপালনের বিষয়টি নিশ্চিত করা।
- ব্যবসায়ের সকল পর্যায়ে লিন্ডের অভ্যন্তরীণ বিধি-বিধান পরিপালন নিশ্চিত করা।
- পরিচালকমণ্ডলী, বৈশ্বিক, আঞ্চলিক, ক্লাস্টার ও কান্ট্রি লিডারশিপ টিম, আঞ্চলিক পার্টনারসমূহ, ইন-কান্ট্রি টিমসমূহ, শিল্প ও আইনী সংস্থাসমূহসহ বিভিন্ন বহিঃস্থ প্রতিষ্ঠানের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করা।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও সিইও এর ভূমিকা

পরিচালকবৃন্দ যেমনটি উপযুক্ত মনে করেন তেমন সময় এবং শর্তসাপেক্ষে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও নিয়োগ প্রদান করবেন। এ ভূমিকার উদ্দেশ্য হল লিন্ডে ব্যবসায়ে মুনাফা অর্জন করা, ব্যবসায়ের নতুন সুযোগসমূহ চিহ্নিত করা, সংস্থায় অভ্যন্তরীণভাবে সুষম বিন্যাস নিশ্চিত করা এবং স্থিরকৃত লক্ষ্যের আলোকে কোম্পানিতে সর্বোত্তম শিল্প চর্চাসমূহ বাস্তবায়ন করা। পরিচালকমণ্ডলী, বৈশ্বিক, আঞ্চলিক, ক্লাস্টার ও কান্ট্রি লিডারশিপ টিম, ফাংশানাল প্রধানগণ, আঞ্চলিক পার্টনারসমূহ, ইন-কান্ট্রি টিমসমূহ, শিল্প ও আইনী সংস্থাসমূহসহ বিভিন্ন বহিঃস্থ প্রতিষ্ঠানের সাথে ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিবিড়ভাবে কাজ করেন। ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও এর বিভিন্ন ভূমিকা ও দায়িত্বসমূহ নিম্নে তুলে ধরা হল:

- কোম্পানির সার্বিক আর্থিক এবং আর্থিক নয় এমন লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়ন করা (মুনাফা এবং ক্ষতি ব্যবস্থাপনা, নিরাপত্তা, গুণগতমান, সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান পরিপালন, কেপিআই ও ডিএসও বিষয়ক গ্রাহক সেবা, ইত্যাদি)।
- বিক্রয়, বিপণন, স্থানীয় পণ্য ব্যবস্থাপনা, মূল্য নির্ধারণ, ট্রেড-মার্ক, ব্র্যান্ডিং ও সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান পরিপালনের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবসায়ের সার্বিক নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করা।
- সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তর ও ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায় সংক্রান্ত গুণগত ও পরিমাণগত দক্ষতাসূচকসমূহের বিষয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ করা।
- স্থানীয় বাজারের বিদ্যমান ধারা, ভ্যাল্যু চেইন, কাস্টমার সেগমেন্টসমূহ এবং বিপণন খাতের আওতায় বিদ্যমান প্রতিযোগীগণের বিষয়ে সুগভীর ও সম্যক ধারণা অর্জন করার পাশাপাশি কোম্পানির ব্যবসায় কৌশলসমূহে এ বিষয়গুলো অন্তর্ভূক্ত করা।
- টিমের আওতায় ব্যবসায় ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সাংগঠনিক ও পরম্পরা বিষয়ক পরিকল্পনা পর্যালোচনা করা।
- ব্যবসায়ের সকল পর্যায়ে লিন্ডের অভ্যন্তরীণ বিধি-বিধান পরিপালন নিশ্চিত করা।

প্রধান অর্থ কর্মকর্তা (সিএফও) এর ভূমিকা

পরিচালকবৃন্দ যেমনটি উপযুক্ত মনে করেন তেমন সময়, সম্মানী এবং শর্তসাপেক্ষে কোম্পানির প্রধান অর্থ কর্মকর্তা (সিএফও) নিয়োগ প্রদান করবেন এবং এরূপভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত একজন প্রধান অর্থ কর্মকর্তা উক্ত পরিচালকবৃন্দ কর্তৃক অপসারিত হতে পারেন। বিএসইসি কর্তৃক প্রণীত কর্পোরেট পরিচালনা বিধির ৩ নং বিধি অনুযায়ী কোন তালিকাভুক্ত কোম্পানিতে নিয়োগপ্রাপ্ত প্রধান অর্থ কর্মকর্তা অন্য কোন কোম্পানিতে একই সময়ে কোন নির্বাহী পদে থাকতে পারবেন না। কোন কোম্পানির প্রধান অর্থ কর্মকর্তা ব্যবসায় পরিকল্পনা, বাজেট প্রণয়ন, ফোরকাস্টিং বা ব্যবসায় সংক্রান্ত পূর্বাভাস প্রদান, ঝুঁকি এবং কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি ব্যবসায় সংক্রান্ত সমঝোতামূলক আলাপ-আলোচনা বা নেগোসিয়েশনসহ কোম্পানির সকল আর্থিক কার্যক্রমে কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার সার্বিক দায়িত্ব পালন করে থাকেন। কোম্পানির স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক লক্ষ্যসমূহ অর্জনের লক্ষ্যে কোম্পানির সার্বিক আর্থিক নীতিমালা বাস্তবায়ন করার দায়িত্বও প্রধান অর্থ কর্মকর্তার উপর বর্তায়। প্রধান অর্থ কর্মকর্তার ভূমিকা ও দায়িত্বসমূহ সংক্ষেপে নিম্নে তুলে ধরা হল:

- আর্থিক নীতিমালাসমূহ প্রণয়ন ও কার্যকর করার পাশাপাশি কোম্পানিতে সর্বোত্তম আর্থিক চর্চাসমূহ চালু করা।
- বছরব্যাপী নগদ অর্থের সুষ্ঠু প্রবাহ বজায় রাখার লক্ষ্যে কৌশল প্রণয়ন করা।
- কোম্পানির সকল আইন ও বিধি-বিধান, সংবিধিবদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাসমূহ, কোম্পানি আইনসমূহ, সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ আইনসমূহ পুরোপুরি পরিপালন নিশ্চিত করা।
- শেয়ার ও অর্থ বিভাগকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি তাদের কর্মকান্ড মনিটর করা এবং শেয়ারহোল্ডারগণকে যথাযথ সেবা প্রদান করা।
- অর্থ বিষয়ক বিভিন্ন সিদ্ধান্তের ব্যাপারে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালককে সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করার পাশাপাশি বোর্ড সদস্যগণকে অর্থ সংক্রান্ত তথ্যাদি সম্পর্কে অবগত করা।
- বাজেট প্রস্তুত প্রক্রিয়া পরিচালনা করার পাশাপাশি তা চূড়ান্ত করা।
- বিবিধ অর্থ বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিভিন্ন মানসম্পন্ন ব্যবস্থা ও প্রক্রিয়া চালু করার পাশাপাশি মানসম্পন্ন কার্যক্রম পরিচালনা পদ্ধতির প্রচলন করা।
- সংগঠনব্যাপী ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বিভিন্ন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার মাধ্যমে আর্থিক শৃংখলা বজায় রাখার সংস্কৃতি সৃষ্টি করা।
- বোর্ড এবং কান্ট্রি লিডারশীপ টিমের নিকট অর্থ বিষয়ক তথ্যাদি উপস্থাপন করা।
- ট্রেজারি ও ইন্স্যুরেন্স সংক্রান্ত ঝুঁকিসহ গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক ঝুঁকিসমূহের ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি সময় বোর্ডকে উক্ত বিষয়ে হালনাগাদ তথ্য সরবরাহ করা।
- কোম্পানির আর্থিক নীতিমালা ও এ্যাকাউন্টিং চর্চাসমূহের পাশাপাশি প্রতিবেদন প্রেরণ পদ্ধতি প্রণয়ন করা ও তা কার্যকর করা।
- বাণিজ্যিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, বিভিন্ন ধরনের চুক্তি ও কর প্রদান বিষয়ে যুক্তিসঙ্গত নিয়ন্ত্রণ আরোপের মাধ্যমে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়াস চালানো।

কোম্পানি সচিবের ভূমিকা

পরিচালকবৃন্দ যেমনটি উপযুক্ত মনে করেন তেমন সময়, সম্মানী এবং শর্তসাপেক্ষে কোম্পানি সেক্রেটারী নিয়োগ প্রদান করবেন এবং এরূপভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত একজন কোম্পানি সেক্রেটারি উক্ত পরিচালকবৃন্দ কর্তৃক অপসারিত হতে পারেন। এই পদের লক্ষ্য হল কোম্পানির স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য অর্জনের জন্য আইনগত ও সংবিধিবদ্ধ শর্তাবলী পরিপালনসহ কোম্পানির

কার্যক্রম সম্বন্ধে কোম্পানির পরিচালকবৃন্দকে সঠিক নির্দেশনা প্রদান করা। বিএসইসি কর্তৃক প্রণীত কর্পোরেট পরিচালনা বিধির ৩ নং শর্ত অনুযায়ী কোন তালিকাভুক্ত কোম্পানিতে নিয়োগপ্রাপ্ত একজন পূর্ণকালীন কোম্পানি সেক্রেটারি অন্য কোন কোম্পানিতে একই সময়ে কোন নির্বাহী পদে থাকতে পারবেন না। পরিচালকমণ্ডলী, বিভিন্ন কমিটির সদস্যবৃন্দ, শেয়ারহোল্ডারগণ, আইনী কর্তৃপক্ষসমূহ এবং কোম্পানির কর্মসংশ্লিষ্ট প্রধানগণের সাথে কোম্পানি সেক্রেটারি নিবিড়ভাবে কাজ করেন।

কোন কোম্পানি এবং এর পরিচালকবৃন্দ উভয়ই কোম্পানি আইন যথাযথভাবে পরিপালন করছেন কিনা তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে কোম্পানি সেক্রেটারি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। কোম্পানি সেক্রেটারি বোর্ড সভাসমূহ আয়োজন করেন এবং সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ডস (বিসিএসবি)-এর বিধি-বিধান অনুযায়ী ইন্টারন্যাশনাল সেক্রেটেরিয়াল স্ট্যান্ডার্ডস (আইসিএসবি) উক্ত সভাসমূহের কার্যবিবরণীর পাশাপাশি প্রয়োজনীয় নথি ও রেকর্ড সংরক্ষণ করার দায়িত্ব পালন করেন এবং এক্ষেত্রে তিনি উক্ত বিধিসমূহ ততটা অনুসরণ করেন যতদুর উক্ত বিধিসমূহের কোন শর্তের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ নয় এবং কোম্পানির মেমোরেন্ডাম ও সংঘবিধিতে উল্লিখিত বিধি-বিধান, কোম্পানি আইন ১৯৯৪, প্রযোজ্য কার্যকর বিধি-বিধান, কর্পোরেট পরিচালনা বিষয়ক বিএসইসি কর্তৃক প্রণীত বিধিসমূহ, এক্সচেঞ্জসমূহের তালিকাভুক্তকরণ বিষয়ক বিধি-বিধান এবং অন্যান্য সাধারণভাবে গৃহীত কর্পোরেট পর্যায়ের সর্বোত্তম চর্চাসমূহের কর্তৃক নির্দেশিত।

পরিচালনা কর্মকর্তা হিসেবে কোম্পানি সেক্রেটারী কর্পোরেট বিধি-বিধান পরিপালনের বিষয়টি তদারকি করার পাশাপাশি বোর্ডের কার্যকর কার্যক্রম পরিচালনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সভাপতি, বোর্ডের অন্যান্য সদস্য ও ব্যবস্থাপনা পরিচালককে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করে থাকেন। কোম্পানি সেক্রেটারী সকল বোর্ড ও কমিটি সভাসমূহের আয়োজন করেন ও উক্ত সভাসমূহে উপস্থিত থাকেন এবং সকল বিষয়ের আলোচনাসমূহ যাতে যথাযথভাবে কার্যবিবরণীভুক্ত করা হয়, সিদ্ধান্তসমূহ রেকর্ড করার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় অবগতকরণ ও ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উক্ত সিদ্ধান্তসমূহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবর যথাযথভাবে প্রচার করা হয় তা নিশ্চিত করেন। কোম্পানির সেক্রেটারীর ভূমিকা ও দায়িত্বসমূহ সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হল:

- বিভিন্ন সভার আলোচ্যসূচী প্রস্তুত করাসহ বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম), অসাধারণ সাধারণ সভা (ইজিএম) আহ্বান ও আয়োজন করা, সভার কার্যবিবরণীসমূহ প্রস্তুত করা, গৃহীত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সকলকে অবগত করা।
- পরিচালকমন্ডলী, অডিট কমিটি, ইত্যাদির মতো বিভিন্ন কমিটি ও কার্যক্রম-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষসমূহকে সহায়তা প্রদান করা।
- নির্দেশ মোতাবেক প্রক্রিয়াগত/প্রশাসনিক ব্যবস্থাসমূহ কার্যকর করা।
- বিভিন্ন সভার পূর্বে ও পরে প্রচার ও যোগাযোগ বজায় রাখা।
- বিভিন্ন নীতিমালা যাতে হালনাগাদকৃত থাকে, অনুমোদিত থাকে এবং কোম্পানির সদস্যগণ যাতে এসব নীতিমালার প্রয়োগ সম্বন্ধে অবগত থাকেন তা নিশ্চিত করা।
- বোর্ড পরিচালকদের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা প্রতিবেদন প্রস্তুত করা।
- কোম্পানির বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা ও নির্দেশ অনুযায়ী প্রতিবেদন প্রস্তুত করা।
- বিভিন্ন সভার সময় ও সভার বাইরে আইনগত ও আর্থিক পরামর্শ প্রদান করা।
- সকল সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান এবং প্রতিবেদন প্রদান কঠোরভাবে পরিপালন নিশ্চিত করা।
- কোম্পানি আইনের হালনাগাদ তথ্যাদি সম্পর্কে সংশ্লিষ্টদের অবগত করা।
- শেয়ারহোল্ডারগণের রেজিস্টার হালনাগাদ রাখার পাশাপাশি কোম্পানির পক্ষ হতে তাদের সাথে লিয়াজোঁ বা যোগাযোগ বজায় রাখা।

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও কমপ্লায়েন্স বিভাগের (এইচআইএসি) প্রধানের ভূমিকা

দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের (আরএসই) লিন্ডে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও কার্যক্রমের আওতায় রয়েছে নিয়মিত বিরতিতে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও এর কার্যকারিতার বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি কোম্পানির সকল কার্যক্রমের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা। তারা কার্যক্রম পরিচালনা, বিতরণ কার্যক্রম, বিক্রয় বিপণন, অর্থায়ন, টেজারি ব্যবস্থা, তথ্য সেবার মত কোম্পানির সকল কার্যক্রম সংক্রান্ত অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পরিচালনা করে থাকে। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষকগণ কোম্পানির বিভিন্ন নিয়মিত কার্যক্রম ও আইনগত ব্যবস্থাদির দুর্বলতা ও তা পরিপালনে অপারগতার বিষয়ে তাদের পর্যবেক্ষণভিত্তিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও কমপ্লায়েন্স বিভাগের প্রধান অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বজায় রাখায় দায়বদ্ধ এবং হিসাবরক্ষণ ও অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় বিদ্যমান বিচ্যুতির বিষয়ে অডিট কমিটির নিকট প্রতিবেদন প্রদান করে থাকেন। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষকবৃন্দ কার্যক্রমের সকল ক্ষেত্রে ও কার্যক্রমে ব্যাপক নিরীক্ষা পরিচালনা করে এবং উক্ত নিরীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যাদি বিএসইসি নির্দেশনা অনুসারে যথাযথ মূল্যায়নের জন্য বোর্ডের অডিট কমিটিতে প্রেরণ করা হয়।

কোম্পানির ভাবমূর্তি উন্নত করার পাশাপাশি সংস্থার কার্যক্রম গতিশীল করার লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও কমপ্লায়েন্স কমিটির (এইচআইএসি) প্রধান গ্রুপব্যাপী স্বাধীন, নিরপেক্ষ নিশ্চয়তা ও পরামর্শমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। কান্ট্রি পর্যায়ের অডিট কমিটির শর্তাবলী পূর্ণ করা অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের কান্ট্রি প্রধানের দায়িত্ব এবং এটি স্থানীয় পর্যায়ের কান্ট্রি কোম্পানি আইনের একটি বিধান। লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড বাংলাদেশ অনুসৃত আন্তর্জাতিক অর্থ বিষয়ক প্রতিবেদন প্রদান সংক্রান্ত বিধিসমূহে (আইএফআরএস) উল্লিখিত আইন পরিপালনসহ আইনগত কাঠামোর আওতায় এর আর্থিক বিবরণীসমূহের প্রাসঙ্গিক অত্যাবশ্যকীয় দিকসমূহ প্রকাশ করেছে। এছাড়া আপনাদের কোম্পানি আইনী কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি কোম্পানির সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পক্ষসমূহের নিকট প্রেরণ করতে হয়, এমন সকল প্রতিবেদন/বিবরণীসমূহ নিয়মিতভাবে উপস্থাপন করে থাকে। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও পরিপালন (কমপ্লায়েন্স)/(এইচআইএসি) বিভাগের প্রধান কর্মকর্তার দায়িত্ব নিম্নে সংক্ষেপে তুলে ধরা হল:

- অডিট কমিটির সদস্যগণের নিকট প্রকল্পের অবস্থা সম্পর্কিত হালনাগাদ তথ্য সরবরাহ করা।
- চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাসমূহ, সংশ্লিষ্ট ঝুঁকিসমূহ, প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা এবং এসব বিষয়ে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের মতামত সম্বন্ধে অবহিত করা।
- প্রাপ্ত তথ্যাদির গুরুত্বের পাশাপাশি এটি কীভাবে সংশ্লিষ্ট দেশের আর্থিক সাফল্যকে প্রভাবিত করে তা বর্ণনা করা।
- তথ্যানুসন্ধান এবং তার ফলাফল সম্পর্কিত হালনাগাদ করা।
- অডিট কমিটির সভায় উত্থাপিত বা সভাপতি কর্তৃক অনুরোধকৃত অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিষয়ক সকল ধরনের প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত রাখা।
- অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের দ্বারা সম্পাদিত কাজের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের সন্তুষ্টি অর্জন নিশ্চিত করা।
- কান্ট্রি কার্যক্রম এবং ব্যবসায় মডেলসমূহের ব্যাপারে পর্যাপ্ত ধারণা অর্জন করা।
- সুন্দর কর্ম সম্পর্ক তৈরির লক্ষ্যে কান্ট্রি লীডারশীপের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া।
- কোম্পানিতে চিহ্নিত বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ ও ঝুঁকি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা পাওয়ার লক্ষ্যে প্রয়োজন অনুযায়ী বহিঃস্থ নিরীক্ষকগণের সাথে আলোচনা করা।
- বার্ষিক ঝুঁকি মূল্যায়ন পরিচালনা করা এবং নিরীক্ষা প্রধানের নিকট প্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি প্রেরণ করা যাতে ঝুঁকি নির্ভর নিরীক্ষা পরিকল্পনাসমূহে উক্ত প্রাপ্ত তথ্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা যায়।
- গৃহীত নিরীক্ষা পরিকল্পনাসমূহ যাতে সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের প্রেরণ করা হয় তা নিশ্চিত করা।

বার্ষিক সাধারণ সভা

শেয়ারহোল্ডারগণ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভায় সংঘবিধি কর্তৃক অনুমোদিত তাদের অধিকার প্রয়োগ করেন। একজন শেয়ারহোল্ডার একটি শেয়ারের বিপরীতে একটি ভোট দিতে পারেন।

প্রতিটি পরবর্তী আর্থিক বছরের প্রথম ৬ (ছয়) মাস সময়সীমায় বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। কোম্পানি আইন কর্তৃক নির্ধারিত বার্ষিক প্রতিবেদন ও দলিলাদির সাথে বার্ষিক সাধারণ সভা/অসাধারণ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি সভা আয়োজনের ১৪ দিবস, যেরূপ যথাযথ সেরূপ, পূর্বে শেয়ারহোল্ডারগণের নিকট প্রেরণ করতে হয়।

যে সমস্ত শেয়ারহোল্ডার বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদান করতে পারেন না, তারা কোম্পানিরই আরেক প্রতিনিধির মাধ্যমে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন। প্রক্সি বা প্রতিনিধিত্ব ফর্ম সঠিকভাবে পূর্ণ করে সভা অনুষ্ঠানের ৭২ ঘন্টা পূর্বে কোম্পানির কর্পোরেট কার্যালয়ে জমা দিতে হয়।

কর্পোরেট শাসন ব্যবস্থা অনুসরণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন

কর্পোরেট শাসন ব্যবস্থা অনুসরণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন প্রজ্ঞাপন নং বিএসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৬-১৫৮/২০৭/প্রশাঃ/৮০,তারিখ ৩রা জুন ২০১৮ অনুযায়ী সংযুক্তি থেকে সি-তে কর্পোরেট শাসন ব্যবস্থা অনুসরণ বিষয়ক প্রতিবেদন সংযুক্ত করা হয়েছে।

কর্পোরেট এবং আর্থিক প্রতিবেদন প্রদান কাঠামো

- কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত আর্থিক বিবরণীসমূহে কোম্পানির কর্মকান্ডের চিত্র, এর কার্যক্রমের ফলাফল, নগদ অর্থ প্রবাহ ও ইক্যুইটির পরিবর্তন বিষয়ে স্বচ্ছতাপূর্ণ তথ্য উপস্থাপন করা হয়।
- কোম্পানির যথাযথ হিসাবরক্ষণ বহি সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুতের ক্ষেত্রে নিরবিচ্ছিন্নভাবে হিসাবরক্ষণ নীতিমালা প্রয়োগ করা হয়েছে এবং যৌক্তিক ও বিচক্ষণ বিবেচনার উপর ভিত্তি করে হিসাব সংক্রান্ত প্রাক্কলন উপস্থাপন করা হয়েছে।
- আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুতের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক হিসাবরক্ষণ বিধি (আইএএস), আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুত সংক্রান্ত বিধি (আইএফআরএস), বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য, অনুসরণ করা হয়েছে।
- কোম্পানি অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক একটি সুষ্ঠু ব্যবস্থা চালু করেছে যার মাধ্যমে আর্থিক বিবরণীতে বড় ধরনের ভুল উপস্থাপনা প্রতিরোধের ক্ষেত্রে যৌক্তিক নিশ্চয়তা প্রদান সম্ভব হয়েছে। গ্রুপ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা করা হয় এবং অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের অবস্থা সম্পর্কে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ও অডিট কমিটিকে হালনাগাদ তথ্য সরবরাহ করা হয়।

অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ

কোম্পানির সকল কার্যক্রমে সুষ্ঠু অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে এবং এ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়।

গ্রুপ অভ্যন্তরীণ অডিট টিম অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের যথোপযুক্ততা মূল্যায়নের লক্ষ্যে নিরীক্ষা পরিচালনা করে থাকেন। এ সংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্যাদি এবং পরবর্তীতে গৃহীত প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার বিষয়ে অডিট কমিটির নিকট প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। একাউন্টস পেয়েবল-এর স্থানান্তরের মাধ্যমে ফিন্যান্সিয়াল একাউন্টিং-এর সকল মডিউল ম্যানিলাস্থ লিন্ডে গ্লোবাল সার্ভিসেস-এ (এলজিএসএম) স্থানান্তর করা হয়। এই নতুন অনলাইন ব্যাংকিং ব্যবস্থার আওতায় কান্ট্রি ফিন্যান্স কর্তৃপক্ষ সোর্স ডাটা ফিন্যান্সিয়াল একাউন্টিং প্রস্তুতের দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং এলজিএসএম ডাটা এডিটিং, ভেরিফাইং এবং প্রসেসিং-এর দায়িত্ব পালন করে থাকে। এলজিএমএস কর্তৃক পরিশোধের নিমিত্তে কোন বিল প্রসেস করার পর কান্ট্রি ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ডিওএ (DOA) অনুযায়ী এইচএসবিসি চেকসমূহ অনুমোদন করেন; এক্ষেত্রে তা ইলেকট্রনিক্যালি অথবা ম্যানুয়ালি করা হয়। এলজিএসএম কর্তৃক প্রক্রিয়াধীন অবস্থায় জরুরী প্রয়োজনে ইন-হাউজ চেক প্রদান করা হয়। কান্ট্রি ফিন্যান্স কর্তৃপক্ষের নিকট উক্ত ডাটার মালিকানা বজায় থাকে। কান্ট্রি ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের উপর তথ্য যোগানের দায়িত্ব বর্তায়। জেনারেল লেজার একাউন্ট, একাউন্টস রিসিভেবল, একাউন্টস পেয়েবল এবং ব্যাংক একাউন্ট রিকনসিলিয়েশন সমূহের ব্যাপারে এলজিএসএম দায়বদ্ধ।

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা

লিন্ডে গ্রুপের দক্ষিণ এবং পূর্ব এশিয়া অঞ্চল-এর অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কোম্পানির সকল কার্যক্রমের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের দক্ষতা ও কার্যকারিতার বিষয়ে নিয়মিত বিরতিতে নিরীক্ষা পরিচালনা করে। অপারেশন, ডিস্ট্রিবিউশন, সেলস্ এবং মার্কেটিং, ফাইনান্স এবং ইনফরমেশন সার্ভিসেস, ট্রেজারি সিস্টেম এবং ফিন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং সংক্রান্ত ব্যাপারেও উল্লেখযোগ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক কোন ধরনের দুর্বলতা এবং কোম্পানির বিভিন্ন চর্চা ও সংবিধিবদ্ধ নিয়মকানুন লংঘনের বিষয়ে তাদের পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেন। প্রতিটি পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনে মূল ঘটনা বা তথ্যসমূহ, দুর্বলতা ও এ ক্ষেত্রে অগ্রগতি অর্জনের সুপারিশ উপস্থাপন করা হয়। প্রতিটি পর্যবেক্ষণের জন্য একজন প্রত্যক্ষভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি (DRI) থাকেন এবং সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন না হওয়া অবধি গ্রুপ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক এ ব্যাপারে খোঁজখবর (ফলো-আপ) রাখেন। অডিট কমিটি অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম পর্যালোচনা করেন।

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বিদ্যমান রয়েছে। লিন্ডে গ্রুপের নির্দেশনার আলোকে এ পদ্ধতিসমূহ প্রতিনিয়ত কোম্পানি কর্তৃক হালনাগাদকৃত ও গৃহীত হচ্ছে। গ্রুপ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক ও সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষক এবং পরিচালকমন্ডলী এই পদ্ধতিসমূহের কার্যকারিতা পর্যালোচনা করে থাকেন। বড় ধরনের ব্যবসায়িক ঝুঁকি চিহ্নিত করার লক্ষ্যে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ঝুঁকি নির্ধারণ প্রক্রিয়া পরিচালনা করেন এবং সে অনুযায়ী ঝুঁকি প্রশমনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। অডিট কমিটি ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম মনিটর করার ক্ষেত্রে বোর্ডকে সহায়তা প্রদান করেন এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ক্ষেত্রসমূহ নিয়ে কাজ করেন।

সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষা

কোম্পানি ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ (আইসিএবি) কর্তৃক অনুমোদিত বাংলাদেশ ফিনান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ডস (বিএফআরএস) এর আলোকে এর বার্ষিক, আর্থিক বিবরণীসমূহের পাশাপাশি অন্তবর্তীকালীন আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুত ও প্রকাশ করে থাকে। ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বার্ষিক এবং সাময়িক আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুত করা হয় এবং অডিট কমিটি তা পর্যালোচনা করে থাকেন। আইসিএবি কর্তৃক প্রণীত বাংলাদেশ অডিট স্ট্যান্ডার্ড এর আলোকে স্ট্যাটুটরি বা সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ উক্ত আর্থিক বিবরণীসমূহ নিরীক্ষা করে থাকেন। উক্ত আইনসমূহের আওতায় শেয়ারহোল্ডারগণ প্রতি বার্ষিক সাধারণ সভায় (এজিএম) নিরীক্ষকগণকে নিয়োগ দিয়ে থাকেন এবং একই বার্ষিক সাধারণ সভায় শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক নিরীক্ষকবৃন্দের সম্মানী নির্ধারণ করা হয়। সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কর্পোরেট পরিচালন ব্যবস্থার সর্বোত্তম চর্চাসমূহের আলোকে এ সংক্রান্ত যথাযথ কাঠামো বিদ্যমান। বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) বিধিবিধান মোতাবেক প্রতি তিন বছর অন্তর সংবিধিবদ্ধ ও নিরীক্ষক পরিবর্তন করা হয়। নিরীক্ষা প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে আগাম ঝুঁকি চিহ্নিতকরণের জন্য পুরো ব্যবস্থা পর্যালোচনা করা। অডিট কমিটি বার্ষিক এবং সাময়িক আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রকাশ করার পূর্বে পরিচালকমন্ডলীকে বিস্তারিতভাবে এ সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য প্রদান করেন।

কমপ্লায়েন্স নিরীক্ষা

২০১৮ সালের ৩রা জুন প্রণীত বিএসইসি কর্তৃক জারিকৃত কর্পোরেট পরিচালন বিধি নং ৯ (১) এর আওতায় কোম্পানির কমপ্লায়েন্স সংক্রান্ত নিরীক্ষা পরিচালিত হয়ে থাকে, যেখানে উল্লেখ থাকে যে, কর্পোরেট পরিচালন বিধি অনুযায়ী যিনি কমপ্লায়েন্স সনদ প্রদান করবেন তিনি বার্ষিক সাধারণ সভায় শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন। কোম্পানি একজন দায়িত্বরত পেশাদার একাউন্ট্যান্ট অথবা সেক্রেটারি (চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট বা কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট একাউন্ট্যান্ট বা চার্টার্ড সেক্রেটারি), যিনি কোম্পানি কর্তৃক নিয়োগকৃত সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষক বা নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান নন, তার নিকট থেকে কমিশনের কর্পোরেট পরিচালন বিধির শর্তসমূহ পরিপালন সংক্রান্ত বাৎসরিক একটি সনদ গ্রহণ করবে এবং বার্ষিক প্রতিবেদনে উক্ত সনদ প্রকাশ করা হবে। সুষ্ঠু পরিচালন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে লাইসেন্সধারী দায়িত্বরত পেশাদার ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে কমপ্লায়েন্স সনদ গ্রহণ করা হয়, যিনি এই মর্মে প্রত্যয়ন করেন যে, কোম্পানি বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) প্রণীত সকল বিধি-বিধানের শর্তাবলী যথাযথভাবে পরিপালন করেছে। এই প্রতিবেদনের ১১০নং পৃষ্ঠায় উক্ত কমপ্লায়েন্স সনদ প্রকাশ করা হয়েছে।

আর্থিক বিবরণীসমূহের বিষয়ে সিইও এবং সিএফও এর ঘোষণা

বিএসইসি এর কর্পোরেট পরিচালন বিধি মোতাবেক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) এবং প্রধান অর্থ কর্মকর্তা (সিএফও)-এর যথাযথ কর্মনিষ্ঠার বিষয়ে একটি পৃথক বিবরণী এই প্রতিবেদনের পরিশিষ্ট 'ক' এর পৃষ্ঠা নং ১০৯-এ উল্লেখ করা হয়েছে।

কোম্পানিতে কর্মরত ব্যক্তিবর্গ

২০২০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর অবধি কোম্পানিতে কর্মরত ব্যক্তিবর্গের মোট সংখ্যা ছিল ৩১৬ (২০১৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর ছিল ২৯৬)। পর্যালোচনাধীন বছরে কোম্পানি বেতন ও পারিশ্রমিক বাবদ ৪৭১ মিলিয়ন টাকা পরিশোধ করে (২০১৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর এ বাবদ পরিশোধিত টাকার পরিমাণ ৪৯৫ মিলিয়ন টাকা)। এক্ষেত্রে কোম্পানি গৃহীত কৌশল হল সবচেয়ে যোগ্য কর্মকর্তা-কর্মচারিদের কোম্পানিতে নিয়ে আসা, তাদের গড়ে তোলা ও তাদের পদোন্নতি প্রদান করা এবং কোম্পানির প্রতি দীর্ঘমেয়াদী বিশ্বস্ততা তৈরি করা, যা হল কোম্পানির দীর্ঘমেয়াদী সাফল্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত। জনবল উন্নয়নের লক্ষ্যে বছরব্যাপী প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড কোম্পানিতে কর্মরত ব্যক্তিবর্গকে সুস্থ থাকায় সহায়তা করে এবং তারা কোম্পানির জন্য দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যে ঝুঁকির সম্মুখীন হন সে ঝুঁকি হতে তাদের সুরক্ষা প্রদান করে।

বিদ্যমান আইন অনুসরণ

কোম্পানি আইনের বিভিন্ন বিধি-বিধানের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে এবং ব্যবসায়িক চর্চায় ঐ সমস্ত আইন-কানুন মেনে চলে। কোম্পানিতে কর্মরত প্রতিটি ব্যক্তিকে তারা যে দায়িত্ব পালন করেন সে দায়িত্বের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইনের বিধি-বিধান সম্বন্ধে অবশ্যই জানতে হয়। কোম্পানির পরিচালকমন্ডলী আইনের সকল বিধি-বিধান সময়মত অনুসরণ নিশ্চিত করেন। আইন লংঘনের কোন ঘটনা ঘটলে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

নৈতিকতা সংক্রান্ত বিধিমালা (Code of Ethics)

কোম্পানির সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের প্রত্যাশা পূরণের লক্ষ্যে নৈতিকতা সংক্রান্ত বিধিমালা গঠন করা হয়েছে। কোম্পানিতে কর্মরত প্রতিটি ব্যক্তিকে তারা যে দায়িত্ব পালন করেন সে দায়িত্বের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন ও বিধি-বিধান সম্বন্ধে অবশ্যই জানতে হয়। কোড-এ উল্লিখিত বিধিসমূহ কোম্পানি সক্রিয়ভাবে মনিটর করে। নৈতিকতা সংক্রান্ত বিধিমালার মধ্যে রয়েছে:

- নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ
- গ্রাহক, সরবরাহকারী ও বাজারসমূহ নিয়ে কাজ করা
- শেয়ারহোল্ডারগণের সাথে কাজ করা
- কর্মকর্তা-কর্মচারিদের সাথে আচার-ব্যবহার
- জনগণের সাথে আচার-ব্যবহার

কর্পোরেট ওয়েবসাইট

কর্পোরেট শাসন ব্যবস্থা সংক্রান্ত দায়িত্বের আওতায় কোম্পানির একটি তথ্যমূলক ওয়েবসাইট গঠন করেছে, যেখানে শেয়ারহোল্ডার, কোম্পানিতে কর্মরত ব্যক্তিবর্গ, গ্রাহক ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পক্ষসমূহের মতো আগ্রহী গ্রুপের জন্য কোম্পানি সংক্রান্ত জনগণের জন্য উন্মুক্ত তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

কোম্পানি ওয়েবসাইটে যেসব তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে তা নিচে উল্লেখ করা হল:

- বার্ষিক আর্থিক বিবরণীসমূহ
- সাময়িক আর্থিক বিবরণীসমূহ
- মূল্য সংবেদনশীল তথ্য
- বিভিন্ন প্রজ্ঞাপন, ইত্যাদি।

কোম্পানি ওয়েবসাইটের লিংক: www.linde.com.bd.

পরিচালকগণের দায়িত্বসমূহের বিবরণী

আর্থিক বিবরণীসমূহ এবং হিসাবরক্ষণ সংক্রান্ত রেকর্ডসমূহ

লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেডের পরিচালকবৃন্দ প্রযোজ্য আইন ও বিধি-বিধান অনুযায়ী ২০২০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন ও এর আর্থিক বিবরণীসমূহ অনুমোদনের দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

আন্তর্জাতিক একাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস (IAS), আন্তর্জাতিক ফিন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ডস (IFRSs), কোম্পানিজ এ্যাক্ট ১৯৯৪, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ রুলস ১৯৮৭ ঢাকা ও চট্টগ্রাম এক্সচেঞ্জের বিধি-বিধান অনুযায়ী পরিচালকবৃন্দকে আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুত করতে হয়। কোম্পানি আইনের অধীনে পরিচালকবৃন্দ অবশ্যই কোম্পানির হিসাবাদি অনুমোদন করবে না, যদি না তারা এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, আর্থিক বিবরণী কোম্পানির আলোচ্য বছরের কার্যক্রম ও এর মুনাফা ও ক্ষতির অবস্থার একটি প্রকৃত ও স্বচ্ছ চিত্র তুলে ধরে।

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ আর্থিক বিবরণীসমূহের প্রস্তুতি ও সুষ্ঠু উপস্থাপনার ব্যাপারে আইনগতভাবে দায়বদ্ধ; লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড এবং এর অধীনস্থ সংস্থাসমূহের ২০২০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর অবধি আর্থিক অবস্থার বিবরণী, লাভ ও ক্ষতি এবং অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণী, ইক্যুইটির পরিবর্তনের বিবরণী ও আলোচ্য সমাপ্ত বছরের নগদ অর্থ প্রবাহের বিবরণী এবং লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড ও এর অধীনস্থ সংস্থাসমূহের উল্লেখযোগ্য হিসাবরক্ষণ নীতিমালাসমূহ ও অন্যান্য ব্যাখ্যামূলক টীকাসমূহের সার-সংক্ষেপ এবং সংশ্লিষ্ট সংক্ষেপিত আর্থিক বিবরণীসমূহ নিয়ে উক্ত আর্থিক বিবরণীসমূহ গঠিত।

আমরা যতদূর অবগত রয়েছি, এবং প্রযোজ্য প্রতিবেদন প্রস্তুত নীতি অনুযায়ী, কনসলিডেটেড আর্থিক বিবরণীসমূহসহ আর্থিক বিবরণীসমূহ নিম্নলিখিত বিষয়গুলো নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রস্তুত এবং উপস্থাপন করা হয়েছে:

- এই বিবরণীসমূহতে বাস্তবিকভাবে অসত্য কোন তথ্য নেই অথবা এ থেকে কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বাদ দেওয়া হয়নি অথবা বিভ্রান্তি ঘটাতে পারে এরকম কোন তথ্য নেই।
- এই বিবরণীসমূহ একত্রিতভাবে কোম্পানির সামগ্রিক কার্যক্রমের অবস্থা সম্পর্কে একটি সত্য ও স্বচ্ছ চিত্র তুলে ধরে এবং তা বিদ্যমান হিসাবরক্ষণ বিধিমালা ও প্রযোজ্য আইনসমূহের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।
- আলোচ্য বছরে কোম্পানি কর্তৃক এমন কোন লেনদেন করা হয়নি যা প্রতারণামূলক, বে-আইনী অথবা কোম্পানির আচরণবিধির পরিপন্থী।

কোম্পানির নিরীক্ষকবৃন্দ পরিচালকমন্ডলী কর্তৃক নিশ্চিত হয়ে আর্থিক বিবরণীসমূহের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সকল আর্থিক রেকর্ডসমূহ পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের ১২৭ থেকে ১৩২ পৃষ্ঠায় তাঁদের উপস্থাপিত প্রতিবেদনে এ সংক্রান্ত তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেছেন।

পরিচালকমন্ডলীর পক্ষে
৮ই এপ্রিল ২০২১

আইয়ুব কাদরী
পরিচালক ও সভাপতি

সুজিত কুমার পাই
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

অডিট কমিটির প্রতিবেদন

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের প্রজ্ঞাপনে উত্থাপিত সুপারিশ অনুযায়ী পরিচালকমন্ডলী কর্তৃক অডিট কমিটি নিয়োগ প্রদান করা হয়। অডিট কমিটি কোম্পানি সুশাসন নিশ্চিত করে এবং এটি বোর্ডের একটি উপ-কমিটি। লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেডের অডিট কমিটিতে তিনজন সদস্য রয়েছেন; এদের মধ্যে দুইজন স্বতন্ত্র পরিচালক এবং বাকী একজন অনির্বাহী পরিচালক। উক্ত কমিটির সভায় আমন্ত্রিত হয়ে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর এবং চীফ ফিন্যান্সিয়াল অফিসার যোগদান করেন।

অডিট কমিটির গঠন

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের প্রজ্ঞাপনে উত্থাপিত সুপারিশ অনুযায়ী পরিচালকমন্ডলী কর্তৃক অডিট কমিটির শর্তাবলী (Terms of Reference) নির্ধারণ করা হয়েছে। কমিটির বিদ্যমান সদস্যগণ নিম্নরূপ:

মিস রূপালী এইচ চৌধুরী	চেয়ারপারসন, স্বতন্ত্র পরিচালক
জনাব মলয় ব্যানার্জী	সদস্য, অনির্বাহী পরিচালক
জনাব তানজিব-উল আলম	সদস্য, স্বতন্ত্র পরিচালক
জনাব আবু মোহাম্মদ নিছার	সচিব

পর্যালোচনাধীন বছরে অডিট কমিটির ৪ (চার) টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সকল সভায় অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক, কমিটির নিকট তথ্য উপস্থাপন করেন।

সদস্যদের নাম	উপস্থিতি সংখ্যা
মিস রূপালী এইচ চৌধুরী	৩
জনাব মলয় ব্যানার্জী	৪
জনাব তানজিব-উল আলম	৩

উক্ত উপস্থাপনের মধ্যে ছিল অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পরিকল্পনা, আলোচ্য বছরে পরিচালিত নিরীক্ষা সংখ্যা, নিরীক্ষা সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণসমূহ, নিরীক্ষা বিষয়ক সুপারিশসমূহ এবং এ সকল সুপারিশ বাস্তবায়নের পর্যায়। অডিট কমিটি সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষা কার্যক্রম ও এক্ষেত্রে অগ্রগতি অর্জনের জন্য তাদের সুপারিশসমূহের বিষয়ে তাদের পর্যবেক্ষণ নিয়ে বহিঃস্থ নিরীক্ষকের সাথেও সভায় মিলিত হন। কমিটি বিওসি বাংলাদেশ লিমিটেডের আর্থিক প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনা করেছেন।

অডিট কমিটির ভূমিকা

অডিট কমিটির টার্মস অব রেফারেন্স-এর আওতায় কোম্পানির যেকোন কার্যক্রম তদন্ত করে দেখার বিষয়ে পরিচালকমন্ডলীর তদারকিমূলক দায়িত্বের মাধ্যমে শক্তিশালী করা হয়। অডিট কমিটি টার্মস অব রেফারেন্স অনুযায়ী এর উপর আরোপিত কার্যক্রম সমূহের বিষয়ে পরিচালকমন্ডলীর নিকট প্রতিবেদন পেশ করে থাকে। অডিট কমিটির ভূমিকা নিম্নরূপ:

- উপস্থাপনা, তথ্য প্রকাশ ও উপাত্তের যথার্থতার বিচারে আর্থিক বিবরণী পর্যালোচনা করা।
- অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ নিরীক্ষার কার্যকারিতা মনিটর ও পর্যালোচনা করা।
- কোম্পানির আর্থিক অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের কার্যকারিতা পর্যালোচনা করা।
- কোম্পানির ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির কার্যকারিতা পর্যালোচনা করা।
- নিয়ন্ত্রণমূলক ও আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুতের শর্তাবলী পরিপালন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নৈতিক বিধি ও প্রক্রিয়াসমূহ পর্যালোচনা করা।
- অডিট কমিটির সনদ অনুযায়ী অন্য যেকোন কার্যক্রম।

সভা

কোম্পানি এ বছরে চারটি সভার আয়োজন করে। একজন স্বতন্ত্র পরিচালকসহ মোট দুজন পরিচালক ব্যতীত সভার কোরাম হবে না।

যদি কমিটি মনে করেন তবে, উক্ত কমিটির সভায় আমন্ত্রিত হয়ে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, হেড অফ ফিন্যান্স এবং কোম্পানির অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক যোগদান করবেন। বহিঃস্থ নিরীক্ষক সভায় যোগদান করেন এবং উক্ত সভায় অডিট ঝুঁকি, প্ল্যানিং এবং বার্ষিক আর্থিক বিবরণীসমূহ পর্যালোচনা করা হয়। কোম্পানি সচিব অডিট কমিটিরও সচিব হিসেবে গণ্য হবে।

অডিট কমিটি কর্তৃক সম্পাদিত কার্যক্রমসমূহ

অডিট কমিটির সনদে উল্লিখিত নির্দেশনা অনুযায়ী অডিট কমিটি দায়িত্ব পালন করেন। অডিট কমিটি অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ নিরীক্ষা প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা পর্যালোচনা করে এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। অডিট কমিটি তাদের এ সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণের বিষয়ে পরিচালকমন্ডলীর নিকট প্রতিনিয়ত প্রতিবেদন উপস্থাপনের পাশাপাশি এ সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে অগ্রগতি অর্জনের পরামর্শ প্রদান করেন। অডিট কমিটির সদস্যরা যথাযথভাবে অবহিত করেন:

- বহিঃস্থ নিরীক্ষক হিসাবরক্ষণ নীতিমালা, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণসমূহ, আইন ও অন্যান্য নিয়ন্ত্রণমূলক কর্তৃপক্ষের সংবিধিবদ্ধ বিধি-বিধানসমূহের পরিপালন, বাংলাদেশ হিসাবরক্ষণ বিধির পরিপালন এবং আর্থিক বিবরণীসমূহে প্রকাশের যথোপযুক্ততার বিষয়ে হালনাগাদ তথ্য সরবরাহ করেন। উক্ত কমিটি নিরীক্ষা সংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্যাদির পাশাপাশি এ সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের গৃহীত ব্যবস্থাদি পর্যালোচনা করেন।
- হেড অফ ফিন্যান্স পর্যালোচনাধীন বছরে কোম্পানির আর্থিক সাফল্য সম্পর্কে হালনাগাদ তথ্য সরবরাহ করেন।

প্রতিবেদন

বি এস ই সি কর্তৃক জারী করা কর্পোরেট গভর্নেন্স কোড ২০১৮ এর শর্ত নং ৫.৬ (ক) অনুসারে, কমিটি জানায় যে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় কোন ঝুঁকি, অনাচার, অনিয়ম বা ম্যাটেরিয়াল ত্রুটি পাওয়া যায়নি। এছাড়াও আইন, নিয়ম এবং প্রবিধানে কোন লঙ্ঘন দেখা যায়নি।

যথোপযুক্ত যাচাই-বাছাইয়ের পর অডিট কমিটি এই মর্মে মতামত প্রদান করেন যে, আর্থিক নিয়ন্ত্রণ ও প্রক্রিয়াসমূহ যথাস্থানে পর্যাপ্তভাবে বিদ্যমান, যা এই মর্মে যৌক্তিক নিশ্চয়তা প্রদান করে যে কোম্পানির সম্পদসমূহ সুরক্ষিত রয়েছে এবং কোম্পানির আর্থিক অবস্থার ব্যাপারে সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

অডিট কমিটির পক্ষে,

রূপালী এইচ চৌধুরী
চেয়ারপারসন, অডিট কমিটি
ঢাকা, ৮ই এপ্রিল ২০২১

মনোনয়ন ও সম্মানী কমিটির প্রতিবেদন

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী পরিচালকমণ্ডলী কর্তৃক লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড-এর মনোনয়ন ও সম্মানী কমিটি নিয়োগ করা হয়। এনআরসি তিনজন সদস্য নিয়ে গঠিত, এর মধ্যে দুইজন স্বতন্ত্র পরিচালক এবং বাকী একজন সদস্য হলেন অনির্বাহী পরিচালক।

কর্পোরেট পরিচালনা বিধির ৬.৫ (সি) নং বিধি অনুযায়ী কোম্পানির মনোনয়ন ও সম্মানী বিষয়ক নীতিমালা এক নজরে এখানে উপস্থাপন করা হলো।

মনোনয়ন ও সম্মানী কমিটি (এনআরসি)

সুস্পষ্ট টার্মস অব রেফারেন্সের আলোকে মনোনয়ন ও সম্মানী কমিটি (এনআরসি) গঠিত হয়েছে। পরিচালক ও সর্বোচ্চ কার্যনির্বাহী কর্মকর্তাগণের যোগ্যতা, ইতিবাচক দিকসমূহ, অভিজ্ঞতা ও স্বাধীনতা নির্ধারণের জন্য মনোনয়নের মানদন্ড বা নীতিমালার পাশাপাশি পরিচালক ও সর্বোচ্চ পর্যাযের নির্বাহী কর্মকর্তাদের সম্মানীর বিষয়টি বিবেচনার আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে এনআরসি পরিচালকমণ্ডলীকে সহায়তা করে থাকে। মনোনয়ন ও সম্মানী কমিটি (এনআরসি) সর্বাধিক কার্যকরভাবে এর কার্যক্রম পরিচালনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অন্ততঃপক্ষে বছরে একবার এর নিজস্ব কার্যক্রম এবং টার্মস অব রেফারেন্স পর্যালোচনা করে থাকে। পাশাপাশি পরিচালকমণ্ডলীর জন্য প্রয়োজনীয় যেকোন ধরনের হালনাগাদ তথ্য বা বিষয় বোর্ডের অনুমোদনের জন্য এনআরসি সুপারিশ করে।

এনআরসি এর গঠন

পরিচালকমন্ডলী ন্যূনতম তিনজন স্বতন্ত্র সদস্য নিয়ে মনোনয়ন ও সম্মানী কমিটি গঠন করেছেন। এই সদস্যসমূহের মধ্যে দুইজন স্বতন্ত্র পরিচালক এবং কমিটির বাকি একজন সদস্য অনির্বাহী পরিচালক। সকল সদস্যগণের উপস্থিতিতে ২২শে অক্টোবর ২০২০ একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। কমিটির সদস্যগণ নিম্নরূপ:

মিস রূপালী এইচ চৌধুরী	চেয়ারপারসন, স্বতন্ত্র পরিচালক
জনাব মলয় ব্যানর্জী	সদস্য, অনির্বাহী পরিচালক
জনাব তানজিব-উল আলম	সদস্য, স্বতন্ত্র পরিচালক
জনাব আবু মোহাম্মদ নিছার	সচিব

মনোয়ন কমিটির দায়িত্বসমূহ

এ কমিটি হবে স্বাধীন এবং পরিচালকমন্ডলী ও শেয়ারহোল্ডারগণের নিকট দায়বদ্ধ থাকবেন ও জবাবদিহি করবেন। উক্ত কমিটির দায়িত্বসমূহ নিম্নরূপ-

- পরিচালকমন্ডলীর উত্তরসূরী নির্ধারণ পরিকল্পনাসমূহের পাশাপাশি সভাপতির উত্তরসূরী নির্ধারণ সংক্রান্ত পর্যালোচনাসহ বোর্ডের আকার ও গঠনের বিষয়ে পর্যালোচনা ও সুপারিশ প্রদান করা।
- পরিচালক ও উচ্চ পর্যায়ের নির্বাহী কর্মকর্তাদের যোগ্যতা, ইতিবাচক দিকসমূহ, অভিজ্ঞতা ও স্বাধীনতা নির্ধারণের জন্য মনোনয়ন মাপকাঠি সংক্রান্ত নীতিমালা পর্যালোচনা ও বোর্ডের নিকট সুপারিশ করা।
- নির্ধারিত মনোনয়ন মাপকাঠির আলোকে যারা পরিচালক হওয়ার যোগ্য এবং যাদেরকে উচ্চ পর্যায়ে নির্বাহী পদে নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে সেসব ব্যক্তিকে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে বোর্ডকে সহায়তা করার পাশাপাশি তাঁদের নিয়োগ/পুনঃনিয়োগ এবং বোর্ড কর্তৃক তাঁদের অপসারণের বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করা।
- বয়স, লিঙ্গ, অভিজ্ঞতা, নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয়, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও জাতীয়তার বিচারে বোর্ডের গঠনে বৈচিত্র আনয়ন সংক্রান্ত নীতিমালা পর্যালোচনা ও বোর্ডের নিকট সে সংক্রান্ত সুপারিশ উপস্থাপন করা।
- নির্ধারিত সময় অন্তর অন্তর বোর্ডের আচরণবিধি পর্যালোচনা করার পাশাপাশি বোর্ডের বিবেচনার জন্য এ সংক্রান্ত কোন সংশোধনের বিষয়ে সুপারিশ করা।
- কোন নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত পরিচালকের জন্য কার্যকর 'ইনডাকশান' প্রক্রিয়া নিশ্চিত করার পাশাপাশি নিয়মিতভাবে এর কার্যকারিতা পর্যালোচনা করা।
- বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মকর্তা-কর্মচারি নিয়োগের ক্ষেত্রে কোম্পানির চাহিদা নিরূপণ করার পাশা-পাশি তাদের বাছাই, ট্রান্সফার অথবা রিপ্লেসমেন্ট ও প্রমোশন সংক্রান্ত মাপকাঠি নির্ধারণ করা।
- কোম্পানির মানবসম্পদ ও প্রশিক্ষণ নীতিমালাসমূহ প্রতি বছরান্তে প্রণয়ন, সুপারিশ ও পর্যালোচনা করা।
- পরিচালকবৃন্দ ও উচ্চ পর্যায়ের নির্বাহী কর্মকর্তাদের সম্মানী সংক্রান্ত নীতিমালা পর্যালোচনা ও সুপারিশ করা এবং এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনায় রাখা:
  - ক) কোম্পানি সফলভাবে পরিচালনা করার লক্ষ্যে যোগ্য পরিচালকগণকে আকৃষ্ট করা, কোম্পানিতে তাঁদের ধরে রাখা এবং প্রয়োজনীয় প্রণোদনা প্রদান করার লক্ষ্যে পারিশ্রমিকের মাত্রা ও গঠন যৌক্তিক ও পর্যাপ্ত হবে।
  - খ) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের দক্ষতার বিচারে পারিশ্রমিকের পরিমাণ সুনির্দিষ্ট হবে এবং তা যথাযথ দক্ষতার মাপকাঠি অনুযায়ী নির্ধারিত হবে, এবং
  - গ) কোম্পানির কার্যক্রম ও এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য অনুকূল স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী সাফল্যের আলোকে সংগতিপূর্ণ ফিক্সড ও প্রণোদনামূলক পারিশ্রমিকের মাঝে সমতা বজায় রেখে পরিচালকবৃন্দ ও উচ্চ পর্যায়ের নির্বাহী কর্মকর্তাদের সম্মানী নির্ধারণ করা হবে।
- স্বাধীন পরিচালকসহ বোর্ডের সাফল্য মূল্যায়ন করার মানদন্ড নির্ধারণে বোর্ডকে সহায়তা করা।
- বোর্ডের অনির্বাহী পরিচালকদের সভায় যোগদান ববাদ ফি পর্যালোচনা ও বোর্ডের নিকট এ বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করা।
- আর্থিক বছরে কমিটির কার্যক্রম সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদনের বিষয়ে সুপারিশের জন্য বোর্ডের নিকট উপস্থাপন করা।
- বোর্ড কর্তৃক নির্দেশিত বা দেশের আইন ও বিধি-বিধানে উল্লেখিত ধারার অনুযায়ী আবশ্যক হতে পারে এমন অন্যান্য সব গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা/বিষয়।

মনোনয়ন ও সম্মানী কমিটির পক্ষে,

রূপালী এইচ চৌধুরী
চেয়ারপারসন
মনোনয়ন ও সম্মানী কমিটি (এনআরসি)
ঢাকা, ৮ই এপ্রিল ২০২১

শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি কনসলিডেটেড স্বতন্ত্র অডিটর প্রতিবেদন

আর্থিক বিবরণীসমূহ নিরীক্ষা প্রতিবেদন

মতামত

আমরা লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেডের (তৎপরবর্তীতে 'কোম্পানী' বলে উল্লিখিত) কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট আর্থিক বিবরণীসমূহের নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করেছি; ২০২০ সালের ৩১ ডিসেম্বর অবধি কোম্পানির আর্থিক অবস্থার বিবরণ, মুনাফা ও ক্ষতি এবং অন্যান্য অধিকাংশ উৎস হতে আগত আয়, ইক্যুইটিতে পরিবর্তনের বিবরণ এবং তৎসময় সমাপ্ত বছরে নগদ অর্থ প্রবাহের বিবরণ এবং উল্লেখযোগ্য এ্যাকাউন্টিং নীতিমালাসমূহের পাশাপাশি ব্যাখ্যাসূচক অন্যান্য তথ্যাদি নিয়ে উক্ত বিবরণী আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুত করা হয়েছে।

আমাদের মতামত অনুযায়ী, উক্ত আর্থিক বিবরণীসমূহে ২০২০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর অবধি কোম্পানির আর্থিক অবস্থা এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিবেদন প্রদান বিধিসমূহের (আইএফআরএস) পাশাপাশি প্রযোজ্য অন্যান্য আইন ও বিধিসমূহের আলোকে তৎসময়ান্তে সমাপ্ত বছরের আর্থিক সাফল্য ও নগদ অর্থ প্রবাহ সংক্রান্ত তথ্য বিচারে সঠিক ও সুষ্ঠুভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

মতামতের ভিত্তি

আমরা আন্তর্জাতিক নিরীক্ষা বিধিসমূহ (আইএসএ) অনুযায়ী আমাদের নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করেছি। আমাদের প্রতিবেদনের কনসলিডেটেড আর্থিক বিবরণীসমূহের নিরীক্ষা বিষয়ক নিরীক্ষকের দায়িত্বসমূহ শীর্ষক অংশে উক্ত বিধিসমূহের আওতায় আমাদের দায়িত্বসমূহ বর্ণিত হয়েছে। পেশাদার এ্যাকাউন্ট্যান্টস এর জন্য প্রণীত এ্যাকাউন্ট্যান্টস কোড অব ইথিকস (আইইএসবিএ কোড) সংক্রান্ত ইন্টারন্যাশনাল ইথিকস স্ট্যান্ডার্ডস বোর্ড অনুযায়ী আমরা গ্রুপ হতে স্বাধীন এবং আইইএসবিএ কোড অনুযায়ী আমরা অন্যান্য নৈতিক দায়িত্বসমূহ পালন করেছি। আমরা বিশ্বাস করি যে, আমরা নিরীক্ষা সংক্রান্ত যেসব তথ্য প্রমাণাদি লাভ করেছি তা আমাদের মতামতের ভিত্তি তৈরির জন্য পর্যাপ্ত ও যথাযথ।

গুরুত্বপূর্ণ নিরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয়াদি

গুরুত্বপূর্ণ নিরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয়াদি হল ঐ সকল বিষয় যেগুলো আমাদের পেশাদার বিচার-বিবেচনায় বর্তমান বছরের কনসলিডেটেড আর্থিক বিবরণীসমূহের নিরীক্ষা কার্যক্রমে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। উক্ত বিষয়সমূহ সার্বিকভাবে কনসলিডেটেড আর্থিক বিবরণীসমূহের এবং তার ভিত্তিতে আমাদের মতামত তৈরির ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয় এবং উক্ত বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে আমরা কোন পৃথক মতামত প্রদান করি না।

আয় সংক্রান্ত স্বীকৃতি

বছর সমাপনান্তে সর্বমোট আয় ৪,৭১১.৬২ মিলিয়ন টাকা অর্জিত হয়েছে মর্মে গ্রুপ প্রতিবেদন পেশ করেছে।

পণ্য বিক্রয় হতে প্রাপ্ত আয়:

- বিক্রিত পণ্য:

গৃহীত বা গ্রহীতব্য অর্থের পরিমাণ, মোট বিনিময়যোগ্য পণ্য মালামালসমূহ ও বিভিন্ন ভাতাসমূহ ও বাণিজ্য ডিসকাউন্টসমূহের ন্যায়সঙ্গত মূল্যের আলোকে পণ্য বিক্রয় হতে অর্জিত আয় পরিমাপ করা হয়। যখন ক্রেতার অনুকূলে মালিকানা সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি ও প্রাপ্তিসমূহ স্থানান্তর করার পাশাপাশি সেবা ও পণ্য সংক্রান্ত বাধ্যবাধকতা সমূহ পূরণ হয়, ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে, সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যয় ও পণ্য বিক্রয় হতে অর্জিত নির্ভরযোগ্যতার সাথে সম্ভাব্য আয়ের আনুমানিক হিসাব করা যায়, তখন তাকে আয় বলে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়; সেক্ষেত্রে পণ্যের বিষয়ে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের কোন চলমান সম্পৃক্ততা থাকে না এবং আয়ের পরিমাণ নির্ভরযোগ্যভাবে পরিমাপ করা যায়। ইনভয়েস বা পণ্যের মূল্য তালিকা সাথে পণ্য ডেলিভারি করার সময় সাধারণতঃ এমনটা ঘটে।

- ডেলিভারি বিক্রয় বাবদ নগদ অর্থ:

যখন পণ্য ডেলিভারি করা হয় এবং বিক্রেতা কর্তৃক নগদ অর্থ গ্রহণ করা হয় তখন তা আয় বলে স্বীকৃত হয়।

আমাদের নিরীক্ষার পরিধি কিভাবে গুরুত্বপূর্ণ নিরীক্ষা বিষয়কে বিবেচনায় নেয়:

ইনভয়েস তৈরি ও এ সংক্রান্ত ক্ষমতা অর্পণ, ক্রেডিট নোটের পাশাপাশি এ ধরনের ক্রেডিট নোট জারি করার কারণসমূহ পরীক্ষা করার, আয়ের স্বীকৃতি প্রদানের সময় নির্ধারণ এবং গ্রাহকগণের ক্রেডিট সীমা পরীক্ষা করার দায়িত্বসমূহ পৃথক পৃথকভাবে অর্পণ করার উপর গুরুত্ব আরোপকারী প্রধান নিয়ন্ত্রণসমূহের নকশা ও কার্যক্রম পরিচালনার কার্যকারিতা আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি।

আয় বিষয়ক স্বীকৃতির সাথে সম্পর্কিত আমাদের উল্লেখযোগ্য প্রক্রিয়াসমূহ যেসকল বিষয় নিয়ে প্রণীত সেগুলো হলো- বিভিন্ন দায়িত্ব যথাযথভাবে পৃথকভাবে বর্ণিত হওয়ার কাজ পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন, যথাযথ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক সঠিক ক্রেডিট অনুমোদনের প্রশাসনের অনুকূলে বিক্রয় অর্ডারের নমুনা পর্যবেক্ষণ করার পাশাপাশি ক্রেডিট সীমাসমূহের জন্য নিয়ন্ত্রণ আরোপ, বছর সমাপ্তির যে কোন পর্যায়ে সম্পন্ন বিক্রয় বাবদ লেনদেনের অনুকূলে সহায়ক দলিলাদি সংগ্রহ করার পাশাপাশি বছর সমাপ্তির তারিখের পর স্বাক্ষরিত ক্রেডিট সংক্রান্ত বিভিন্ন নোট সংগ্রহ করা যাতে আয় সঠিক সময়ে স্বীকৃত হয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করা যেতে পারে, প্রযোজ্য হিসাবরক্ষণ মানদন্ডের মাধ্যমে তুলনা করে নিরূপিত ডিসকাউন্টসমূহের সাথে সম্পর্কিত নীতিমালাসহ গ্রুপের আয়ের স্বীকৃতি সংক্রান্ত হিসাবরক্ষণ নীতিমালা সমূহে যথার্থ মূল্যায়ণ করা, আয় সংক্রান্ত ম্যানুয়াল জার্নাল সমূহ সুচারুরূপে মূল্যায়ন করা যাতে অস্বাভাবিক বা অনিয়মিত বিভিন্ন বিষয়াদি চিহ্নিত করা যায় এবং পরিশেষে প্রাসঙ্গিক হিসাবরক্ষণ মানদন্ডের বিপরীতে বিভিন্ন তথ্য ও ডিসক্লোজারের যথার্থতা এবং উপস্থাপনার দিক মূল্যায়ন করা।

মজুদ সামগ্রীর মূল্য

২০২০ সালে ৩১ ডিসেম্বর অবধি গ্রুপ ৮৩৭.৪৪ মিলিয়ন টাকা মজুদ সামগ্রী বাবদ হিসাব করেছে, যা ফ্যাক্টরি ওয়্যারহাউজ এবং সেল সেন্টারসমূহে রাখা হয়েছে। পরিবহনকৃত মালামালগুলো ব্যতীত বিভিন্ন মজুদ সামগ্রী নিম্নব্যয় ধরে পরিমাপ করা হয়েছে এবং মোট আদায়যোগ্য মূল্যে (এন আর ডি) এর আনুমানিক হিসাব করা হয়েছে। ওজন ভিত্তিক গড় ব্যয় ফর্মুলা ব্যবহার করে মজুদ সামগ্রীর ব্যয় পরিমাপ করা হয়েছে এবং মজুদ সামগ্রীকে অধিভুক্ত করা বাবদ ব্যয়, উৎপাদন অথবা রূপান্তর বাবদ ব্যয় এবং এই পণ্যগুলোকে বিদ্যামান অবস্থানে ও অবস্থায় আনয়নের জন্য কৃত অন্যান্য ব্যয় এর অন্তর্ভুক্ত। কাঁচামাল, প্রস্তুতকৃত পণ্য, পরিবহনযোগ্য বাবদ অতিরিক্ত যন্ত্রাংশ সমন্বয়ে মজুদ সামগ্রী নিরূপণ করা হয়।

আমাদের নিরীক্ষা পরিধি কীভাবে প্রধান নিরীক্ষা বিষয়কে বিবেচনায় আনে

মজুদ সামগ্রীর মূল্য হিসাব করার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের প্রয়োগকৃত আনুমানিক ধারণাসমূহের যথার্থতা আমরা পরীক্ষা বরেছি। আমাদের নিরীক্ষা প্রক্রিয়াসমূহের মধ্যে নমুনার ভিত্তিতে ফ্যাক্টরি প্রোডাকশন হাউজ, ওয়্যারহাউজ এবং ডিপোসমূহসহ গ্রুপব্যাপী পরিচালিত প্রধান মজুদ সামগ্রী নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমসমূহের নকশা ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত মূল্যায়ন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। মজুদ সামগ্রী স্থানান্তর পরিবীক্ষণ করা অথবা এর অবস্থান সম্পর্কে জানার লক্ষ্যে আমরা বিদ্যমান অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাসমূহ পরীক্ষা করেছি এবং নিয়ন্ত্রণ ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নিরীক্ষা প্রক্রিয়াসমূহ পরীক্ষা করেছি। আমরা পূর্ণ প্রস্তুতকৃত পণ্যসমূহের ব্যয় এবং কাঁচামাল, প্যাকিং দ্রব্যাদি ও বাড়তি যন্ত্রাংশসমূহের মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার সঠিকতা পরীক্ষা করেছি। পরিশেষে, আমরা আইএএস২ অনুসরণপূর্বক প্রস্তুতকৃত আর্থিক বিবরণীসমূহে আণীত হিসাবরক্ষণ বিষয়ক সমন্বয়সমূহের সঠিকতা ও যথার্থতা পরীক্ষার পাশপাশি আর্থিক বিবরণীসমূহে প্রকাশিত তথ্যসমূহের পর্যাপ্ততা ও যথার্থতা যাচাই করেছি।

বাণিজ্যিক পাওনাসমূহের মূল্যায়ন

গ্রুপ ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ অবধি ৮৫.৩১ মিলিয়ন টাকার অনিশ্চিত দেনা বাবদ বরাদ্দসহ ৭৭৫.৮৮ মিলিয়ন টাকা বাণিজ্যিক পাওনা হিসেবে বিবেচনা করেছে। বাণিজ্যিক পাওনাসমূহ হলো পণ্য সরবরাহ অথবা সেবা প্রদান এর জন্য গ্রাহকদের নিকট হতে পাওনা বকেয়া টাকা। বাণিজ্যিক ও অন্যান্য পণ্য সমূহকে প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যয় হিসেবে গণ্য করা হয়, যা এর পরিবর্তে গৃহীত বিবেচনার আলোকে ন্যায্য মূল্যে গণ্য করা হয়। প্রাথমিকভাবে স্বীকৃত হওয়ার পর, এই ধরনের পাওনাসমূহ গ্রাহকদের নিকট হতে সংগৃহীত না হওয়ার ফলে সৃষ্ট অপেক্ষাকৃত কম অকার্যকরতাজনিত ক্ষতি বাবদ ব্যয় হিসেবে ধরা হয়।

আমাদের নিরীক্ষার পরিধি কীভাবে প্রধান নিরীক্ষা বিষয়ের আলোকে বিবেচনা করা হয়

বাণিজ্যিক পাওনাসমূহের মূল্য হিসাব করার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের প্রয়োগকৃত আনুমানিক ধারণাসমূহের যথার্থতা আমরা পরীক্ষা করেছি। বাণিজ্যিক পাওনার সমূহের সময়কাল এবং তাদের পরবর্তী অবস্থানসমূহের বিশ্লেষণ আমাদের নিরীক্ষা প্রক্রিয়াসমূহের অন্তর্ভুক্ত। বাণিজ্যিক পাওনাসমূহ আদায় করার বিভিন্ন প্রক্রিয়ার উপর গ্রুপ এর নিয়ন্ত্রণ এবং বছরান্তে নগদ অর্থের প্রাপ্তিও আমরা পরীক্ষা করেছি এবং পাশাপাশি আমরা বাণিজ্যিক দেনা সংক্রান্ত প্রকাশিত তথ্যের উপর বহিঃস্থ উৎস হতে প্রাপ্ত উপাত্ত এবং এই শিল্পে অনাদায়ী ঋণ সংক্রান্ত আমাদের সাম্প্রতিক জ্ঞান বিবেচনায় রেখে বাণিজ্যিক পাওনা সমূহের বিপরীতে গ্রুপ কর্তৃক গৃহীত বরাদ্দের পর্যাপ্ততা যাচাই করেছি। উক্ত বরাদ্দের সাথে সম্পর্কিত আনুমানিক হিসাবের মাত্রা সম্পর্কিত প্রকাশিত তথ্যের পর্যাপ্ততাও আমরা বিবেচনায় নিয়েছি।

অন্যান্য তথ্যাদি

অন্যান্য তথ্যাদির ব্যাপারে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ দায়বদ্ধ। উক্ত নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রকাশের পর আমাদের নিকট বার্ষিক প্রতিবেদন পৌঁছাবে বলে আশা করা হয়।

কনসলিডেটেড আর্থিক বিবরণীসমূহ সংক্রান্ত আমাদের মতামতের আওতায় অন্যান্য তথ্যাদি বিবেচনা করা হয় না এবং উক্ত বিষয়ে আমরা কোনরূপ নিশ্চয়তামূলক উপসংহার ব্যক্ত করি না।

কনসলিডেটেড আর্থিক বিবরণীসমূহের নিরীক্ষার প্রেক্ষিতে উপরোল্লিখিত অন্যান্য তথ্যাদি প্রাপ্তি সাপেক্ষে এগুলো পড়ে দেখা এবং এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কনসলিডেটেড আর্থিক বিবরণীসমূহ অথবা নিরীক্ষা হতে প্রাপ্ত আমাদের ধারণার সাথে অন্যান্য তথ্যাদির বড় ধরনের কোন অসঙ্গতি রয়েছে কিনা অথবা এসব তথ্য অন্য কোন গুরুতর ভাবে ভূল উপস্থাপিত হয়েছে কিনা তা বিবেচনা করা হল আমাদের দায়িত্ব।

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এবং আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুত সংক্রান্ত দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের দায়িত্বসমূহ

ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যানশিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ডস (আইএফআরএস) অনুযায়ী উক্ত কনসলিডেটেড আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুত ও এই বিবরণীসমূহের সুষ্ঠু উপস্থাপনার পাশাপাশি অসততা গুরুতর মিথ্যা বিবরণ হতে মুক্ত বা ভুলের কারণে সৃষ্ট কনসলিডেটেড আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুতের অনুকূল এমন অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ যা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন, তা বজায় রাখার দায়িত্ব ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের উপর বর্তায়।

কনসলিডেটেড আর্থিক বিবরণীসমূহের নিরীক্ষা সংক্রান্ত নিরীক্ষকের দায়িত্বসমূহ

সার্বিকভাবে কনসলিডেটেড আর্থিক বিবরণীসমূহ অসততা বা ভুলের কারণে সৃষ্ট গুরুতর অসত্য বিবরণ হতে মুক্ত কিনা সে ব্যাপারে যুক্তিসঙ্গত নিশ্চয়তা প্রাপ্তির পাশাপাশি আমাদের মতামত তুলে ধরে এমন একটি নিরীক্ষকের প্রতিবেদন উপস্থাপন করা আমাদের উদ্দেশ্য। যুক্তিসঙ্গত নিশ্চয়তা একটি উচ্চ পর্যায়ের নিশ্চয়তা, কিন্তু এটি এই মর্মে কোন নিশ্চয়তা প্রদান করে না যে, নিরীক্ষা বিষয়ক আন্তর্জাতিক বিধিসমূহ (আইএসএ) কোন গুরুতর অসত্য বিবরণ থাকলে তা সবসময় চিহ্নিত করবে। অসত্য বিবরণীসমূহ অসততা বা ভুল হতে উদ্ভুত হতে পারে এবং এসব বিবরণ তখনই গুরুতর হিসেবে বিবেচিত হয় যখন একক বা সমষ্টিগতভাবে এসব কনসলিডেটেড আর্থিক বিবরণীর উপর ভিত্তি করে ব্যবহারকারীগণ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তকে এগুলো প্রভাবিত করবে বলে ধারণা করা হয়।

নিরীক্ষা বিষয়ক আন্তর্জাতিক বিধিসমূহ (আইএসএ) অনুযায়ী পরিচালিত নিরীক্ষার অংশ হিসেবে আমরা পুরো নিরীক্ষাব্যাপী পেশাদার বিচার বিবেচনা কাজে লাগানোর পাশাপাশি পেশাদার অনিশ্চিত ধারণা বজায় রেখেছি। পাশাপাশি আমরা:

- কনসলিডেটেড আর্থিক বিবরণীসমূহে অসততা বা ভুল হতে সৃষ্ট গুরুতর অসত্য বিবরণের উপস্থিতিজনিত ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিত ও মূল্যায়ন করার পাশাপাশি উক্ত ঝুঁকিসমূহ মোকাবিলার লক্ষ্যে বিভিন্ন নিরীক্ষা প্রক্রিয়া পরিকল্পনা ও সম্পাদন করি এবং আমাদের মতামতের ভিত্তি তৈরির অনুকূল পর্যাপ্ত ও যথাযথ নিরীক্ষা প্রমাণাদি সংগ্রহ করি। ভুলের কারণে সৃষ্ট অসত্য বিবরণ অপেক্ষা অসততাজনিত গুরুতর অসত্য বিবরণ চিহ্নিত না করার ঝুঁকি বেশি, কারণ অসততার পেছনে থাকতে পারে গোপন প্রতারণা, ইচ্ছাকৃত কোন তথ্য বাদ দেয়া, ভুল তথ্য উপস্থাপন করা অথবা অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ উপেক্ষা করা।
- পরিস্থিতি বিচারে যথাযথ নিরীক্ষা প্রক্রিয়াসমূহ নির্ধারণ করার লক্ষ্যে নিরীক্ষা সংক্রান্ত অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে সম্যক ধারণা অর্জন করি।
- বাস্তবায়িত এ্যাকাউন্টিং নীতিমালার পাশাপাশি ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উপস্থাপিত এ্যাকউন্টিং সম্পর্কিত আনুমানিক হিসাবাদি ও তৎসংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশের যৌক্তিকতা মূল্যায়ন করি।
- এ্যাকাউন্টিং-এর সাপেক্ষে চলমান প্রতিষ্ঠান গোয়িং কনসার্ন সংক্রান্ত ভিত্তিকে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কাজে লাগানোর যথার্থতার পাশাপাশি, গোয়িং কনসার্ন হিসেবে কোম্পানির সামর্থ্য অব্যাহত থাকার বিষয়ে বড় ধরনের সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে এমন বিভিন্ন ঘটনা বা অবস্থার সম্পর্কিত কোন গুরুতর অনিশ্চয়তা রয়েছে কিনা তা বিবেচনায় রেখে প্রাপ্ত নিরীক্ষা বিষয়ক তথ্য-প্রমাণাদির ভিত্তিতে এ সংক্রান্ত উপসংহারে পৌঁছে থাকি। যদি আমরা এই উপসংহারে পৌঁছি যে, বড় ধরনের অনিশ্চয়তা রয়েছে, সেক্ষেত্রে আর্থিক বিবরণীতে এ সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশের বিষয়টি আমাদের নিরীক্ষা প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হয়, অথবা যদি এ ধরনের তথ্য প্রকাশ অপর্যাপ্ত হয়, সেক্ষেত্রে আমাদের মতামত পরিবর্তন করতে হয়। আমাদের নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রকাশের তারিখ অবধিপ্রাপ্ত নিরীক্ষা বিষয়ক তথ্য প্রমাণাদির ভিত্তিতে আমাদের উপসংহার রচিত হয়। অবশ্য, ভবিষ্যত ঘটনাবলী বা অবস্থাসমূহের প্রভাবে কোম্পানি 'গোয়িং কনসার্ন' হিসেবে অব্যাহত থাকার পথ রুদ্ধ হয়ে যেতে পারে।
- তথ্য প্রকাশ এবং আর্থিক বিবরণীসমূহ এমনভাবে অদৃশ্যমান অথচ গুরুত্বপূর্ণ ট্রানজেকশন ও ঘটনাসমূহ তুলে ধরে যাতে একটি সুষ্ঠু উপস্থাপনা নিশ্চিত করা যায় সে বিষয়টি বিবেচনায় আনা সহ আর্থিক বিবরণীসমূহের সার্বিক উপস্থাপনা, কাঠামো ও বিষয়বস্তু মূল্যায়ন করে থাকি।

অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় কোন ধরনের ঘাটতিসহ অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে নিরীক্ষার পরিকল্পিত পরিধি ও সময় এবং নিরীক্ষায় প্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদির বিষয়ে পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের সাথে এসংক্রান্ত বিষয়েও যোগাযোগ করি।

আমাদের কাজের স্বাধীনতা সংক্রান্ত নৈতিক শর্তাবলী যে আমরা পরিপালন করেছি সে সম্পর্কিত একটি বিবৃতি আমরা পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের নিকট উপস্থাপন করি। এছাড়া আমাদের দায়িত্ব পালনের স্বাধীনতার উপর প্রভাব রাখে বলে যুক্তিসঙ্গতভাবে মনে হতে পারে এমনসব সম্পর্ক ও অন্যান্য বিষয়াদি এবং সেখানে প্রয়োজ্য, এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি উক্ত বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়।

পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের নিকট উপস্থাপিত বিষয়গুলো হতে আমরা ঐসব বিষয় নির্ধারণ করি যেগুলো আলোচ্য বছরের কনসলিডেটেড আর্থিক বিবরণীসমূহের নিরীক্ষার জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিধায় গুরুত্বপূর্ণ নিরীক্ষা বিষয় হিসেবে বিবেচ্য। আমরা আমাদের নিরীক্ষা প্রতিবেদনে উক্ত বিষয়সমূহ বর্ণনা করি, যদি না সংশ্লিষ্ট কোন আইন বা বিধি মোতাবেক এ বিষয়ে তথ্য প্রকাশের উপর নিষেধাজ্ঞা বজায় থাকে এবং অত্যন্ত বিরল পরিস্থিতিতে যখন আমরা এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি যে, উক্ত বিষয়টি আমাদের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা সমীচিন নয়, কারণ এই ধরনে তথ্য প্রকাশের কারণ জনস্বার্থের জন্য সুফল অপেক্ষা বিরূপ ফলাফল বেশি হবে বলে মনে করার যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে।

আমরা আলোচ্য নিরীক্ষাধীন বছরে এই ধরনের কোন নিরীক্ষা বিষয়ক গুরুতর সমস্যার মুখোমুখি হয়নি বিধায় প্রতিবেদনে এ সংক্রান্ত কোন কিছুর উল্লেখ নেই।

প্রযোজ্য অন্যান্য আইন ও বিধি মোতাবেক প্রতিবেদন

কোম্পানি আইন ১৯৯৪, ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডস অন অডিটিং নীতি অনুযায়ী আমরা আরো উল্লেখ করছি যে:

(ক) আমাদের সর্বোচ্চ জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুযায়ী আমাদের নিরীক্ষাকার্যের জন্যে যে সমস্ত তথ্যাদি ও ব্যাখ্যাসমূহ আবশ্যক ছিল, আমরা সেগুলো পুরোপুরি পেয়েছি এবং সেগুলোর সত্যতা যাচাই করে দেখেছি।
(খ) আমাদের মতে, আইন অনুযায়ী যে সমস্ত প্রয়োজনীয় হিসাবরক্ষণ কার্যে ব্যবহৃত বই কোম্পানির থাকা আবশ্যক, আমাদের পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, সেগুলোর সবই গ্রুপের রয়েছে।
(গ) কনসলিডেটেড আর্থিক অবস্থার বিবরণ এবং কনসলিডেটেড লাভ ও ক্ষতি এবং অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণগুলো হিসাব বই এর সাথে সংযুক্তি নোট ১ থেকে ৪৫ চুক্তিতে প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছে; এবং
(ঘ) যে অর্থ ব্যয় করা হয়েছে, তা গ্রুপের ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে।

ঢাকা, ৮ই এপ্রিল ২০২১

এ এফ নেসারউদ্দিন
সিনিয়র পার্টনার
এনরোলমেন্ট # ৪৬৯
হোদা ভাসি চৌধুরী এন্ড কোং
চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস

শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি স্বতন্ত্র অডিটর প্রতিবেদন

আর্থিক বিবরণীসমূহ নিরীক্ষা প্রতিবেদন

মতামত

আমরা লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেডের (তৎপরবর্তীতে 'কোম্পানী' বলে উল্লিখিত) কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট আর্থিক বিবরণীসমূহের নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করেছি; ২০২০ সালের ৩১ ডিসেম্বর অবধি কোম্পানির আর্থিক অবস্থার বিবরণ, মুনাফা ও ক্ষতি এবং অন্যান্য অধিকাংশ উৎস হতে আগত আয়, ইক্যুইটিতে পরিবর্তনের বিবরণ এবং তৎসময় সমাপ্ত বছরে নগদ অর্থ প্রবাহের বিবরণ এবং উল্লেখযোগ্য এ্যাকাউন্টিং নীতিমালাসমূহের পাশাপাশি ব্যাখ্যাসূচক অন্যান্য তথ্যাদি নিয়ে উক্ত বিবরণী আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুত করা হয়েছে।

আমাদের মতামত অনুযায়ী, উক্ত আর্থিক বিবরণীসমূহে ২০২০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর অবধি কোম্পানির আর্থিক অবস্থা এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিবেদন প্রদান বিধিসমূহের (আইএফআরএস) পাশাপাশি প্রযোজ্য অন্যান্য আইন ও বিধিসমূহের আলোকে তৎসময়ান্তে সমাপ্ত বছরের আর্থিক সাফল্য ও নগদ অর্থ প্রবাহ সংক্রান্ত তথ্য বিচারে সঠিক ও সুষ্ঠুভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

মতামতের ভিত্তি

আমরা আন্তর্জাতিক নিরীক্ষা বিধিসমূহ (আইএসএ) অনুযায়ী আমাদের নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করেছি। আমাদের প্রতিবেদনের আর্থিক বিবরণীসমূহের নিরীক্ষা বিষয়ক নিরীক্ষকের দায়িত্বসমূহ শীর্ষক অংশে উক্ত বিধিসমূহের আওতায় আমাদের দায়িত্বসমূহ বর্ণিত হয়েছে। পেশাদার এ্যাকাউন্ট্যান্টস এর জন্য প্রণীত এ্যাকাউন্ট্যান্টস কোড অব ইথিকস (আইইএসবিএ কোড) সংক্রান্ত ইন্টারন্যাশনাল ইথিকস স্ট্যান্ডার্ডস বোর্ড অনুযায়ী আমরা কোম্পানি হতে স্বাধীন এবং আইইএসবিএ কোড অনুযায়ী আমরা অন্যান্য নৈতিক দায়িত্বসমূহ পালন করেছি। আমরা বিশ্বাস করি যে, আমরা নিরীক্ষা সংক্রান্ত যেসব তথ্য প্রমাণাদি লাভ করেছি তা আমাদের মতামতের ভিত্তি তৈরির জন্য পর্যাপ্ত ও যথাযথ।

গুরুত্বপূর্ণ নিরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয়াদি

গুরুত্বপূর্ণ নিরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয়াদি হল ঐ সকল বিষয় যেগুলো আমাদের পেশাদার বিচার-বিবেচনায় বর্তমান বছরের আর্থিক বিবরণীসমূহের নিরীক্ষা কার্যক্রমে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। উক্ত বিষয়সমূহ সার্বিকভাবে আর্থিক বিবরণীসমূহের এবং তার ভিত্তিতে আমাদের মতামত তৈরির ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয় এবং উক্ত বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে আমরা কোন পৃথক মতামত প্রদান করি না।

আয় সংক্রান্ত স্বীকৃতি

বছর সমাপনান্তে সর্বমোট আয় ৪,৭১১.৪২ মিলিয়ন টাকা অর্জিত হয়েছে মর্মে গ্রুপ প্রতিবেদন পেশ করেছে।

পণ্য বিক্রয় হতে প্রাপ্ত আয়:

- বিক্রিত পণ্য:

গৃহীত বা গ্রহীতব্য অর্থের পরিমাণ, মোট বিনিময়যোগ্য পণ্য মালামালসমূহ ও বিভিন্ন ভাতাসমূহ ও বানিজ্য ডিসকাউন্টসমূহের ন্যায়সঙ্গত মূল্যের আলোকে পণ্য বিক্রয় হতে অর্জিত আয় পরিমাপ করা হয়। যখন ক্রেতার অনুকূলে মালিকানা সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি ও প্রাপ্তিসমূহ স্থানান্তর করার পাশাপাশি সেবা ও পণ্য সংক্রান্ত বাধ্যবাধকতা সমূহ পূরণ হয়, ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে, সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যয় ও পণ্য বিক্রয় হতে অর্জিত নির্ভরযোগ্যতার সাথে সম্ভাব্য আয়ের আনুমানিক হিসাব করা যায়, তখন তাকে আয় বলে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়; সেক্ষেত্রে পণ্যের বিষয়ে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের কোন চলমান সম্পৃক্ততা থাকে না এবং আয়ের পরিমাণ নির্ভরযোগ্যভাবে পরিমাপ করা যায়। ইনভয়েস বা পণ্যের মূল্য তালিকা সাথে পণ্য ডেলিভারি করার সময় সাধারণতঃ এমনটা ঘটে।

- ডেলিভারি বিক্রয় বাবদ নগদ অর্থ:

যখন পণ্য ডেলিভারি করা হয় এবং বিক্রেতা কর্তৃক নগদ অর্থ গ্রহণ করা হয় তখন তা আয় বলে স্বীকৃত হয়।

আমাদের নিরীক্ষার পরিধি কিভাবে গুরুত্বপূর্ণ নিরীক্ষা বিষয়কে বিবেচনায় নেয়

ইনভয়েস তৈরি ও এ সংক্রান্ত ক্ষমতা অর্পণ, ক্রেডিট নোটের পাশাপাশি এ ধরনের ক্রেডিট নোট জারি করার কারণসমূহ পরীক্ষা করার, আয়ের স্বীকৃতি প্রদানের সময় নির্ধারণ এবং গ্রাহকগণের ক্রেডিট সীমা পরীক্ষা করার দায়িত্বসমূহ পৃথক পৃথকভাবে অর্পন করার উপর গুরুত্ব আরোপকারী প্রধান নিয়ন্ত্রনসমূহের নকশা ও কার্যক্রম পরিচালনার কার্যকারিতা আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি।

আয় বিষয়ক স্বীকৃতির সাথে সম্পর্কিত আমাদের উল্লেখযোগ্য প্রক্রিয়াসমূহ যেসকল বিষয় নিয়ে প্রণীত সেগুলো হলো- বিভিন্ন দায়িত্ব যথাযথভাবে পৃথকভাবে বর্ণিত হওয়ার কাজ পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন, যথাযথ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক সঠিক ক্রেডিট অনুমোদনের প্রশাসনের অনুকূলে বিক্রয় অর্ডারের নমুনা পর্যবেক্ষণ করার পাশাপাশি ক্রেডিট সীমাসমূহের জন্য নিয়ন্ত্রণ আরোপ, বছর সমাপ্তির যে কোন পর্যায়ে সম্পন্ন বিক্রয় বাবদ লেনদেনের অনুকূলে সহায়ক দলিলাদি সংগ্রহ করার পাশাপাশি বছর সমাপ্তির তারিখের পর স্বাক্ষরিত ক্রেডিট সংক্রান্ত বিভিন্ন নোট সংগ্রহ করা যাতে আয় সঠিক সময়ে স্বীকৃত হয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করা যেতে পারে, প্রযোজ্য হিসাবরক্ষণ মানদন্ডের মাধ্যমে তুলনা করে নিরূপিত ডিসকাউন্টসমূহের সাথে সম্পর্কিত নীতিমালাসহ গ্রুপের আয়ের স্বীকৃতি সংক্রান্ত হিসাবরক্ষণ নীতিমালা সমূহে যথার্থ মূল্যায়ন করা, আয় সংক্রান্ত ম্যানুয়াল জার্নাল সমূহ সুচারুরূপে মূল্যায়ন করা যাতে অস্বাভাবিক বা অনিয়মিত বিভিন্ন বিষয়াদি চিহ্নিত করা যায় এবং পরিশেষে প্রাসঙ্গিক হিসাবরক্ষণ মানদন্ডের বিপরীতে বিভিন্ন তথ্য ও ডিসক্লোজারের যথার্থতা এবং উপস্থাপনার দিক মূল্যায়ন করা।

মজুদ সামগ্রীর মূল্য

২০২০ সালে ৩১ ডিসেম্বর অবধি গ্রুপ ৮৩৭.৪৪ মিলিয়ন টাকা মজুদ সামগ্রী বাবদ হিসাব করেছে, যা ফ্যাক্টরি ওয়্যারহাউজ এবং সেল সেন্টারসমূহে রাখা হয়েছে। পরিবহনকৃত মালামালগুলো ব্যতীত বিভিন্ন মজুদ সামগ্রী নিম্নব্যয় ধরে পরিমাপ করা হয়েছে এবং মোট আদায়যোগ্য মূল্যে (এন আর ডি) এর আনুমানিক হিসাব করা হয়েছে। ওজন ভিত্তিক গড় ব্যয় ফর্মুলা ব্যবহার করে মজুদ সামগ্রীর ব্যয় পরিমাপ করা হয়েছে এবং মজুদ সামগ্রীকে অধিভুক্ত করা বাবদ ব্যয়, উৎপাদন অথবা রূপান্তর বাবদ ব্যয় এবং এই পণ্যগুলোকে বিদ্যামন অবস্থানে ও অবস্থায় আনয়নের জন্য কৃত অন্যান্য ব্যয় এর অন্তর্ভুক্ত। কাঁচামাল, প্রস্তুতকৃত পণ্য, পরিবহনযোগ্য বাবদ অতিরিক্ত যন্ত্রাংশ সমন্বয়ে মজুদ সামগ্রী নিরূপণ করা হয়।

আমাদের নিরীক্ষা পরিধি কীভাবে প্রধান নিরীক্ষা বিষয়কে বিবেচনায় আনে

মজুদ সামগ্রীর মূল্য হিসাব করার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের প্রয়োগকৃত আনুমানিক ধারণাসমূহের যথার্থতা আমরা পরীক্ষা বরেছি। আমাদের নিরীক্ষা প্রক্রিয়াসমূহের মধ্যে নমুনার ভিত্তিতে ফ্যাক্টরি প্রোডাকশন হাউজ, ওয়্যারহাউজ এবং ডিপোসমূহসহ গ্রুপব্যাপী পরিচালিত প্রধান মজুদ সামগ্রী নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমসমূহের নকশা ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত মূল্যায়ন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। মজুদ সামগ্রী স্থানান্তর পরিবীক্ষণ করা অথবা এর অবস্থান সম্পর্কে জানার লক্ষ্যে আমরা বিদ্যমান অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাসমূহ পরীক্ষা করেছি এবং নিয়ন্ত্রণ ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নিরীক্ষা প্রক্রিয়াসমূহ পরীক্ষা করেছি। আমরা পূর্ণ প্রস্তুতকৃত পণ্যসমূহের ব্যয় এবং কাঁচামাল, প্যাকিং দ্রব্যাদি ও বাড়তি যন্ত্রাংশসমূহের মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার সঠিকতা পরীক্ষা করেছি। পরিশেষে, আমরা আইএএস২ অনুসরণপূর্বক প্রস্তুতকৃত আর্থিক বিবরণীসমূহে আণীত হিসাবরক্ষণ বিষয়ক সমন্বয়সমূহের সঠিকতা ও যথার্থতা পরীক্ষার পাশপাশি আর্থিক বিবরণীসমূহে প্রকাশিত তথ্যসমূহের পর্যাপ্ততা ও যথার্থতা যাচাই করেছি।

বাণিজ্যিক পাওনাসমূহের মূল্যায়ন

গ্রুপ ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ অবধি ৮৫.৩১ মিলিয়ন টাকার অনিশ্চিত দেনা বাবদ বরাদ্দসহ ৭৭৫.৮৮ মিলিয়ন টাকা বাণিজ্যিক পাওনা হিসেবে বিবেচনা করেছে। বাণিজ্যিক পাওনাসমূহ হলো পণ্য সরবরাহ অথবা সেবা প্রদান এর জন্য গ্রাহকদের নিকট হতে পাওনা বকেয়া টাকা। বাণিজ্যিক ও অন্যান্য পণ্য সমূহকে প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যয় হিসেবে গণ্য করা হয়, যা এর পরিবর্তে গৃহীত বিবেচনার আলোকে ন্যায্য মূল্যে গণ্য করা হয়। প্রাথমিকভাবে স্বীকৃত হওয়ার পর, এই ধরনের পাওনাসমূহ গ্রাহকদের নিকট হতে সংগৃহীত না হওয়ার ফলে সৃষ্ট অপেক্ষাকৃত কম অকার্যকরতা জনিত ক্ষতি বাবদ ব্যয় হিসেবে ধরা হয়।

আমাদের নিরীক্ষার পরিধি কীভাবে প্রধান নিরীক্ষা বিষয়ের আলোকে বিবেচনা করা হয়

বাণিজ্যিক পাওনাসমূহের মূল্য হিসাব করার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের প্রয়োগকৃত আনুমানিক ধারণাসমূহের যথার্থতা আমরা পরীক্ষা করেছি। বাণিজ্যিক পাওনার সমূহের সময়কাল এবং তাদের পরবর্তী অবস্থানসমূহের বিশ্লেষণ আমাদের নিরীক্ষা প্রক্রিয়াসমূহের অন্তর্ভুক্ত। বাণিজ্যিক পাওনাসমূহ আদায় করার বিভিন্ন প্রক্রিয়ার উপর গ্রুপ এর নিয়ন্ত্রণ এবং বছরান্তে নগদ অর্থের প্রাপ্তিও আমরা পরীক্ষা করেছি এবং পাশাপাশি আমরা বাণিজ্যিক দেনা সংক্রান্ত প্রকাশিত তথ্যের উপর বহিঃস্থ উৎস হতে প্রাপ্ত উপাত্ত এবং এই শিল্পে অনাদায়ী ঋণ সংক্রান্ত আমাদের সাম্প্রতিক জ্ঞান বিবেচনায় রেখে বাণিজ্যিক পাওনা সমূহের বিপরীতে গ্রুপ কর্তৃক গৃহীত বরাদ্দের পর্যাপ্ততা যাচাই করেছি। উক্ত বরাদ্দের সাথে সম্পর্কিত আনুমানিক হিসাবের মাত্রা সম্পর্কিত প্রকাশিত তথ্যের পর্যাপ্ততাও আমরা বিবেচনায় নিয়েছি।

অন্যান্য তথ্যাদি

অন্যান্য তথ্যাদির ব্যাপারে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ দায়বদ্ধ। উক্ত নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রকাশের পর আমাদের নিকট বার্ষিক প্রতিবেদন পৌছাবে বলে আশা করা হয়।

আর্থিক বিবরণীসমূহ সংক্রান্ত আমাদের মতামতের আওতায় অন্যান্য তথ্যাদি বিবেচনা করা হয় না এবং উক্ত বিষয়ে আমরা কোনরূপ নিশ্চয়তামূলক উপসংহার ব্যক্ত করি না।

আর্থিক বিবরণীসমূহের নিরীক্ষার প্রেক্ষিতে উপরোল্লিখিত অন্যান্য তথ্যাদি প্রাপ্তি সাপেক্ষে এগুলো পড়ে দেখা এবং এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আর্থিক বিবরণীসমূহ অথবা নিরীক্ষা হতে প্রাপ্ত আমাদের ধারণার সাথে অন্যান্য তথ্যাদির বড় ধরনের কোন অসঙ্গতি রয়েছে কিনা অথবা এসব তথ্য অন্য কোন ভাবে গুরুতরভাবে ভূল উপস্থাপিত হয়েছে কিনা তা বিবেচনা করা হল আমাদের দায়িত্ব।

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এবং আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুত সংক্রান্ত দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের দায়িত্বসমূহ

ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যানশিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ডস (আইএফআরএস) অনুযায়ী উক্ত আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুত ও এই বিবরণীসমূহের সুষ্ঠু উপস্থাপনার পাশাপাশি অসততা গুরুতর মিথ্যা বিবরণ হতে মুক্ত বা ভুলের কারণে সৃষ্ট আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুতের অনুকূল এমন অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ যা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন, তা বজায় রাখার দায়িত্ব ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের উপর বর্তায়।

আর্থিক বিবরণীসমূহের নিরীক্ষা সংক্রান্ত নিরীক্ষকের দায়িত্বসমূহ

সার্বিকভাবে আর্থিক বিবরণীসমূহ অসততা বা ভুলের কারণে সৃষ্ট গুরুতর অসত্য বিবরণ হতে মুক্ত কিনা সে ব্যাপারে যুক্তিসঙ্গত নিশ্চয়তা প্রাপ্তির পাশাপাশি আমাদের মতামত তুলে ধরে এমন একটি নিরীক্ষকের প্রতিবেদন উপস্থাপন করা আমাদের উদ্দেশ্য। যুক্তিসঙ্গত নিশ্চয়তা একটি উচ্চ পর্যায়ের নিশ্চয়তা, কিন্তু এটি এই মর্মে কোন নিশ্চয়তা প্রদান করে না যে, নিরীক্ষা বিষয়ক আন্তর্জাতিক বিধিসমূহ (আইএসএ) কোন গুরুতর অসত্য বিবরণ থাকলে তা সবসময় চিহ্নিত করবে। অসত্য বিবরণীসমূহ অসততা বা ভুল হতে উদ্ভুত হতে পারে এবং এসব বিবরণ তখনই গুরুতর হিসেবে বিবেচিত হয় যখন একক বা সমষ্টিগতভাবে এসব আর্থিক বিবরণীর উপর ভিত্তি করে ব্যবহারকারীগণ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তকে এগুলো প্রভাবিত করবে বলে ধারণা করা হয়।

নিরীক্ষা বিষয়ক আন্তর্জাতিক বিধিসমূহ (আইএসএ) অনুযায়ী পরিচালিত নিরীক্ষার অংশ হিসেবে আমরা পুরো নিরীক্ষাব্যাপী পেশাদার বিচার বিবেচনা কাজে লাগানোর পাশাপাশি পেশাদার অনিশ্চিত ধারণা বজায় রেখেছি। পাশাপাশি আমরা:

- আর্থিক বিবরণীসমূহে অসততা বা ভুল হতে সৃষ্ট গুরুতর অসত্য বিবরণের উপস্থিতিজনিত ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিত ও মূল্যায়ন করার পাশাপাশি উক্ত ঝুঁকিসমূহ মোকাবিলার লক্ষ্যে বিভিন্ন নিরীক্ষা প্রক্রিয়া পরিকল্পনা ও সম্পাদন করি এবং আমাদের মতামতের ভিত্তি তৈরির অনুকূল পর্যাপ্ত ও যথাযথ নিরীক্ষা প্রমাণাদি সংগ্রহ করি। ভুলের কারণে সৃষ্ট অসত্য বিবরণ অপেক্ষা অসততাজনিত গুরুতর অসত্য বিবরণ চিহ্নিত না করার ঝুঁকি বেশি, কারণ অসততার পেছনে থাকতে পারে গোপন প্রতারণা, ইচ্ছাকৃত কোন তথ্য বাদ দেয়া, ভুল তথ্য উপস্থাপন করা অথবা অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ উপেক্ষা করা।
- পরিস্থিতি বিচারে যথাযথ নিরীক্ষা প্রক্রিয়াসমূহ নির্ধারণ করার লক্ষ্যে নিরীক্ষা সংক্রান্ত অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে সম্যক ধারণা অর্জন করি।
- বাস্তবায়িত এ্যাকাউন্টিং নীতিমালার পাশাপাশি ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উপস্থাপিত এ্যাকউন্টিং সম্পর্কিত আনুমানিক হিসাবাদি ও তৎসংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশের যৌক্তিকতা মূল্যায়ন করি।
- এ্যাকাউন্টিং-এর সাপেক্ষে চলমান প্রতিষ্ঠান গোয়িং কনসার্ন সংক্রান্ত ভিত্তিকে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কাজে লাগানোর যথার্থতার পাশাপাশি, গোয়িং কনসার্ন হিসেবে কোম্পানির সামর্থ্য অব্যাহত থাকার বিষয়ে বড় ধরনের সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে এমন বিভিন্ন ঘটনা বা অবস্থার সম্পর্কিত কোন গুরুতর অনিশ্চয়তা রয়েছে কিনা তা বিবেচনায় রেখে প্রাপ্ত নিরীক্ষা বিষয়ক তথ্য-প্রমাণাদির ভিত্তিতে এ সংক্রান্ত উপসংহারে পৌছে থাকি। যদি আমরা এই উপসংহারে পৌছি যে, বড় ধরনের অনিশ্চয়তা রয়েছে, সেক্ষেত্রে আর্থিক বিবরণীতে এ সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশের বিষয়টি আমাদের নিরীক্ষা প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হয়, অথবা যদি এ ধরনের তথ্য প্রকাশ অপর্যাপ্ত হয়, সেক্ষেত্রে আমাদের মতামত পরিবর্তন করতে হয়। আমাদের নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রকাশের তারিখ অবধিপ্রাপ্ত নিরীক্ষা বিষয়ক তথ্য প্রমাণাদির ভিত্তিতে আমাদের উপসংহার রচিত হয়। অবশ্য, ভবিষ্যত ঘটনাবলী বা অবস্থাসমূহের প্রভাবে কোম্পানি 'গোয়িং কনসার্ন' হিসেবে অব্যাহত থাকার পথ রুদ্ধ হয়ে যেতে পারে।
- তথ্য প্রকাশ এবং আর্থিক বিবরণীসমূহ এমনভাবে অদৃশ্যমান অথচ গুরুত্বপূর্ণ ট্রানজেকশন ও ঘটনাসমূহ তুলে ধরে যাতে একটি সুষ্ঠু উপস্থাপনা নিশ্চিত করা যায় সে বিষয়টি বিবেচনায় আনা সহ আর্থিক বিবরণীসমূহের সার্বিক উপস্থাপনা, কাঠামো ও বিষয়বস্তু মূল্যায়ন করে থাকি।

অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় কোন ধরনের ঘাটতিসহ অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে নিরীক্ষার পরিকল্পিত পরিধি ও সময় এবং নিরীক্ষায় প্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদির বিষয়ে পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের সাথে এ সংক্রান্ত বিষয়েও যোগাযোগ করি।

আমাদের কাজের স্বাধীনতা সংক্রান্ত নৈতিক শর্তাবলী যে আমরা পরিপালন করেছি সে সম্পর্কিত একটি বিবৃতি আমরা পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের নিকট উপস্থাপন করি। এছাড়া আমাদের দায়িত্ব পালনের স্বাধীনতার উপর প্রভাব রাখে বলে যুক্তিসঙ্গতভাবে মনে হতে পারে এমনসব সম্পর্ক ও অন্যান্য বিষয়াদি এবং সেখানে প্রয়োজ্য, এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি উক্ত বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়।

পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের নিকট উপস্থাপিত বিষয়গুলো হতে আমরা ঐসব বিষয় নির্ধারণ করি যেগুলো আলোচ্য বছরের আর্থিক বিবরণীসমূহের নিরীক্ষার জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিধায় গুরুত্বপূর্ণ নিরীক্ষা বিষয় হিসেবে বিবেচ্য। আমরা আমাদের নিরীক্ষা প্রতিবেদনে উক্ত বিষয়সমূহ বর্ণনা করি, যদি না সংশ্লিষ্ট কোন আইন বা বিধি মোতাবেক এ বিষয়ে তথ্য প্রকাশের উপর নিষেধাজ্ঞা বজায় থাকে এবং অত্যন্ত বিরল পরিস্থিতিতে যখন আমরা এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি যে, উক্ত বিষয়টি আমাদের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা সমীচিন নয়, কারণ এই ধরনের তথ্য প্রকাশের কারণ জনস্বার্থের জন্য সুফল অপেক্ষা বিরূপ ফলাফল বেশি হবে বলে মনে করার যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে।

আমরা আলোচ্য নিরীক্ষাধীন বছরে এই ধরনের কোন নিরীক্ষা বিষয়ক গুরুতর সমস্যার মুখোমুখি হয়নি বিধায় প্রতিবেদনে এ সংক্রান্ত কোন কিছুর উল্লেখ নেই।

প্রযোজ্য অন্যান্য আইন ও বিধি মোতাবেক প্রতিবেদন

কোম্পানি আইন ১৯৯৪, ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডস অন অডিটিং নীতি অনুযায়ী আমরা আরো উল্লেখ করছি যে:

(ক) আমাদের সর্বোচ্চ জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুযায়ী আমাদের নিরীক্ষাকার্যের জন্যে যে সমস্ত তথ্যাদি ও ব্যাখ্যাসমূহ আবশ্যক ছিল, আমরা সেগুলো পুরোপুরি পেয়েছি এবং সেগুলোর সত্যতা যাচাই করে দেখেছি।

(খ) আমাদের মতে, আইন অনুযায়ী যে সমস্ত প্রয়োজনীয় হিসাবরক্ষণ কার্যে ব্যবহৃত বই কোম্পানির থাকা আবশ্যক, আমাদের পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, সেগুলোর সবই গ্রুপের রয়েছে।

(গ) আর্থিক অবস্থার বিবরণ এবং লাভ ও ক্ষতি এবং অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণগুলো হিসাব বই এর সাথে সংযুক্তি নোট ১ থেকে ৪৫ চুক্তিতে প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছে; এবং

(ঘ) যে অর্থ ব্যয় করা হয়েছে, তা কোম্পানির ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে।

ঢাকা, ৮ই এপ্রিল ২০২১

এ এফ নেসারউদ্দিন
সিনিয়র পার্টনার
এনরোলমেন্ট # ৪৬৯
হোদা ভাসি চৌধুরী এন্ড কোং
চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস

কনসলিডেটেড আর্থিক অবস্থার বিবরণ

		৩১শে ডিসেম্বর তারিখের	
		২০২০	২০১৯
	টীকা	টাকা '০০০	টাকা '০০০
সম্পত্তিসমূহ			
যে সম্পত্তিসমূহ চলতি নহে			
সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম	০৫	৩,৪২৪,৭৮৬	৩,৬০৬,৫০৩
অস্থায়ী সম্পত্তিসমূহ	০৬	৪৮৫	৫,২৯৫
সম্পত্তির সঠিক ব্যবহার (আরওইউ)	০৭	১২,১৫৯	১১,১৩৬
অগ্রিম, জমা এবং আগাম পরিশোধ	১১(ক)	১০৪,৮১১	১০৯,৭৫২
		৩,৫৪২,২৪১	৩,৭৩২,৬৮৬
চলতি সম্পত্তিসমূহ			
মজুদ সামগ্রী	০৯	৮৭৩,৪৪২	৮৩১,৮০০
বাণিজ্য ও অন্যান্য প্রাপ্যসমূহ	১০	৭৩১,৮৬৮	৭১৪,০৮৫
অগ্রিম, জমা এবং আগাম পরিশোধ	১১(ক)	২০০,৩১৯	১২৩,৮৬৮
বিনিয়োগ, স্থায়ী আমানত বাবদ বিনিয়োগ (এফডিআরএস)	১২	১,৫১১,২০২	১,২৪৪,৬১৯
নগদ এবং নগদ সমতুল্যসমূহ	১৩(ক)	১,১৪৫,০২৬	১,০০৪,৬৪৬
		৪,৪৬১,৮৫৭	৩,৯১৯,০১৮
মোট সম্পত্তিসমূহ		৮,০০৪,০৯৮	৭,৬৫১,৭০৪
ইক্যুইটি ও দায়সমূহ			
শেয়ারহোল্ডারগণের ইক্যুইটি			
শেয়ার মূলধন	১৪	১৫২,১৮৩	১৫২,১৮৩
ইক্যুইটির অন্যান্য উপাদান		(৩৬,৪৭৯)	(২৮,৯১২)
সাধারণ সংরক্ষিত তহবিল/রক্ষিত আয়		৫,২৯৭,৬১০	৪,৯৮৫,০০০
কোম্পানির স্বত্বাধিকারীর অনুকূলে অর্জনযোগ্য ইক্যুইটি		৫,৪১৩,৩১৪	৫,১০৮,২৭১
নিয়ন্ত্রণ-বহির্ভূত সুদ	৩১	(০.০৭)	(০.০৩)
		৫,৪১৩,৩১৪	৫,১০৮,২৭১
যে দায়সমূহ চলতি নহে			
কর্মচারিদের কল্যাণ সুবিধাদি	১৫	১৮০,১৮০	১৬৬,৯৬৩
বিলম্বিত কর দায়সমূহ	১৬.২	৪০৫,৫৩৩	৩৭৪,৯৩১
ইজারাকৃত দায়-অবর্তমান অংশ	১৭	৭,২৬০	৪,৯৪৩
অন্যান্য যে দায়সমূহ চলতি নহে	১৮	২৬১,৫৪৫	২৪৮,৮৩৯
		৮৫৪,৫১৮	৭৯৫,৬৭৬
চলতি দায়সমূহ			
ইজারাকৃত দায়-বর্তমান অংশ	১৭	৪,৫৮৫	৫,২০০
বাণিজ্য ও অন্যান্য প্রদেয়	১৯	১,৩৪১,৫২৫	১,২৭০,৯৮৭
খরচ বাবদ বরাদ্দ	২০(ক)	১৯১,২৪৯	২১৬,২৪২
চলতি কর দায়সমূহ	২১(ক)	১০১,১৪৪	১৬৬,৭২৬
দাবীবিহীন লভ্যাংশ	২২	৯৭,৭৬৩	৮৮,৬০২
		১,৭৩৬,২৬৬	১,৭৪৭,৭৫৭
মোট দায়সমূহ		২,৫৯০,৭৮৪	২,৫৪৩,৪৩৩
মোট ইক্যুইটি এবং দায়সমূহ		৮,০০৪,০৯৮	৭,৬৫১,৭০৪
শেয়ারপ্রতি নীট সম্পত্তি	৪১(ক)	৩৫৫.৭২	৩৩৫.৬৭

এই আর্থিক বিবৃতি যৌথভাবে সংযুক্ত নোটের সহিত পড়া বাঞ্ছনীয়।

ঢাকা, ৮ই এপ্রিল ২০২১

একই তারিখে আমাদের প্রতিবেদন অনুযায়ী

আইয়ুব কাদরী
সভাপতি

সুজিত কুমার পাই
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

মো: আনিছুজ্জামান
চীফ ফিনান্সিয়াল অফিসার

আবু মোহাম্মদ নিছার
কোম্পানি সচিব

এ এফ নেসারউদ্দিন
সিনিয়র পার্টনার
এনরোলমেন্ট # ৪৬৯
হোদা ভাসি চৌধুরী এন্ড কোং
চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস

কনসলিডেটেড লাভ ও ক্ষতি এবং অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণ

		৩১শে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের	
		২০২০	২০১৯
	টীকা	টাকা '০০০	টাকা '০০০
রেভিনিউ	২৩	৪,৭১১,৪১৭	৫,৬৮৩,৪৪১
বিক্রিত পণ্যের খরচ	২৪	(২,৪৮৩,৫৭২)	(৩,১৭০,৯২৯)
মোট মুনাফা		২,২২৭,৮৪৫	২,৫১২,৫১২
পরিচালনা ব্যয়	২৫(খ)	(৭৭৯,৬২৪)	(৮৩৩,৭৭৪)
পরিচালনাসমূহ হতে মুনাফা		১,৪৪৮,২২১	১,৬৭৮,৭৩৮
নীট বৈদেশিক বিনিময় বাবদ ক্ষতি		(৭,১২৬)	(৭,৮৩১)
অন্যান্য আয়	২৬	১,৬৩০	৪,৮৭৭
অর্থায়ন হতে নীট আয়	২৭	৭৮,১২৭	৭২,৪৭৪
শ্রমিকদের মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিল গঠন-পূর্ব মুনাফা		১,৫২০,৮৫২	১,৭৪৮,২৫৯
শ্রমিকদের মুনাফা অংশিদারিত্ব তহবিল	২৮	(৭৬,০৪৬)	(৮৭,৪২০)
কর পূর্ব মুনাফা		১,৪৪৪,৮০৬	১,৬৬০,৮৩৯
আয়কর বাবদ খরচ	১৬	(৩৭১,২৬৭)	(৪২৯,৪০১)
মুনাফা		১,০৭৩,৫৩৯	১,২৩১,৪৩৮
এ বছরের মোট মুনাফা		১,০৭৩,৫৩৯	১,২৩১,৪৩৮
অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়		(৭,৫৬৭)	(২৬,৬২৯)
মোট কমপ্রিহেনসিভ আয়		১,০৬৫,৯৭২	১,২০৪,৮০৯
মুনাফা হতে অর্জন			
কোম্পানির মালিকানা		১,০৭৩,৫৩৯	১,২৩১,৪৩৮
অনিয়ন্ত্রিত সুদসমূহ	৩১	-	-
		১,০৭৩,৫৩৯	১,২৩১,৪৩৮
মোট কমপ্রিহেনসিভ আয় হতে অর্জন:			
কোম্পানির মালিকানা		১,০৬৫,৯৭২	১,২০৪,৮০৯
অনিয়ন্ত্রিত সুদসমূহ	৩১	-	-
		১,০৬৫,৯৭২	১,২০৪,৮০৯
শেয়ারপ্রতি মৌলিক আয়	৪২(ক)	৭০.৫৪	৮০.৯২

এই আর্থিক বিবৃতি যৌথভাবে সংযুক্ত নোটের সহিত পড়া বাঞ্ছনীয়।

ঢাকা, ৮ই এপ্রিল ২০২১

একই তারিখে আমাদের প্রতিবেদন অনুযায়ী

আইয়ুব কাদরী
সভাপতি

সুজিত কুমার পাই
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

মো: আনিছুজ্জামান
চীফ ফিনান্সিয়াল অফিসার

আবু মোহাম্মদ নিছার
কোম্পানি সচিব

এ এফ নেসারউদ্দিন
সিনিয়র পার্টনার
এনরোলমেন্ট # ৪৬৯
হোদা ভাসি চৌধুরী এন্ড কোং
চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস

কনসলিডেটেড ইক্যুইটি পরিবর্তনের বিবরণ

	কোম্পানির স্বত্তাধিকারীর অনুকূলে অর্জন					
	শেয়ার মূলধন	ইক্যুইটির অন্যান্য উপাদান	সংরক্ষিত তহবিল/ রক্ষিত আয়	মোট	অনিয়ন্ত্রিত সুদসমুহ	মোট ইক্যুইটি
	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০
১লা জানুয়ারি ২০২০-এ উদ্বৃত্ত	১৫২,১৮৩	(২৮,৯১২)	৪,৯৮৫,০০০	৫,১০৮,২৭১	(০.০৩)	৫,১০৮,২৭১
এ বছরের মুনাফা	-	-	১,০৭৩,৫৩৯	১,০৭৩,৫৩৯	(০.০৪)	১,০৭৩,৫৩৯
বিওএল বন্ধ বাবদ ক্ষতি	-	-	(১৫)	(১৫)	-	(১৫)
এ বছরের অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়	-	(৭,৫৬৭)	-	(৭,৫৬৭)	-	(৭,৫৬৭)
চূড়ান্ত লভ্যাংশ ২০১৯	-	-	(৭৬০,৯১৪)	(৭৬০,৯১৪)	-	(৭৬০,৯১৪)
৩১শে ডিসেম্বর ২০২০-এর উদ্বৃত্ত	১৫২,১৮৩	(৩৬,৪৭৯)	৫,২৯৭,৬১০	৫,৪১৩,৩১৪	(০.০৭)	৫,৪১৩,৩১৪
১লা জানুয়ারি ২০১৯-এ উদ্বৃত্ত	১৫২,১৮৩	(২,২৮৩)	৪,৩২২,৫০৩	৪,৪৭২,৪০৩	০.৩৮	৪,৪৭২,৪০৩
এ বছরের মুনাফা	-	-	১,২৩১,৪৩৮	১,২৩১,৪৩৮	(০.৪১)	১,২৩১,৪৩৮
আইএফআরএস ১৬ এ্যাপ্লিকেশন হতে আয়	-	-	১,৭৪৫	১,৭৪৫	-	১,৭৪৫
এ বছরের অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়	-	(২৬,৬২৯)	-	(২৬,৬২৯)	-	(২৬,৬২৯)
চূড়ান্ত লভ্যাংশ ২০১৮	-	-	(৫৭০,৬৮৬)	(৫৭০,৬৮৬)	-	(৫৭০,৬৮৬)
৩১শে ডিসেম্বর ২০১৯-এর উদ্বৃত্ত	১৫২,১৮৩	(২৮,৯১২)	৪,৯৮৫,০০০	৫,১০৮,২৭১	(০.০৩)	৫,১০৮,২৭১

এই আর্থিক বিবৃতি যৌথভাবে সংযুক্ত নোটের সহিত পড়া বাঞ্ছনীয়।

ঢাকা, ৮ই এপ্রিল ২০২১

আইয়ুব কাদরী	সুজিত কুমার পাই	মো: আনিছুজ্জামান	আবু মোহাম্মদ নিছার
সভাপতি	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	চীফ ফিনান্সিয়াল অফিসার	কোম্পানি সচিব

কনসলিডেটেড নগদ অর্থ প্রবাহের বিবরণ

		৩১শে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের	
		২০২০	২০১৯
	টীকা	টাকা '০০০	টাকা '০০০
ক. পরিচালনা কর্মকান্ড থেকে নগদ প্রবাহ			
গ্রাহক ও অন্যান্যদের নিকট হতে নগদ প্রাপ্তি		৪,৬৯১,২৯৮	৫,৬০১,৯৮৭
কর্মচারি ও সরবরাহকারীদের নগদ অর্থ প্রদান		(৩,১০২,৯০১)	(৩,৭৩৫,২৯৩)
পরিচালনা কর্মকান্ড থেকে নগদ উৎপন্ন		১,৫৮৮,৩৯৭	১,৮৬৬,৬৯৪
আয়কর প্রদান		(৪০৬,২৪২)	(২৯৫,৬৫৯)
পরিচালনা কর্মকান্ড থেকে নীট তহবিল		১,১৮২,১৫৫	১,৫৭১,০৩৫
খ. বিনিয়োগ কর্মকান্ড থেকে নগদ প্রবাহ			
সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম একীভূত বাবদ প্রদান		(১১৩,৩২৫)	(৪৩৮,৮০২)
একীভূত অস্থায়ী সম্পত্তিসমূহের প্রদান		(১২৯)	(২৬৪)
সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম বিক্রয়লব্ধ টাকা		৬,০৭০	৬,৫৮৫
স্থায়ী আমানত বাবদ বিনিয়োগ		(২৬৬,৫৮৩)	(১,২৩৩,৮৬৬)
সুদ বাবদ আয়		৯০,৫৬১	৬৬,৩৩৮
বিনিয়োগ কর্মকান্ড থেকে নীট অর্থ ব্যবহৃত		(২৮৩,৪০৪)	(১,৬০০,০০৯)
গ. আর্থিক কর্মকান্ড থেকে নগদ প্রবাহ			
লভ্যাংশ প্রদান		(৭৫১,৭৫৩)	(৫৬৪,৪৩৩)
ইজারা দায়সমূহ বাবদ ফেরত		(৬,৬১৮)	(৬,১৭০)
আর্থিক কর্মকান্ড থেকে নীট অর্থ ব্যবহৃত		(৭৫৮,৩৭১)	(৫৭০,৬০৩)
ঘ. নীট বৃদ্ধি/(হ্রাস) নগদ এবং নগদ সমতুল্যসমূহ (ক+খ+গ)		১৪০,৩৮০	(৫৯৯,৫৭৭)
নগদ এবং নগদ সমতুল্যসমূহ- ১ জানুয়ারি		১,০০৪,৬৪৬	১,৬০৪,২২১
নগদ এবং নগদ সমতুল্যসমূহ- ৩১শে ডিসেম্বর		১,১৪৫,০২৬	১,০০৪,৬৪৬
শেয়ারপ্রতি পরিচালনা থেকে নগদ প্রবাহ (NOCFPS)	৪৩(ক)	৭৭.৬৮	১০৩.২৪

এই আর্থিক বিবৃতি যৌথভাবে সংযুক্ত নোটের সহিত পড়া বাঞ্ছনীয়।

ঢাকা, ৮ই এপ্রিল ২০২১

আইয়ুব কাদরী	সুজিত কুমার পাই	মো: আনিছুজ্জামান	আবু মোহাম্মদ নিছার
সভাপতি	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	চীফ ফিনান্সিয়াল অফিসার	কোম্পানি সচিব

আর্থিক অবস্থার বিবরণ

		৩১শে ডিসেম্বর তারিখের	
		২০২০	২০১৯
	টীকা	টাকা '০০০	টাকা '০০০
সম্পত্তিসমূহ			
যে সম্পত্তিসমূহ চলতি নহে			
সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম	০৫	৩,৪২৪,৭৮৬	৩,৬০৬,৫০৩
অস্থায়ী সম্পত্তিসমূহ	০৬	৪৮৫	৫,২৯৫
সম্পত্তির সঠিক ব্যবহার (আরওইউ)	০৭	১২,১৫৯	১১,১৩৬
সাবসিডিয়ারি বিনিয়োগ	০৮	২০	৪০
অগ্রিম, জমা এবং আগাম পরিশোধ	১১	১০৪,৮১১	১০৯,৭৫২
		৩,৫৪২,২৬১	৩,৭৩২,৭২৬
চলতি সম্পত্তিসমূহ			
মজুদ সামগ্রী	০৯	৮৭৩,৪৪২	৮৩১,৮০০
বাণিজ্য ও অন্যান্য প্রাপ্যসমূহ	১০	৭৩১,৮৬৮	৭১৪,০৮৫
অগ্রিম, জমা এবং আগাম পরিশোধ	১১	২০০,৭৩৫	১২৩,৯৬৭
স্থায়ী আমানত বাবদ বিনিয়োগ (এফডিআরএস)	১২	১,৫১১,২০২	১,২৪৪,৬১৯
নগদ এবং নগদ সমতুল্যসমূহ	১৩	১,১৪৫,০০৬	১,০০৪,৬২৬
		৪,৪৬২,২৫৩	৩,৯১৯,০৯৭
মোট সম্পত্তিসমূহ		৮,০০৪,৫১৪	৭,৬৫১,৮২৪
ইক্যুইটি ও দায়সমূহ			
শেয়ারহোল্ডারগণের ইক্যুইটি			
শেয়ার মূলধন	১৪	১৫২,১৮৩	১৫২,১৮৩
ইক্যুইটির অন্যান্য উপাদান		(৩৬,৪৭৯)	(২৮,৯১২)
সাধারণ সংরক্ষিত তহবিল স্থানান্তর/রক্ষিত আয়		৫,২৯৮,১৩৩	৪,৯৮৫,৪৩৮
		৫,৪১৩,৮৩৭	৫,১০৮,৭০৯
যে দায়সমূহ চলতি নহে			
কর্মচারিদের কল্যাণ সুবিধাদি	১৫	১৮০,১৮০	১৬৬,৯৬৩
বিলম্বিত কর দায়সমূহ	১৬.২	৪০৫,৫৩৩	৩৭৪,৯৩১
ইজারাকৃত দায়-অবর্তমান অংশ	১৭	৭,২৬০	৪,৯৪৩
অন্যান্য যে দায়সমূহ চলতি নহে	১৮	২৬১,৫৪৫	২৪৮,৮৩৯
		৮৫৪,৫১৮	৭৯৫,৬৭৬
চলতি দায়সমূহ			
ইজারাকৃত দায়-বর্তমান অংশ	১৭	৪,৫৮৫	৫,২০০
বাণিজ্য ও অন্যান্য প্রদেয়	১৯	১,৩৪১,৫২৫	১,২৭০,৯৮৭
খরচ বাবদ বরাদ্দ	২০	১৯১,১৪২	২১৫,৯২৯
চলতি কর দায়সমূহ	২১	১০১,১৪৪	১৬৬,৭২১
দাবীবিহীন লভ্যাংশ	২২	৯৭,৭৬৩	৮৮,৬০২
		১,৭৩৬,১৫৯	১,৭৪৭,৪৩৯
মোট দায়সমূহ		২,৫৯০,৬৭৭	২,৫৪৩,১১৫
মোট ইক্যুইটি এবং দায়সমূহ		৮,০০৪,৫১৪	৭,৬৫১,৮২৪
শেয়ারপ্রতি নীট সম্পত্তি মূল্য (NAV)	৪১	৩৫৫.৭৫	৩৩৫.৭০

এই আর্থিক বিবৃতি যৌথভাবে সংযুক্ত নোটের সহিত পড়া বাঞ্ছনীয়।

ঢাকা, ৮ই এপ্রিল ২০২১

একই তারিখে আমাদের প্রতিবেদন অনুযায়ী

আইয়ুব কাদরী
সভাপতি

সুজিত কুমার পাই
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

মো: আনিছুজ্জামান
চীফ ফিনান্সিয়াল অফিসার

আবু মোহাম্মদ নিছার
কোম্পানি সচিব

এ এফ নেসারউদ্দিন
সিনিয়র পার্টনার
এনরোলমেন্ট # ৪৬৯
হোদা ভাসি চৌধুরী এন্ড কোং
চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস

লাভ ও ক্ষতি এবং অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণ

		৩১শে ডিসেম্বর তারিখের	
		২০২০	২০১৯
	টীকা	টাকা '০০০	টাকা '০০০
রেভিনিউ	২৩	৪,৭১১,৪১৭	৫,৬৮৩,৪৪১
বিক্রিত পণ্যের খরচ	২৪	(২,৪৮৩,৫৭২)	(৩,১৭০,৯২৯)
মোট মুনাফা		২,২২৭,৮৪৫	২,৫১২,৫১২
পরিচালনা ব্যয়	২৫	(৭৭৯,৫৫৪)	(৮৩৩,৬২৪)
পরিচালনাসমূহ হতে মুনাফা		১,৪৪৮,২৯১	১,৬৭৮,৮৮৮
নীট বৈদেশিক বিনিময় বাবদ ক্ষতি		(৭,১২৬)	(৭,৮৩১)
অন্যান্য আয়	২৬	১,৬৩০	৪,৮৭৭
অর্থায়ন হতে নীট আয়	২৭	৭৮,১২৭	৭২,৪৭৪
শ্রমিকদের মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিল গঠন-পূর্ব মুনাফা		১,৫২০,৯২২	১,৭৪৮,৪০৯
শ্রমিকদের মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিল	২৮	(৭৬,০৪৬)	(৮৭,৪২০)
কর বরাদ্দ পূর্ব মুনাফা		১,৪৪৪,৮৭৬	১,৬৬০,৯৮৯
আয়কর বাবদ খরচ	১৬	(৩৭১,২৬৭)	(৪২৯,৪০১)
কর পরবর্তী মুনাফা		১,০৭৩,৬০৯	১,২৩১,৫৮৮
এ বছরের মোট মুনাফা		১,০৭৩,৬০৯	১,২৩১,৫৮৮
অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ ক্ষতি		(৭,৫৬৭)	(২৬,৬২৯)
এ বছরের মোট কমপ্রিহেনসিভ আয়		১,০৬৬,০৪২	১,২০৪,৯৫৯
শেয়ারপ্রতি মৌলিক আয়	৪২	৭০.৫৫	৮০.৯৩

এই আর্থিক বিবৃতি যৌথভাবে সংযুক্ত নোটের সহিত পড়া বাঞ্ছনীয়।

ঢাকা, ৮ই এপ্রিল ২০২১

একই তারিখে আমাদের প্রতিবেদন অনুযায়ী

আইয়ুব কাদরী
সভাপতি

সুজিত কুমার পাই
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

মো: আনিছুজ্জামান
চীফ ফিনান্সিয়াল অফিসার

আবু মোহাম্মদ নিছার
কোম্পানি সচিব

এ এফ নেসারউদ্দিন
সিনিয়র পার্টনার
এনরোলমেন্ট # ৪৬৯
হোদা ভাসি চৌধুরী এন্ড কোং
চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস

ইক্যুইটি পরিবর্তনের বিবরণ

	শেয়ার মূলধন	ইক্যুইটির অন্যান্য উপাদান	সংরক্ষিত তহবিল/ রক্ষিত আয়	মোট ইক্যুইটি
	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০
১লা জানুয়ারি ২০২০-এ উদ্বৃত্ত	১৫২,১৮৩	(২৮,৯১২)	৪,৯৮৫,৪৩৮	৫,১০৮,৭০৯
এ বছরের মুনাফা	-	-	১,০৭৩,৬০৯	১,০৭৩,৬০৯
এ বছরের অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ ক্ষতি	-	(৭,৫৬৭)	-	(৭,৫৬৭)
চূড়ান্ত লভ্যাংশ ২০১৯	-	-	(৭৬০,৯১৪)	(৭৬০,৯১৪)
৩১শে ডিসেম্বর ২০২০-এর উদ্বৃত্ত	১৫২,১৮৩	(৩৬,৪৭৯)	৫,২৯৮,১৩৩	৫,৪১৩,৮৩৭
১লা জানুয়ারি ২০১৯-এ উদ্বৃত্ত	১৫২,১৮৩	(২,২৮৩)	৪,৩২২,৭৯১	৪,৪৭২,৬৯১
এ বছরের মুনাফা	-	-	১,২৩১,৫৮৮	১,২৩১,৫৮৮
এ বছরের অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ ক্ষতি	-	(২৬,৬২৯)	-	(২৬,৬২৯)
আইএফআরএস ১৬ এ্যাপ্লিকেশন হতে আয়	-	-	১,৭৪৫	১,৭৪৫
চূড়ান্ত লভ্যাংশ ২০১৮	-	-	(৫৭০,৬৮৬)	(৫৭০,৬৮৬)
৩১শে ডিসেম্বর ২০১৯-এর উদ্বৃত্ত	১৫২,১৮৩	(২৮,৯১২)	৪,৯৮৫,৪৩৮	৫,১০৮,৭০৯

এই আর্থিক বিবৃতি যৌথভাবে সংযুক্ত নোটের সহিত পড়া বাঞ্ছনীয়।

ঢাকা, ৮ই এপ্রিল ২০২১

আইয়ুব কাদরী	**সুজিত কুমার পাই**	**মো: আনিছুজ্জামান**	**আবু মোহাম্মদ নিছার**
সভাপতি	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	চীফ ফিনান্সিয়াল অফিসার	কোম্পানি সচিব

নগদ অর্থ প্রবাহের বিবরণ

		৩১শে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের	
		২০২০	২০১৯
	টীকা	টাকা '০০০	টাকা '০০০
ক. পরিচালনা কর্মকান্ড থেকে নগদ প্রবাহ			
গ্রাহক ও অন্যান্যদের নিকট হতে নগদ প্রাপ্তি		৪,৬৯১,২৯৮	৫,৬০১,৯৮৭
কর্মচারি ও সরবরাহকারীদের নগদ অর্থ প্রদান		(৩,১০২,৫৮৪)	(৩,৭৩৫,১৫৪)
পরিচালনা কর্মকান্ড থেকে নগদ উৎপন্ন		১,৫৮৮,৭১৪	১,৮৬৬,৮৩৩
আয়কর প্রদান		(৪০৬,২৪২)	(২৯৫,৬৫৯)
পরিচালনা কর্মকান্ড থেকে নীট তহবিল		১,১৮২,৪৭২	১,৫৭১,১৭৪
খ. বিনিয়োগ কর্মকান্ড থেকে নগদ প্রবাহ			
সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম একীভূত বাবদ প্রদান		(১১৩,৩২৫)	(৪৩৮,৮০২)
একীভূত অস্থায়ী সম্পত্তিসমূহের প্রদান		(১২৯)	(২৬৪)
সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম বিক্রয়লব্ধ টাকা		৬,০৭০	৬,৫৮৫
স্থায়ী আমানত বাবদ বিনিয়োগ		(২৬৬,৫৮৩)	(১,২৩৩,৮৬৬)
সুদ বাবদ আয়		৯০,৫৬১	৬৬,৩৩৮
বিনিয়োগ কর্মকান্ড থেকে নীট অর্থ ব্যবহৃত		(২৮৩,৪০৪)	(১,৬০০,০০৯)
গ. আর্থিক কর্মকান্ড থেকে নগদ প্রবাহ			
লভ্যাংশ প্রদান		(৭৫১,৭৫৩)	(৫৬৪,৪৩৩)
ইজারা দায়সমূহ বাবদ ফেরত		(৬,৬১৮)	(৬,১৭০)
সাবসিডিয়ারি কোম্পানিতে প্রদান		(৩১৭)	(১৩৮)
আর্থিক কর্মকান্ড থেকে নীট অর্থ ব্যবহৃত		(৭৫৮,৬৮৮)	(৫৭০,৭৪১)
ঘ. নীট বৃদ্ধি/(হ্রাস) নগদ এবং নগদ সমতুল্যসমূহ (ক+খ+গ)		১৪০,৩৮০	(৫৯৯,৫৭৬)
নগদ এবং নগদ সমতুল্যসমূহ- ১ জানুয়ারি		১,০০৪,৬২৬	১,৬০৪,২০১
নগদ এবং নগদ সমতুল্যসমূহ- ৩১শে ডিসেম্বর		১,১৪৫,০০৬	১,০০৪,৬২৬
শেয়ারপ্রতি পরিচালনা থেকে নগদ প্রবাহ (NOCFPS)	৪৩	৭৭.৭০	১০৩.২৫

এই আর্থিক বিবৃতি যৌথভাবে সংযুক্ত নোটের সহিত পড়া বাঞ্ছনীয়।

ঢাকা, ৮ই এপ্রিল ২০২১

আইয়ুব কাদরী	**সুজিত কুমার পাই**	**মো: আনিছুজ্জামান**	**আবু মোহাম্মদ নিছার**
সভাপতি	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	চীফ ফিনান্সিয়াল অফিসার	কোম্পানি সচিব

হিসাবের টীকাসমূহ

২০২০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের

১. প্রতিবেদন প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

১.১ কোম্পানির পরিচিতি

লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড শেয়ার বাজারের তালিকাভুক্ত একটি কোম্পানি এবং কোম্পানিজ এ্যাক্ট ১৯১৩-এর (কোম্পানিজ এ্যাক্ট ১৯৯৪ এর পরিবর্ধন) আওতায় ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অন্তর্ভূক্ত হয়। কোম্পানিটি ১৯৭৬ সালে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (DSE) ও ১৯৯৬ সালে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (CSE) উভয়েরই শেয়ার বাজারের তালিকাভুক্ত একটি প্রতিষ্ঠান। এর নিবন্ধীকৃত কার্যালয়ের ঠিকানা হলো: ২৮৫ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা ১২০৮, বাংলাদেশ। কোম্পানি যুক্তরাজ্যের বিওসি গ্রুপ লিমিটেড-এর একটি সাবসিডিয়ারী কোম্পানি যা পুরোপুরি জার্মানির লিন্ডে এজি এর মালিকানাধীন।

২০১৮ সালের ৩১শে অক্টোবর জার্মানির লিন্ডে এজি এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্জাইর ইনকর্পোরেশন এর মাঝে একটি বৈশ্বিক একীভূতকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। সেই সুবাদে, লিন্ডে পিএলসি নামক আয়ারল্যান্ডের অন্তর্ভুক্ত একটি কোম্পানি লিন্ডে এজি এবং প্রাক্জাইর ইনকর্পোরেশন উভয়ের নতুন হোল্ডিং কোম্পানিতে পরিণত হয় এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড-এর বর্তমানে নতুন চূড়ান্ত হোল্ডিং কোম্পানি হল লিন্ডে পিএলসি।

বিওসি বাংলাদেশ লিমিটেড লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড-এর সাবসিডিয়ারি কোম্পানি। সাবসিডিয়ারি কোম্পানিগুলো লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড-এর অধীনে পরিচালিত হয়ে থাকে। উভয় সাবসিডিয়ারি কোম্পানিদ্বয় নিষ্ক্রিয় অবস্থায় আছে।

কোম্পানি এবং এর সাবসিডিয়ারি (একত্রে 'গ্রুপ' বোঝানো হয়েছে) নিয়ে এই কনসলিডেটেড আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুত করা হয়েছে।

১.২ ব্যবসার প্রকৃতি

কোম্পানির কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে শিল্পজাত ও চিকিৎসা, গ্যাস, ওয়েল্ডিং সরঞ্জামাদি ও পণ্যসমূহ, এ্যানেসথেসিয়া ও সহায়ক সরঞ্জামাদি প্রস্তুত ও সরবরাহ করা। সিলিন্ডার ভাড়া ও গ্রাহকদের কর্মস্থলে ভ্যাকুয়াম ইনসুলেটেড ইভাপোরেটর (VIE) স্থাপন কার্যক্রম হতেও কোম্পানি আয় করে থাকে।

২. অনুসৃত বিধির বিবরণ

এই আর্থিক বিবরণীসমূহ (কনসলিডেটেড আর্থিক অবস্থার বিবরণসহ) চলমান নীতি অনুসরণে হিসাবরক্ষণ কার্যের আন্তর্জাতিক আর্থিক মান অনুযায়ী প্রতিবেদনসমূহ (IFRS), এবং এই বিবরণী কোম্পানির আইন ১৯৯৪, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ নীতি ১৯৮৭ এবং বাংলাদেশর প্রযোজ্য অন্যান্য আইন মোতাবেক প্রস্তুত করা হয়েছে।

সাম্প্রতিক সংশোধনী আইন, ১৯৯৪ অনুসারে তালিকাভুক্ত সংস্থাসহ পাবলিক লিমিটেড সংস্থাগুলির ক্ষেত্রে অন্যদের মধ্যে সংশোধনকে সংযুক্ত করে 'পিএলসি' শব্দটির মাধ্যমে 'লিমিটেড' শব্দটির পরিবর্তন করা হবে। এই পরিবর্তনগুলি বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা চলছে।

আর্থিক বিবরণীসমূহ ৮ই এপ্রিল ২০২১ তারিখে প্রকাশ করার জন্য কোম্পানি পরিচালকমন্ডলী ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

২.১. আর্থিক বিবরণীর উপস্থাপন এবং ব্যবহারিক মুদ্রা

এই আর্থিক বিবরণীসমূহ উপস্থাপন করা হয়েছে বাংলাদেশীয় মুদ্রায় (টাকা) যাহা কোম্পানির ব্যবহারিক ও উপস্থাপন উভয়ই মুদ্রায়। বর্ণিত ব্যতীত এই আর্থিক বিবরণীসমূহের সংখ্যাগুলি নিকটতম হাজার টাকার হিসাবের অংক দেখানো হয়েছে, যদি অন্য কোনরকম নির্দেশনা না থাকে।

২.২. পরিমাপের ভিত্তি

কোম্পানির আর্থিক বিবরণীসমূহ ঐতিহাসিক ব্যয়ভিত্তির উপর নির্ভর করে প্রস্তুত করা হয়েছে এবং এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হল ফরোয়ার্ড কন্ট্রাক্ট যার ক্ষেত্রে পরিমাপের ভিত্তি হল ন্যায়সঙ্গত মূল্য।

২.৩. আনুমানিক বিবেচনাসমূহ ও হিসাবাদি ব্যবহার

আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুতের লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে হিসাবরক্ষণ নীতিমালা প্রয়োগের পাশাপাশি সম্পদ, দায়, আয় ও ব্যয়সমূহের প্রতিবেদিত পরিমাণকে প্রভাবিত করে এমন ধরনের বিবেচনা আনুমানিক হিসাব ও ধারণাকে কাজে লাগাতে হয়। আনুমানিক হিসাবাদি এবং গুরুত্বপূর্ণ ধারণাসমূহ চলমান ভিত্তিতে পুনর্বিবেচনা করা হয়। ভবিষ্যতে হিসাবে পুনঃপরীক্ষা স্বীকৃত হবে।

(ক) বিচার-বিশ্লেষণ

আর্থিক বিবরণীসমূহে স্বীকৃত অর্থের পরিমাণের উপর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে এমন হিসাবরক্ষণ নীতিমালাসমূহ প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনুসৃত বিচার-বিশ্লেষণ সংক্রান্ত তথ্য নিম্নলিখিত টীকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে:

কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত ইজারাসমূহ – ইজারাদার হিসেবে ইজারাসমূহ : টীকা - ১৭

(খ) আনুমানিক ধারণা ও বিবেচনা অনিশ্চিত হিসাবাদি

আর্থিক বিবরণীসমূহে আনুমানিক ধারণা ও বিবেচনা অনিশ্চিত হিসাবাদি বড় ধরনের ঝুঁকি মেটেরিয়াল সমন্বয়ের বিশ্লেষণ তথ্য নিম্নলিখিত টীকায় ৩১শে ডিসেম্বর ২০২০ অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে:

বিলম্বিত করের দায়সমূহ	: টীকা ১৬.২ ও ৩(ঞ)
বাণিজ্য প্রাপ্য বাবদ বরাদ্দ	: টীকা ১০.১ ও ৩(ঙ) (ii)
সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম-এর ব্যবহারিক বাড়তি মূল্য	: টীকা ৫ ও ৩(খ)
গ্র্যাচুইটি বাবদ বরাদ্দ	: টীকা ১৫ ও ৩(ঠ)
চলতি কর দায়সমূহ	: টীকা ২১ ও ৩(ঞ)

৩. গুরুত্বপূর্ণ হিসাবরক্ষণ নীতিমালা

আর্থিক বিবরণীসমূহে উপস্থাপিত সকল সময়ের ক্ষেত্রে নিম্নে প্রদত্ত হিসাবরক্ষণ নীতিমালাসমূহ সঙ্গতিপূর্ণভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে।

ভাল উপস্থাপনার জন্য এবং যেখানে যা প্রয়োজন, সেই অনুযায়ী নির্দিষ্ট তুলনামূলক আয়ের বিবরণীতে নতুন করে শ্রেণীবদ্ধভাবে আর্থিক বিবরণী এবং লাভ-লোকসান এবং অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণীতে দেখানো হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য হিসাবরক্ষণ নীতিমালা সূচক যার সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ নিম্নলিখিত পাতায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে:

(ক) বৈদেশিক মুদ্রা
(খ) সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম
(গ) অস্থায়ী (intangible) সম্পত্তিসমূহ
(ঘ) ইজারাকৃত সম্পত্তি
(ঙ) আর্থিক দলিলাদিসমূহ
(চ) মজুদ সামগ্রী
(ছ) ইমপেয়ারমেন্ট (impairment)
(জ) বরাদ্দসমূহ
(ঝ) সম্ভাব্য ব্যয়
(ঞ) আয়কর
(ট) শ্রমিকদের মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিল (WPPF)
(ঠ) কর্মচারিদের কল্যাণ সুবিধাদি
(ড) আয় বিষয়ক স্বীকৃতি
(ঢ) ফাইন্যান্স আয় ও খরচসমূহ
(ণ) আর্থিক বিবরণীসমূহের কনসলিডেশন
(ত) শেয়ারপ্রতি আয়
(থ) সংরক্ষিত তহবিল/রক্ষিত আয়
(দ) প্রতিবেদন তারিখের পরবর্তী ইভেন্টসমূহ
(ধ) সাধারণ

৩(ক) বৈদেশিক মুদ্রা

বৈদেশিক মুদ্রাকে টাকায় রূপান্তর করা হয় লেনদেনের দিনের হার অনুযায়ী। আর্থিক সম্পদ এবং দেনাগুলো পুনঃপরিবর্তিত হয় প্রতিবেদনের তারিখের ঐতিহাসিক মুদ্রার হার অনুযায়ী। আর্থিক বিনিময়ের হার ব্যবহার করে অর্থসংশ্লিষ্ট নয় এমন সম্পদ ও দায়সমূহের ব্যাপারে প্রতিবেদন প্রদান করা হয়। মুদ্রার রূপান্তরের পার্থক্যকে লাভ ও ক্ষতি এবং অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ বিবরণ হিসাব-এ আয় অথবা ব্যয় হিসাবে দেখানো হয়।

৩(খ) সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম

(i) স্বীকৃতি ও পরিমাপ

লাখেরাজ ভূমি, লাখেরাজ দালান এবং ইজারাকৃত দালান ব্যতিরেকে সম্পত্তি, প্ল্যান্ট, ও সরঞ্জাম পুঞ্জিভূত অবচয় ও অকার্যকারিতাপ্রসূত (impairment) পুঞ্জীভূত ক্ষয়ক্ষতি বাবদ ব্যয়, যদি থাকে, তা বাদ দিয়ে পরিমাপ করা হয়। লাখেরাজ ভূমি পুনঃমূল্যায়িত পরিমাণ হিসাবে পরিমাপ করা হয়। লাখেরাজ দালান এবং ইজারাকৃত দালানসমূহ পুঞ্জীভূত অবচয় ব্যতিরেকে পুনঃমূল্যায়িত পরিমাণ হিসেবে পরিমাপ করা হয়। লাখেরাজ ভবনসমূহ এবং ইজারাকৃত ভবনসমূহ অপেক্ষাকৃত কম পুঞ্জীভূত অবচয়িত ব্যয় হিসেবে পরিমাপ করা হয়। বিগত কয়েক বছরে পুনঃমূল্যায়ন মডেল ভ্রান্তভাবে অনুসরণ করা হয়েছিল। মূল কোম্পানির হিসাবরক্ষণ নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করার লক্ষ্যে ব্যয় সংক্রান্ত মডেল অনুসরণ করা হয়েছে। পুনঃমূল্যায়ন মডেলের পরিবর্তে ব্যয় সংক্রান্ত মডেল অনুসরণের প্রভাব এক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় নয়। কোন সম্পত্তি, প্ল্যান্ট ও সরঞ্জাম বাবদ ব্যয় বলতে বোঝায় এর ক্রয়মূল্য, আমদানি শুল্ক ও অফেরতযোগ্য করসমূহ (ট্রেড ডিসকাউন্ট ও রিবেটসমূহ বাদ দেয়ার পর) এবং সম্পত্তিসমূহকে প্রত্যাশিতভাবে পরিচালনা করার লক্ষ্যে যে ধরনের লোকেশন ও অবস্থা আবশ্যক সে ধরনের লোকেশন ও অবস্থায় সম্পত্তিটি আনয়ন বাবদ প্রত্যক্ষ যে কোন ব্যয়।

(ii) পরবর্তীকালীন ব্যয়সমূহ

যদি এমন হয় যে, কোন সম্পত্তি, প্ল্যান্ট বা সরঞ্জামাদির কোন অংশের ভবিষ্যত অর্থনৈতিক সুবিধা কোম্পানি পাবে এবং এর ব্যয় নির্ভরযোগ্য উপায়ে পরিমাপ করা যাবে, সেক্ষেত্রে উক্ত সম্পত্তি, প্ল্যান্ট বা সরঞ্জামাদির প্রতিস্থাপনীয় বা উন্নয়ন অংশটি বাবদ ব্যয় এর চলতি মূল্যের মধ্যে গণ্য করা হবে। কোন সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জামাদির দৈনন্দিন রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ ব্যয় লাভ ও ক্ষতি এবং অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণ বিষয়ক হিসাবাদির মধ্যে গণ্য করা হয়।

(iii) অবচয়

লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড সকল সম্পত্তি, প্ল্যান্ট ও সরঞ্জামের জন্য প্রযোজ্য সেবা অবচয় বিষয়ক কনভেনশনে (service depreciation convention) উল্লিখিত মাস ব্যবহার করে। এই কনভেনশন ব্যবহার করার মাধ্যমে যে মাসে সম্পত্তিটি সেবা প্রদানের জন্য চালু করা হয় সেই মাস থেকে অবচয় শুরু হয়; এক্ষেত্রে মাসের কোন দিবসে সম্পত্তিটি সেবা প্রদানের জন্য চালু করা হয়েছে তা গণ্য করা হয় না। সকল ক্রয়কৃত আইটেমকে সেবা প্রদানের জন্য চালু করতে হবে এবং যে মাসে এগুলোকে ব্যবহার করা শুরু হয় সে মাস হতে এদের অবচয় হিসাব করতে হবে। কোন আইটেম বিক্রয় করা হলে, যে মাসে বিক্রয় করা হয়েছে তার অব্যবহিত পূর্বের মাস অবধি অবচয় মূল্য আরোপ করা হয়।

লাখেরাজ জমি অথবা নির্মাণাধীন মূলধনী ব্যয় এর উপর অবচয় নির্ধারণ করা হয়নি। অন্যান্য সকল সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জামের ক্ষেত্রে সুষম ভিত্তিতে অবচয় নির্ধারণ করা হয়েছে। সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জামের শ্রেণী অনুযায়ী অবচয়ের হার বাস্তবিক গণনার ভিত্তিতে বিভিন্ন ভাবে প্রতীয়মান হয়েছে। বাস্তবিক গণনার ভিত্তিতে নিম্নে অবচয় নির্ধারণ করা হয়েছে যাহা:

	বছর
লাখেরাজ দালান	২৫ বছরের এবং ৪০ বছরের
প্ল্যান্ট, যন্ত্রপাতি এবং সিলিন্ডার (স্টোরেজট্যাংক এবং ভ্যাকুয়াম ইনসুলেটেড ইভাপোরেটরসহ)	১০-২০
মোটরগাড়ি	৫
আসবাবপত্র এবং সাজসরঞ্জাম	৫-১০
কম্পিউটার হার্ডওয়্যার	৫

৪০ বছর কম সময়ের জন্য ইজারাকৃত ভূমির ভবনের মূল্য ইজারা বা ভূমি লীজের সময়ব্যাপী অবচয় হয়ে থাকে। অবচয় পদ্ধতি, ব্যবহারিক বাড়তি মূল্য প্রতিটি প্রতিবেদনের তারিখে পর্যালোচনা করা হয়।

(iv) বিক্রয়ের উপর লাভ বা লোকসান

বিক্রয়ের উপর লাভ বা লোকসান নির্ণিত হয়ে থাকে পরিবাহী মূল্য ও বিক্রয়লব্ধ অর্থের তুলনামূলক নীট হিসাবের ভিত্তিতে।

৩(গ) অস্থায়ী (intangible) সম্পত্তিসমূহ

(i) স্বীকৃতি এবং পরিমাপ

অস্থায়ী সম্পত্তিসমূহ দেনা পরিশোধ বাবদ পুঞ্জীভূত অর্থ সঞ্চয় ও পুঞ্জীভূত অকার্যকারিতা প্রসূত (impairment) ক্ষয়ক্ষতি, যদি থাকে, তা ব্যতিরেকে ব্যয় হিসেবে পরিমাপ করা হয়। যখন IAS 38: অস্থায়ী সম্পত্তিসমূহ শীর্ষক মানদন্ড অনুযায়ী স্বীকৃতির সকল শর্তাবলী পূরণ করা হয়, তখন অস্থায়ী সম্পত্তিসমূহের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। অস্থায়ী সম্পত্তিসমূহ বাবদ ব্যয় বলতে বোঝায় এর ক্রয়মূল্য, আমদানি শুল্ক ও অফেরতযোগ্য করসমূহ এবং এই সম্পত্তির প্রত্যাশিত ব্যবহারের লক্ষ্যে সম্পত্তিটি প্রস্তুত করা বাবদ যেকোন প্রত্যক্ষ ব্যয়।

(ii) পরবর্তীকালীন ব্যয়

পরবর্তী ব্যয়ের সুবিধা গ্রহণ করা যায় কেবল তখনই যখন এমন সম্ভাবনা থাকে যে, উক্ত অংশে নিহিত ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক সুফলসমূহ কোম্পানির অনুকূলে আসবে এবং এর ব্যয় নির্ভরযোগ্যভাবে পরিমাপ করা যাবে। ব্যয় আরোপিত হওয়ার পর অন্যান্য সকল ব্যয় লাভ ও ক্ষতি এবং অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণী হিসাবে খাতায় দেখানো হয়।

(iii) দেনা পরিশোধ বাবদ অর্থ সঞ্চয় (amortisation)

এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যান (ERP) সফটওয়্যার এবং অন্যান্য সফটওয়্যারসমূহ বাবদ অর্থ পরিশোধের হার সরাসরি পদ্ধতিতে ছিল যথাক্রমে ১২.৫০% এবং ২৫% ব্যবহারের মাস হতে। দেনা পরিশোধ বাবদ অর্থ সঞ্চয় দেখানো হয়েছে লাভ ও ক্ষতি এবং অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণী হিসাবে।

৩(ঘ) ইজারাকৃত সম্পত্তি

২০২০ সালে ০১ জানুয়ারী তারিখে আইএফআরএস-১৬ প্রয়োগের পরিপ্রেক্ষিতে, রাইট-অব-ইউজ সম্পদসমূহ এবং লীজ সংক্রান্ত দায়সমূহকে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। মডিফাইড রেট্রোস্পেকটিভ পদ্ধতির আলোকে কোম্পানি আইএফআরএস-১৬ এর আওতায় পরিবর্তিত করা হয়েছে এবং সে সুবাদে বিগত বছরগুলোর সংখ্যাসমূহ সমন্বয় করা হয়নি। উপরন্তু, যে সকল লীজের মেয়াদ প্রাথমিকভাবে কার্যকর হওয়ার তারিখ হতে ১২ মাসের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে, সে সকল লীজের ক্ষেত্রে নতুন নির্দেশনা প্রয়োগ না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

(ঙ) আর্থিক দলিলাদিসমূহ

কোনো আর্থিক দলিল হলো সেই চুক্তি, যে চুক্তির বলে কোনো প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সম্পদ ও আর্থিক দায় বা ইক্যুইটি অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের সম্পদ ও আর্থিক দায় বা ইক্যুইটিতে পরিণত হয়।

আর্থিক সম্পদ

যে তারিখে কোম্পানির পাওনা (receivables) ও জমার (deposits) উৎপত্তি ঘটে কোম্পানি প্রাথমিকভাবে সেগুলোকে সে তারিখে পাওনা ও জমা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। অন্যান্য সকল আর্থিক সম্পদের ক্ষেত্রে, কোম্পানি যে তারিখে সেগুলোর লেনদেন সংক্রান্ত চুক্তির বিধানাবলীর পক্ষ হয় সে তারিখে প্রাথমিকভাবে সেগুলো আর্থিক সম্পদ হিসেবে স্বীকৃত হয়।

পক্ষান্তরে, কোম্পানি কোনো আর্থিক সম্পদের উপর থেকে সেই তারিখে আর্থিক সম্পদের স্বীকৃতি প্রত্যাহার করে নেয় যে তারিখে চুক্তি থেকে উদ্ভূত কোম্পানির অধিকারের অথবা চুক্তির অধীনে থাকা সম্পদ থেকে কোম্পানির নগদ অর্থ প্রবাহ পাওয়ার সম্ভাবনার পরিসমাপ্তি ঘটে; কিংবা কোম্পানি কোনো লেনদেনে কোনো আর্থিক সম্পদ থেকে চুক্তিজনিত নগদ অর্থ প্রবাহ পাওয়ার অধিকার হস্তান্তর করে, যে লেনদেনে আর্থিক সম্পদসমূহের মালিকানাজনিত সকল ঝুঁকি ও প্রতিদান (rewards) প্রকৃত প্রস্তাবে হস্তান্তরিত হয়ে যায়।

আর্থিক সম্পদের অন্তর্ভূক্ত নগদ অর্থ ও নগদ অর্থের সমতূল্য এবং বাণিজ্য প্রাপ্য:

(i) নগদ অর্থ ও নগদ অর্থের সমতুল্য

নগদ অর্থ ও নগদ অর্থের সমতুল্যসমূহের অন্তর্গত হলো, কোম্পানির তহবিলে থাকা নগদ অর্থ, ব্যাংকে থাকা নগদ অর্থ এবং মেয়াদ পূর্ণ হতে ৩-৬ মাস বা তার কম সময় বাকী থাকা স্থায়ী আমানতসমূহ, যা কোনো প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই কোম্পানির ব্যবহারের জন্য পাওয়া যাবে।

(ii) বাণিজ্য এবং অন্যান্য প্রাপ্য

গ্রাহককে মালামাল সরবরাহ করা বা সেবা প্রদান করা বাবদ তার নিকট থেকে কোম্পানির যে অর্থ পাওনা হয় তাই ব্যবসায়িক ও অন্যান্য পাওনা (trade and other receivables)। সরবরাহকৃত মালামাল বা প্রদত্ত সেবার জন্য যে ব্যয়মূল্যকে মালামাল বা সেবার বিনিময়ে ন্যায্য মূল্যমান হিসেবে বিবেচনা করা হয় সেই ব্যয়মূল্যকে প্রাথমিকভাবে ব্যবসায়িক ও অন্যান্য পাওনা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। প্রাথমিক স্বীকৃতির পর, এই ব্যয়মূল্য থেকে সরবরাহকৃত মালামাল বা প্রদত্ত সেবা থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া অংশ বাদ যাওয়ার কারণে গ্রাহকের নিকট থেকে যে পরিমাণ অর্থ কম পাওয়া যাবে তা বাদ দিয়ে সরবরাহকৃত মালামাল বা প্রদত্ত সেবার যে অর্থমূল্য নির্ধারিত হবে তা-ই ব্যবসায়িক ও অন্যান্য পাওনা হিসেবে কোম্পানির পাওনা হবে।

(iii) বিনিয়োগ

বিনিয়োগ বলতে ৩ মাসের অধিক সময়কালের জন্য ফিক্সড ডিপোজিট ম্যাচুরিটিকে বোঝায়। এক্ষেত্রে কোম্পানি কোন প্রতিবন্ধকতা ব্যাতিরেকে এই ডিপোজিট ব্যবহার করতে পারবে। কোম্পানি এফডিআর বিনিয়োগকে ম্যাচুরিটি পর্যন্ত ধরে রাখার ইতিবাচক আগ্রহ এবং সামর্থ্য রাখে এবং এ ধরনের আর্থিক সম্পদসমূহ ম্যাচুরিটির জন্য সংরক্ষিত হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়। এই ধরনের সম্পদসমূহ প্রাথমিকভাবে ন্যায্য মূল্যের পাশাপাশি যেকোন ধরনের প্রত্যক্ষ গণনাযোগ্য লেনদেন সংক্রান্ত ব্যয়ের আলোকে স্বীকৃত হয়। প্রাথমিক স্বীকৃতির পরবর্তী ধাপে এইসব সম্পদসমূহকে কার্যকর ইন্টারসেট পদ্ধতি ব্যবহার করে বন্ধকী ব্যয় হিসেবে পরিমাপ করা হয়।

(iv) সাবসিডিয়ারিতে বিনিয়োগ

সাবসিডিয়ারিতে বিনিয়োগ বলতে বাংলাদেশ অক্সিজেন লিমিটেড এবং বিওসি বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ইক্যুইটির অনুকূলে বিনিয়োগ বোঝায়।

আর্থিক দায়

অতীতে সংঘটিত কোনো ঘটনার ফলে যখন কোম্পানির জন্য কোনো চুক্তিজনিত দায় নিশ্চিতরূপে প্রতীয়মান হয় এবং যার নিষ্পত্তির ফলস্বরূপ কোম্পানি থেকে অন্যের কাছে অর্থনৈতিক সুফল প্রদানকারী সম্পদ হস্তান্তরের নিশ্চিত সম্ভাবনা সৃষ্টি হয় তখনই কোম্পানির জন্য একটি আর্থিক দায় সৃষ্টি হয়েছে বলে স্বীকৃত হয়। যে লেনদেন তারিখে কোম্পানি দায় সংক্রান্ত চুক্তির বিধানাবলীর পক্ষ হয় সে তারিখেই দায় সৃষ্টি হয়েছে বলে কোম্পানি প্রাথমিক ভাবে স্বীকার করে নেয়।

যখন কোম্পানি তার চুক্তির আওতাধীন দায়সমূহ পরিহার বা বাতিল করে বা এ সংক্রান্ত দায় বহনের মেয়াদ শেষ হয়ে যায়, তখন কোম্পানি আর্থিক দায়সমূহ পূরণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। বাণিজ্য প্রাপক, খরচ বাবদ প্রাপক এবং প্রদেয় খরচ, বিবিধ প্রাপক এবং অন্যান্য যে দায়সমূহ চলতি নয় এমন আর্থিক দায়সমূহের অন্তর্ভূক্ত।

৩(চ) মজুদ সামগ্রী

ব্যয় ও আনুমানিক হিসাবকৃত নীট মুনাফাযোগ্য মূল্যের অপেক্ষাকৃত কম হিসেবে পণ্যের মজুদসমূহ পরিমাপ করা হয় (পরিবাহী পণ্য বাদে)। পণ্যের মজুদসমূহের ব্যয় পরিমাপ করা হয় ওজনভিত্তিক গড় ব্যয় ফর্মুলা ব্যবহার করে এবং পণ্যের মজুদের ব্যয়ের মধ্যে রয়েছে মজুদ সংগ্রহ বাবদ ব্যয়, উৎপাদন বা রূপান্তর বাবদ ব্যয় এবং বিদ্যমান লোকেশন ও অবস্থায় এগুলোকে আনয়ন বাবদ অন্যান্য ব্যয়।

পণ্যের মজুদসমূহ কাঁচামাল, প্রস্তুতকৃত (finished) পণ্যাদি, পরিবাহী পণ্য এবং রক্ষণাবেক্ষণের কাজে আবশ্যক বাড়তি যন্ত্রাংশ নিয়ে গঠিত।

৩(ছ) ইমপেয়ারমেন্ট (impairment)

পণ্যাদি ও আসবাবের মজুত ব্যতিরেকে কোম্পানির সম্পত্তিসমূহের মূল্যের ক্ষেত্রে ইমপেয়ারমেন্ট-এর কোন লক্ষণ রয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করার জন্য প্রত্যেক প্রতিবেদন প্রদানের তারিখে এগুলো পর্যালোচনা করা হয়। যদি এ ধরনের আলামত পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিসমূহের পুনরুদ্ধারের উপযোগী ইমপেয়ারমেন্ট-এর আনুমানিক হিসাব বের করা হয়। যদি কোন সম্পত্তির বা এর নগদ অর্থ বৃদ্ধিকারী ইউনিটের চলতি মূল্য উক্ত সম্পত্তির পুনরুদ্ধারযোগ্য মূল্য অপেক্ষা বেশী হয় তা ইমপেয়ারমেন্ট লোকসান হিসেবে ধরা হয়। ইমপেয়ারমেন্ট লোকসান যদি হয়, সেগুলো লাভ ও ক্ষতি এবং অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণী হিসাবে দেখানো হয়।

৩(জ) বরাদ্দসমূহ

অতীত ইভেন্টের ফলাফলের কারণে কোম্পানির কোনো আইনগত বা গঠনমূলক বাধ্যবাধকতা থাকায় আর্থিক অবস্থার বিবরণে একটি বরাদ্দ ব্যবস্থাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, সেক্ষেত্রে সম্ভাবনা রয়েছে যে, এই বাধ্যবাধকতার নিষ্পত্তির জন্য আর্থিক সুফলের একটি বহিঃপ্রবাহ প্রয়োজন এবং বাধ্যবাধকতার পরিমাণের একটি নির্ভরযোগ্য আনুমানিক হিসাব করা যেতে পারে।

৩(ঝ) সম্ভাব্য ব্যয়

দাবী, মামলা ইত্যাদি থেকে উদ্ভূত সম্ভাব্য ব্যয় রেকর্ড রাখা হয়, যখন এমন সম্ভাবনা থাকে যে এতে একটি দায় আরোপিত হয়েছে এবং এর পরিমাণ যৌক্তিকভাবে পরিমাপ করা যেতে পারে।

৩(ঞ) আয়কর

বর্তমান এবং বিলম্বিত করের সাথে আয়করের খরচ বিন্যস্ত করা হয়েছে । আয়করের খরচ লাভ ও ক্ষতি এবং অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণী হিসাবে দেখানো হয়েছে এবং আয়করের খরচ ব্যতীত অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয় সম্পর্কিত হিসাবে অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয় স্বীকৃত।

(i) বর্তমান কর

আলোচ্য বছরের জন্য করযোগ্য আয়ের উপর যে প্রত্যাশিত কর প্রদান করতে হয় সেই করই হলো বর্তমান কর, যা প্রতিবেদনের তারিখে আইন কর্তৃক অনুমোদিত বা প্রকৃত অর্থে আইনসিদ্ধ কর হার অনুযায়ী প্রদেয়। কোম্পানিটি "পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানি" হিসেবে যোগ্যতর বিবেচিত। আয়করের হার চলতি বছরে ২৫% হারে বরাদ্দ করা হয়েছে। ২০১৮ সালের অর্থ অধ্যাদেশ অনুযায়ী এই কর বরাদ্দের হার নির্ধারণ করা হয়েছে।

প্রযোজ্য কর আইন অনুযায়ী কোম্পানিকে কোন নির্দিষ্ট বছরে সকল উৎস হতে প্রাপ্ত কোম্পানির মোট আয়ের পরিমাণের ০.৬ শতাংশ হারে প্রদেয় ন্যূনতম কর সাপেক্ষে কোম্পানির জন্য প্রযোজ্য হারে কর প্রদান করতে হবে। যেহেতু আলোচ্য বছরে কোন উৎস হতে সাবসিডিয়ারি কোম্পানির কোন আয় ছিল না, সেক্ষেত্রে সাবসিডিয়ারির জন্য কোন কর প্রদান করা হয়নি।

(ii) বিলম্বিত কর

আর্থিক প্রতিবেদন তৈরির জন্য সম্পদ এবং দায়সমূহের চলতি পরিমাণ এবং শুল্কায়নের জন্য ব্যবহৃত পরিমাণের মধ্যে সাময়িক পার্থক্য তৈরি করার মাধ্যমে IAS-১২: আয়করের, পদ্ধতি ব্যবহার করে বিলম্বিত কর বিবেচনা করা হয়। বিলম্বিত কর করের হারসমূহের আলোকে পরিমাপ করা হয়, যা সাময়িক পার্থক্যসমূহ বিপরীতভাবে প্রতিভাত হওয়ার প্রেক্ষিতে প্রয়োগ করার প্রত্যাশা করা হয়; এক্ষেত্রে যে সমস্ত আইন প্রণীত হয়েছে বা প্রতিবেদন প্রদানের তারিখ দ্বারা বাস্তবিকভাবে প্রণীত হয়েছে সে সমস্ত আইনের উপর ভিত্তি করে বিলম্বিত কর পরিমাপ করা হয়। বিলম্বিত করারোপিত সম্পদ এবং দায়সমূহের সমতা বিধান করা হয় যদি চলতি করারোপিত দায় ও সম্পদসমূহের সমতা বিধান করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে প্রয়োগযোগ্য অধিকার থাকে এবং যদি সেগুলো একই ধরনের কর প্রদানযোগ্য প্রতিষ্ঠানে একই কর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপিত আয়করসমূহের সাথে সম্পর্কিত থাকে।

একটি বিলম্বিত করারোপিত সম্পত্তি ঐ সীমা অবধি স্বীকৃত হয় যাতে, এমন সম্ভাবনা থাকে যে, ভবিষ্যতে যে করযোগ্য মুনাফাসমূহ পাওয়া যাবে তার বিপরীতে কর্তনযোগ্য সাময়িক পার্থক্য কাজে লাগানো যেতে পারে। বিলম্বিত করারোপিত সম্পত্তিসমূহ প্রত্যেক প্রতিবেদন প্রদানের তারিখে পুনর্বিবেচনা করা হয় এবং এগুলো এমন সীমা অবধি হ্রাস করা হয় যার পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর বিষয়ক মুনাফা আর বাস্তবায়ন করার সম্ভাবনা থাকবে না।

৩(ট) শ্রমিকদের মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিল (WPPF)

শ্রমিকদের মুনাফা অংশগ্রহণমূলক তহবিল বা WPPF বাবদ এই ধরনের ব্যয় আরোপ করার পূর্বে কোম্পানি এর মুনাফার ৫% যোগান দেয়।

৩(ঠ) কর্মচারিদের কল্যাণ সুবিধাদি

কোম্পানি-এর যোগ্য স্থায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারির জন্য নির্ধারিত অংশগ্রহণমূলক প্ল্যান (defined contribution plan) এবং নির্ধারিত কল্যাণ প্ল্যান (defined benefit plan) উভয়ই পরিচালনা করেন। যেখানে প্রযোজ্য, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (NBR) কর্তৃক অনুমোদিত স্ব স্ব দলিলসমূহে বর্ণিত শর্তাবলী অনুযায়ী যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়।

নির্ধারিত অংশগ্রহণমূলক প্ল্যান (provident fund বা ভবিষ্যৎ তহবিল)

নির্ধারিত অংশগ্রহণমূলক প্ল্যান হলো কর্মসংস্থান প্রদানোত্তর একটি বেনিফিট বা কল্যাণ প্ল্যান যার আওতায় কোম্পানি এর সকল স্থায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারির জন্য বেনিফিট বা কল্যাণের ব্যবস্থা করে। স্বীকৃত কর্মকর্তা-কর্মচারিদের ভবিষ্যৎ তহবিল নির্ধারিত অংশগ্রহণমূলক প্ল্যান হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। কারণ, এটি এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য নির্ধারিত স্বীকৃতিমূলক ক্রাইটেরিয়া বা মানদন্ডসমূহ পূরণ করে। সকল স্থায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারি তাদের মূল বেতনের ১৩.৫% ভবিষ্যৎ তহবিলে প্রদান করেন এবং কোম্পানিও সমপরিমাণ অর্থ প্রদানের মাধ্যমে এই তহবিল গঠনে অংশগ্রহণ করে।

যখন কোম্পানিতে কর্মরত ব্যক্তি অংশগ্রহণমূলক তহবিলের বিনিময়ে সেবা প্রদান করে থাকেন, তখন কোম্পানি কর্তৃক নির্ধারিত অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা তহবিলে অর্থ প্রদান ব্যয় হিসেবে গণ্য করা হয়। এক্ষেত্রে কোম্পানি তহবিলে যে পরিমাণ অর্থ প্রদান করতে সম্মত সে ব্যাপারে আইন এবং গঠনমূলক বাধ্যবাধকতার ভূমিকা সীমিত।

৭ জুলাই ২০২০-এ প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুসারে ১৭৯/এফআরসি/এফআরএম/এসআরও/২০২০/২ অনুসারে, "যদি কোনও প্রভিডেন্ট ফান্ডের কোনও বাজেয়াপ্ত তহবিল থাকে তার ট্রাস্টিকে অবশ্যই তহবিলকে নিয়োগকারী সংস্থার অ্যাকাউন্টে ফেরত দিতে হবে।" বছরব্যাপী লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেডকে ১৬,৫৬৬ টাকার অবিচ্ছিন্ন বাজেয়াপ্ত তহবিল প্রদান করা হবে যা তহবিলের নিরীক্ষা শেষ হওয়ার পর সংস্থাটি হিসাবে লিপিবদ্ধ করবে।

নির্ধারিত কল্যাণ প্ল্যানসমুহ

(i) গ্রাচ্যুইটি স্কীম

কোম্পানির এর স্থায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য একটি তহবিল বহির্ভূত গ্র্যাচুইটি স্কীম পরিচালনা করে থাকে। এই স্কীমের আওতায় একজন কর্মকর্তা/কর্মচারী তার চাকুরির মেয়াদ এবং সর্বশেষ গৃহীত মূল বেতনের আলোকে সুবিধা পাওয়ার যোগ্য হন। এক্ষেত্রে কোম্পানি সকল যোগ্য কর্মকর্তা-কর্মচারির জন্য প্রতিবেদন প্রদানের তারিখ হতে সর্বাধিক সুবিধা সম্বলিত গ্র্যাচুইটি হিসাব করে থাকে। ২০১৬ সালের পরে এই স্কীমের অনুকূলে কোন একচ্যুয়ারিয়াল মূল্যায়ন করা হয়নি। ২০১৭ সালে ২০১৬ সালের একচ্যুয়ারিয়াল মূল্যায়নের সুপারিশের উপর ভিত্তি করে গ্র্যাচুইটি স্কীমের ব্যবস্থা করা হয়। যেহেতু গ্র্যাচুইটি পেমেন্টের ক্ষেত্রে কোন গুরুত্বপূর্ণ অনিশ্চয়তা বা আনুমানিক হিসাবাদির বিষয় নেই, সেজন্য ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এই মর্মে বিবেচনা করেন যে যদি এক্ষেত্রে একচ্যুয়ারিয়ারিয়াল মূল্যায়ন করা হত সেক্ষেত্রে ফলাফলগত কোন পার্থক্য থাকলেও তা IAS-19 কর্মচারী কল্যাণ সুবিধা অনুযায়ী পরিমাণ এবং সম্পর্কিত ডিসক্লোজারের আলোকে তেমন গুরুতর হত না।

(ii) স্বল্প-মেয়াদী কর্মচারিদের কল্যাণ সুবিধাদি

স্বল্প মেয়াদী কর্মচারি কল্যাণ সুবিধা সংক্রান্ত দায়সমূহকে আনডিসকাউন্টেড ভিত্তিতে পরিমাপ করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট সেবা বাবদ ব্যয় হিসেবে দেখানো হয়। সারা বছরে কর্মচারিদের যে ছুটি জমা হয় তা তাদের ভোগ করার বিধান থাকলেও তারা তা গ্রহণ করেন না। প্রত্যেক কর্মচারিদের সর্বশেষ প্রাপ্ত মূল বেতন ও অব্যবহৃত ছুটির ভিত্তিতে এ ভাতার ব্যবস্থা করা হয়।

৩(ড) রাজস্ব স্বীকৃতি

'গ্রাহকদের সাথে চুক্তি থেকে প্রাপ্ত উপার্জন' রাজস্ব স্বীকৃতি আইএফআরএস-১৫ এর অধীনে গৃহীত নীতিমাল অনুসরণ করে

পণ্যসমূহ বিক্রয় হতে প্রাপ্ত আয়

(i) বিক্রিত পণ্যসমূহ

গৃহীত বা গৃহীতব্য বিবেচনার নিরপেক্ষ মূল্য, রিটার্ণ ও ভাতা ও বাণিজ্য বিষয়ক ডিসকাউন্টসমূহের মোট পরিমাণ অনুযায়ী পণ্যাদির বিক্রয় হতে আয় পরিমাপ করা হয়। আয় স্বীকৃত হয় যখন ক্রেতার নিকট মালিকানা বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ ঝুঁকি এবং প্রাপ্তিসমূহ স্থানান্তরিত হয়, বিবেচনাসমূহ পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা থাকে, পণ্যের সংশ্লিষ্ট ব্যয় ও সম্ভাব্য রিটার্ণ নির্ভরযোগ্যভাবে আনুমানিক হিসাব করা যায়, পণ্যের ক্ষেত্রে কোন অব্যাহত ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সম্পৃক্ততা থাকে না এবং আয়ের পরিমাণ নির্ভরযোগ্যভাবে পরিমাপ করা যায়। সাধারণত পণ্য তালিকার পাশাপাশি পণ্যের সরবরাহের সময় এগুলো সাধিত হয়।

(ii) বিক্রয় সরবরাহ হতে নগদ প্রাপ্তি

যখন বিক্রেতা কর্তৃক পণ্য ডেলিভারি দেয়া হয় এবং নগদ অর্থ গ্রহণ করা হয়, তখন আয় স্বীকৃত হয়।

সেবাসমূহ

প্রদত্ত সেবাসমূহ হতে প্রাপ্ত আয় প্রতিবেদন প্রদানের তারিখে লেনদেন সমাপ্ত হওয়ার পর্যায় অনুপাতে লাভ ও ক্ষতি এবং নির্দেশক হিসাবে স্বীকৃত হয়। সিলিন্ডার ভাড়া মূলতঃ নগদ ভিত্তিতে স্বীকৃত হয়।

কমিশন

যখন কোন লেনদেনের ক্ষেত্রে কোম্পানি প্রিন্সিপাল না হয়ে বরং একটি এজেন্ট হিসেবে কাজ করে, তখন কোম্পানি কর্তৃক গৃহীতব্য কমিশনের নীট পরিমাণ হিসেবে আয় স্বীকৃত হয়।

৩(ঢ) ফাইন্যান্স আয় ও খরচসমূহ

ফাইন্যান্স বিষয়ক আয় বলতে স্থায়ী জমা বাবদ তহবিল হতে প্রাপ্ত সুদ বাবদ আয় বোঝায়। সুদ বাবদ আয় ক্রমবর্ধিষ্ণু হিসাবের ভিত্তিতে স্বীকৃত হয়।

ফাইন্যান্স বিষয়ক ব্যয় বলতে ওভার ড্রাফটজনিত সুদ বাবদ ব্যয় এবং ব্যাংক চার্জসমূহ বোঝায়। ফাইন্যান্স বিষয়ক সকল ব্যয় লাভ ও ক্ষতি এবং অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণী বিষয়ক হিসাবে স্বীকৃত হয়।

৩(ণ) আর্থিক বিবরণীসমূহের কনসলিডেশন

(i) সাবসিডিয়ারি কোম্পানিতে বিনিয়োগ

সাবসিডিয়ারি বলতে ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে বোঝায় যেগুলো গ্রুপ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। যখন কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে গ্রুপের সম্পৃক্তির ফলে উক্ত প্রতিষ্ঠান পরিবর্তনযোগ্য আয় অর্জন করে বা অর্জন করার অধিকার পায় এবং গ্রুপ যখন উক্ত সাবসিডিয়ারির উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করে এর অর্জিত আয়কে প্রভাবিত করার সামর্থ্য রাখে তখন উক্ত সাবসিডিয়ারির উপর গ্রুপের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হয়। সাবসিডিয়ারির আর্থিক বিবরণী সমন্বিত আর্থিক বিবরণীসমূহে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে যে তারিখ হতে নিয়ন্ত্রণ কার্যকর হয়েছে সেই তারিখ হতে যে তারিখে নিয়ন্ত্রণের সমাপ্তি ঘটেছে সেই তারিখ অবধি উক্ত আর্থিক বিবরণী অন্তর্ভুক্ত থাকে।

(ii) নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত সুদসমূহ

এনসিআই যেই তারিখে আত্মীকরণ হয়েছে সেই তারিখে আত্মীকরণকারী প্রতিষ্ঠানের শনাক্তকরণযোগ্য নীট সম্পত্তিসমূহে তাদের আনুপাতিক শেয়ারের আলোকে পরিমাপিত হয়। একটি সাবসিডিয়ারিতে গ্রুপের সুদের ক্ষেত্রে সংঘটিত পরিবর্তন যার ফলে নিয়ন্ত্রণ হারানোর মত ঘটনা ঘটে না সেসব ক্ষেত্রে উক্ত পরিবর্তনসমূহ ইক্যুইটি বিষয়ক লেনদেন হিসেবে গণ্য করা হয়।

(iii) নিয়ন্ত্রণ হারানো

যখন কোন গ্রুপ এর সাবসিডিয়ারির উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে, তখন গ্রুপ সাবসিডিয়ারির সম্পদসমূহ ও দায়সমূহ ও সংশ্লিষ্ট কোন এনসিআই এবং ইক্যুইটির অন্যান্য উপাদানসমূহকে স্বীকৃতি প্রদান করে না। এর পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভুত প্রাপ্তি অথবা ক্ষতি মুনাফা অথবা ক্ষতি হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। যখন নিয়ন্ত্রণের পরিসমাপ্তি ঘটে তখন সাবেক সাবসিডিয়ারিতে থেকে যাওয়া যেকোন সুদকে ন্যায্যমূল্যে পরিমাপ করা হয়।

(iv) সমন্বিতকরণ পরবর্তী লেনদেন বিলোপ

আন্তঃগ্রুপ ব্যালেন্সসমূহ ও লেনদেনসমূহ এবং আন্তঃগ্রুপ লেনদেনসমূহ হতে উদ্ভুত নগদ অর্থ নয় এমন যেকোন ধরনের আয় বা ব্যয়সমূহকে বিলোপ করা হয়েছে। ইক্যুইটি হিসাবের আলোকে লগ্নীকৃত প্রতিষ্ঠানের সাথে লেনদেন হতে উদ্ভুত নগদ অর্থ নয় এমন প্রাপ্তিসমূহকে বিনিয়োগের বিপরীতে বিলোপ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে লগ্নীকৃত প্রতিষ্ঠানে রয়ে যাওয়া গ্রুপের সুদ বিষয়ক আয়ের সীমানা পর্যন্ত বিবেচনা করা হয়েছে। নগদ অর্থ নয় এমন প্রাপ্তিসমূহের মত করে নগদ অর্থ নয় এমন ক্ষতিসমূহ বিলোপ করা হয়েছে তবে এক্ষেত্রে ততটুকু পর্যন্ত বিলোপ করা হয়েছে যাতে প্রতিষ্ঠান অকার্যকর হওয়ার কোন লক্ষণ প্রকাশ না পায়।

৩(ত) শেয়ারপ্রতি আয়

কোম্পানি তার সাধারণ শেয়ারের জন্য শেয়ারপ্রতি মৌলিক আয়-এর (EPS) ডাটা উপস্থাপন করেছে।

শেয়ারপ্রতি মৌলিক আয়

সাধারণ শেয়ারহোল্ডাদের অর্জিত আয় বা লোকসান (কর পরবর্তী নীট মুনাফা) এবং এ বছরের বকেয়া ওয়েটেড এভারেজ সাধারণ শেয়ারের সংখ্যার সহিত বিভাজনের মাধ্যমে শেয়ারপ্রতি মৌলিক আয় (EPS) নির্ধারিত হয়।

৩(থ) সংরক্ষিত তহবিল/রক্ষিত আয়

চিরাচরিতভাবে কোম্পানি এর মুনাফার পুরো অংশ সাধারণ সংরক্ষিত তহবিল/সংরক্ষিত আয় খাতে স্থানান্তর করে থাকে। এই তহবিল যেকোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যেতে পারে (উদাহরণ: লভ্যাংশ বিতরণের ক্ষেত্রে, ইত্যাদি)।

৩(দ) প্রতিবেদন তারিখের পরবর্তী ইভেন্টসমূহ

প্রতিবেদন তারিখের পরবর্তী ইভেন্টসমূহ, যা প্রতিবেদন তারিখে কোম্পানির অবস্থা সম্বন্ধে বাড়তি তথ্য প্রদান করে, সেই ইভেন্টসমূহ আর্থিক বিবরণীসমূহে প্রতিফলিত হয়েছে। প্রতিবেদন তারিখের পরবর্তী ম্যাটেরিয়াল ইভেন্টসমূহ, যেগুলো এ্যাডজাস্টিং ইভেন্ট নয়, সেগুলি প্রকাশ করা হয়েছে যা টীকা ৪৫-এ দেখানো হয়েছে।

৩(ধ) সাধারণ

বর্তমান বছরের উপস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য পূর্ববর্তী বছরের পরিসংখ্যানগুলি পুনঃস্থাপন/পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে।

৪. পরিচালনা খাতসমূহ

৪.১ খাতসমূহের ভিত্তি

নিম্নে পরিচালনা প্রতিবেদন খাতসমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হল:

প্রতিবেদনযোগ্য খাতসমূহ	কার্যক্রমসমূহ
বাল্ক গ্যাসসমূহ	শিল্পজাত তরল গ্যাসসমূহ, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, আর্গন এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপাদন ও সরবরাহ
প্যাকেজ গ্যাস ও পণ্যসমূহ (পিজি এন্ড পি)	শিল্পজাত কমপ্রেসড প্যাকেজড গ্যাসসমূহ ও ওয়েল্ডিং মালামালসমূহ যার আওতায় রয়েছে কমপ্রেসড শিল্পজাত অক্সিজেন, ডিজলভড এ্যাসিটিলিন, নাইট্রোজেন, আর্গন, কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং ইলেক্ট্রোডসমূহ
হেলথকেয়ার	হেলথকেয়ার খাতসমূহে মেডিক্যাল গ্যাস যেমন, মেডিকেল অক্সিজেন ও নাইট্রাস অক্সাইড, সিলিন্ডারস ও এক্সেসরিজসমূহ সরবরাহ এবং মেডিক্যাল গ্যাস পাইপ লাইন সিস্টেম ও মেডিক্যাল সরঞ্জামাদি রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত সরবরাহ ও স্থাপন সম্পর্কিত সকল ধরনের সেবা

এই তিনটি প্রতিবেদনযোগ্য খাত হল কোম্পানির কৌশলগত ব্যবসায় ইউনিট এবং কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ও অভ্যন্তরীণ প্রতিবেদন প্রেরণ কাঠামোর ভিত্তিতে এই খাতসমূহের বিষয়ে পৃথকভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। প্রতিটি কৌশলগত ব্যবসায় ইউনিটের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ন্যূনতম তিন মাস অন্তর অন্তর অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে থাকে। কার্যক্রম পরিচালনা হতে আগত খাতভিত্তিক মুনাফার আলোকে সাফল্য বা দক্ষতা পরিমাপ করা হয়। এক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রতিবেদনসমুহে উক্ত মুনাফার বিষয়টি অর্ন্তভূক্ত করা হয়। খাতভিত্তিক আয় এবং কার্যক্রম পরিচালনা হতে আগত মুনাফা দক্ষতা বা সাফল্য পরিমাপের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় কারণ অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে, অন্যান্য যেসকল প্রতিষ্ঠান এসব শিল্প-কারখানার আওতায় কার্যক্রম পরিচালনা করছে সেসব প্রতিষ্ঠান বিচারে নির্দিষ্ট কতক খাতের ফলাফল মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এই ধরনের তথ্য সর্বাধিক যুক্তিসঙ্গত।

৪.২ প্রতিবেদনযোগ্য খাতসমূহ সংক্রান্ত তথ্যাদি

প্রতিটি প্রতিবেদনযোগ্য খাত সংক্রান্ত তথ্য নিম্নে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। সাফল্য পরিমাপের উদ্দেশ্যে কার্যক্রম হতে আগত খাত সংক্রান্ত মুনাফা ব্যবহার করা হয়েছে, কারণ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এই মর্মে বিশ্বাস করেন যে, একই শিল্প কারখানাসমূহে কার্যক্রম পরিচালনারত অন্যান্য সংস্থাসমূহের সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট খাতসমূহের ফলাফল মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এই তথ্য সর্বাধিক যুক্তিসঙ্গত।

	প্রতিবেদনযোগ্য খাতসমূহ			টাকা '০০০
	বাল্ক গ্যাসসমূহ	পিজি এন্ড পি	হেলথকেয়ার	মোট
	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০
২০২০				
রেভিনিউ	৬০৯,০০৬	৩,২১৩,৫৩০	৮৮৮,৮৮০	৪,৭১১,৪১৬
পরিচালনা হতে মুনাফা	১৮৬,৯২১	১,১০২,১৪২	৪৩০,৬৫৪	১,৭১৯,৭১৭
২০১৯				
রেভিনিউ	৭২৭,৩৩০	৪,২৩৯,৫৩৩	৭১৬,৫৭৮	৫,৬৮৩,৪৪১
পরিচালনা হতে মুনাফা	২৩৪,৩৭৯	১,৪৬৪,৮১৮	২৯৯,৯৮১	১,৯৯৯,১৭৮

		২০২০	২০১৯
i. রেভিনিউ	টীকা	টাকা '০০০	টাকা '০০০
প্রতিবেদনযোগ্য খাতসমূহ হতে মোট রেভিনিউ		৪,৭১১,৪১৬	৫,৬৮৩,৪৪১
অন্যান্য খাতসমূহ হতে রেভিনিউ		-	-
আন্তঃ খাতসমূহের বাতিলকৃত রেভিনিউ		-	-
মোট রেভিনিউ		৪,৭১১,৪১৬	৫,৬৮৩,৪৪১
ii. কর পূর্ব মুনাফা			
প্রতিবেদনযোগ্য খাতসমূহ হতে মোট কর পূর্ব মুনাফা		১,৭১৯,৭১৭	১,৯৯৯,১৭৮
অন্যান্য খাতসমূহ হতে মোট কর পূর্ব মুনাফা		-	-
আন্তঃ খাতসমূহের বাতিলকৃত মুনাফা		-	-
প্রতিবেদনযোগ্য খাতসমূহের মুনাফা সংশ্লিষ্ট নয়		(২৭১,৪২৬)	(৩২০,২৯০)
মোট কর পূর্ব মুনাফা		১,৪৪৮,২৯১	১,৬৭৮,৮৮৮

	টীকা	২০২০ টাকা '০০০	২০১৯ টাকা '০০০
iii. প্রতিবেদনযোগ্য খাতসমূহের মুনাফা সংশ্লিষ্ট নয়			
অন্যান্য আয়	২৬	১,৬৩০	(২,৯৫৪)
নীট বৈদেশিক মুদ্রা বাবদ ক্ষতি		(৭,১২৬)	(৭,৮৩১)
রয়েলিটি ও কারিগরি সহায়তা ফি	২৫	(৩৬,৫০৩)	(৩৭,১৫০)
নীট অর্থায়ন হতে আয়	২৭	৭৮,১২৭	৭২,৪৭৪
শ্রমিকদের মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিল গঠন	২৮	(৭৬,০৪৬)	(৮৭,৪২০)
অব্যবহৃত কর্পোরেট উপরি ব্যয়		(৩১১,৩৪৪)	(৩৮৩,১৭০)
		(২৭১,৪২৬)	(৩২০,২৯০)

বর্তমান কোম্পানির আকার ও পরিচালনায় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের প্রতিদিনের বিবেচনায় সম্পত্তির অংশসমূহ এবং দায়-দায়িত্বসমূহ গণ্য হবে না। সম্পত্তির অংশসমূহ এবং দায়-দায়িত্বসমূহের ব্যাপারে কোন তথ্য প্রকাশ করা হয়নি।

৫. সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম

হিসাবরক্ষণ নীতিমালা নোট ৩(খ,গ,ঘ)-এ বিস্তারিত

পরিবাহী মূল্যের সমন্বয় সাধন

বিবরণ	লাখেরাজ ভূমি	লাখেরাজ দালান	ইজারাকৃত ভূমির দালান	প্ল্যান্ট, যন্ত্রপাতি ও সিলিন্ডারস্	মোটর গাড়ী	আসবাবপত্র এবং সাজসরঞ্জাম	কম্পিউটার হার্ডওয়্যার	নির্মাণাধীন মূলধনী ব্যয়	মোট
	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০
(ক) ক্রয়মূল্য									
১লা জানুয়ারি ২০২০ এর উদ্বৃত্ত	৭৫,০৮০	৭৩৬,৯৩১	১০৬,৪২৬	৪,৫৬৯,৫৮৭	১৫৮,৬২৩	৯০,১৮১	৬০,৯৯০	৩১১,৭৪৭	৬,১০৯,৫৬৫
সংযোজন	-	২০,২২৭	-	৩৩৭,৩৯৩	-	৩,৬৯১	২,৪০৭	১২৬,৬০৭	৪৯০,৩২৫
বিক্রয়/হস্তান্তর	-	-	-	(৭৯,৫৩৯)	(১৬,০১০)	(৮,৪৮১)	-	(৩৬৩,৭১৮)	(৪৬৭,৭৪৮)
৩১শে ডিসেম্বর ২০২০ এর উদ্বৃত্ত	৭৫,০৮০	৭৫৭,১৫৮	১০৬,৪২৬	৪,৮২৭,৪৪১	১৪২,৬১৩	৮৫,৩৯১	৬৩,৩৯৭	৭৪,৬৩৬	৬,১৩২,১৪১
১লা জানুয়ারি ২০১৯ এর উদ্বৃত্ত	৭৫,০৮০	৭১৭,৬০৭	১০৬,৪২৬	৪,০৭২,৬১৯	১৫৪,৭৯৪	৮৯,৭৫৪	৬০,৫৯৯	৪০৯,৯৯৬	৫,৬৮৬,৮৭৫
সংযোজন	-	১৯,৩২৪	-	৫২০,৫৭৫	৩,৮২৯	২,৩৫৫	৫৩১	৪৫৩,৫৭৫	১,০০০,১৮৯
বিক্রয়/হস্তান্তর	-	-	-	(২৩,৬০৭)	-	(১,৯২৮)	(১৪০)	(৫৫১,৮২৪)	(৫৭৭,৪৯৯)
৩১শে ডিসেম্বর ২০১৯ এর উদ্বৃত্ত	৭৫,০৮০	৭৩৬,৯৩১	১০৬,৪২৬	৪,৫৬৯,৫৮৭	১৫৮,৬২৩	৯০,১৮১	৬০,৯৯০	৩১১,৭৪৭	৬,১০৯,৫৬৫
(খ) সঞ্চিত অবচয়									
১লা জানুয়ারি ২০২০ এর উদ্বৃত্ত	-	১৫২,৯৬২	৬৬,৪৪৬	২,০৩৯,০৬৯	১২৭,৮১৭	৬৯,২২৩	৪৭,৫৪৫	-	২,৫০৩,০৬২
এ বছরের খরচ	-	২৫,১৬৯	১,৬৬২	২৪৯,৫৫৮	১৩,৬৫৩	৪,৯১৬	৮,৪২২	-	৩০৩,৩৭৯
এ বছরের বিক্রয়/হস্তান্তর	-	-	-	(৭৮,৫৮৭)	(১২,০১৮)	(৮,৪৮১)	-	-	(৯৯,০৮৬)
৩১শে ডিসেম্বর ২০২০ এর উদ্বৃত্ত	-	১৭৮,১৩১	৬৮,১০৮	২,২১০,০৪০	১২৯,৪৫২	৬৫,৬৫৮	৫৫,৯৬৭	-	২,৭০৭,৩৫৫
১লা জানুয়ারি ২০১৯ এর উদ্বৃত্ত	-	১২৯,০৯৯	৬৪,৬১৪	১,৮৩৪,২১৬	১০৮,৯৬৩	৬৬,৪৩৫	৩৮,০৮৫	-	২,২৪১,৪১২
এ বছরের খরচ	-	২৩,৮৬৩	১,৮৩২	২২৬,৪০৪	১৮,৮৫৪	৪,৭০৪	৯,৬০০	-	২৮৫,২৫৭
এ বছরের বিক্রয়/হস্তান্তর	-	-	-	(২১,৫৫১)	-	(১,৯১৬)	(১৪০)	-	(২৩,৬০৭)
৩১শে ডিসেম্বর ২০১৯ এর উদ্বৃত্ত	-	১৫২,৯৬২	৬৬,৪৪৬	২,০৩৯,০৬৯	১২৭,৮১৭	৬৯,২২৩	৪৭,৫৪৫	-	২,৫০৩,০৬২
(গ) পরিবাহী মূল্য (ক-খ)									
৩১শে ডিসেম্বর ২০১৯ এর উদ্বৃত্ত	৭৫,০৮০	৫৭৯,০২৮	৩৮,৩১৮	২,৬১৭,৪০১	১৩,১৬১	১৯,৭৩৩	৭,৪৩০	৭৪,৬৩৬	৩,৪২৪,৭৮৬
৩১শে ডিসেম্বর ২০২০ এর উদ্বৃত্ত	৭৫,০৮০	৫৮৩,৯৬৯	৩৯,৯৮০	২,৫৩০,৫১৮	৩০,৮০৬	২০,৯৫৮	১৩,৪৪৫	৩১১,৭৪৭	৩,৬০৬,৫০৩
৫.১ এ বছরের অবচয় বরাদ্দ									
বিক্রিত পণ্যের খরচ	–	–	–	–	–	–	–	২২৩,৮৯৩	২০০,৬২২
পরিচালনা ব্যয়	–	–	–	–	–	–	–	৭৯,৪৮৬	৮৪,৬৩৫
								৩০৩,৩৭৯	২৮৫,২৫৭

৬. অস্থায়ী সম্পত্তিসমূহ	সফট্ওয়্যার	নির্মাণাধীন মূলধনী ব্যয়	মোট
	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০
হিসাবরক্ষণ নীতিমালা নোট ৩(গ)-এ বিস্তারিত			
ক. মূল্য			
১লা জানুয়ারি ২০২০ এর উদ্বৃত্ত	৬৮,৩৬৪	-	৬৮,৩৬৪
সংযোজন	১২৯	১২৯	২৫৮
সমন্বয়/হস্তান্তর	-	(১২৯)	(১২৯)
৩১শে ডিসেম্বর ২০২০ এর উদ্বৃত্ত	৬৮,৪৯৩	-	৬৮,৪৯৩
১লা জানুয়ারি ২০১৯ এর উদ্বৃত্ত	৬৮,১০০	-	৬৮,১০০
সংযোজন	২৬৪	২৬৪	৫২৮
সমন্বয়/হস্তান্তর	-	(২৬৪)	(২৬৪)
৩১শে ডিসেম্বর ২০১৯ এর উদ্বৃত্ত	৬৮,৩৬৪	-	৬৮,৩৬৪
খ. সঞ্চিত অ্যামোরটাইজেশন			
১লা জানুয়ারি ২০২০ এর উদ্বৃত্ত	৬৩,০৬৯	-	৬৩,০৬৯
আমোরটাইজেশন	৪,৯৩৯	-	৪,৯৩৯
৩১শে ডিসেম্বর ২০২০ এর উদ্বৃত্ত	৬৮,০০৮	-	৬৮,০০৮
১লা জানুয়ারি ২০১৯ এর উদ্বৃত্ত	৫৬,৩৪৫	-	৫৬,৩৪৫
আমোরটাইজেশন	৬,৭২৪	-	৬,৭২৪
৩১শে ডিসেম্বর ২০১৯ এর উদ্বৃত্ত	৬৩,০৬৯	-	৬৩,০৬৯
গ. পরিবাহী মূল্য (ক-খ)			
৩১শে ডিসেম্বর ২০২০ এর উদ্বৃত্ত	৪৮৫	-	৪৮৫
৩১শে ডিসেম্বর ২০১৯ এর উদ্বৃত্ত	৫,২৯৫	-	৫,২৯৫

	২০২০	২০১৯
	টাকা '০০০	টাকা '০০০
৭. সম্পত্তির সঠিক ব্যবহার (ROU)		
অ্যাকাউন্টিং নোট ৩(ঘ) এর নীতিমালাগুলি দেখুন		
খরচ		
প্রারম্ভিক উদ্বৃত্ত	৩৭,১৭১	৩৭,১৭১
বছরব্যাপী সংযোজন	৭,৬৪০	-
নিষ্পত্তি/সামঞ্জস্য	-	-
৩১ ডিসেম্বর এর উদ্বৃত্ত	৪৪,৮১১	৩৭,১৭১
সঞ্চিত অবচয়		
প্রারম্ভিক উদ্বৃত্ত	২৬,০৩৫	১৯,২০৬
বছরব্যাপী সংযোজন	৬,৬১৭	৬,৮২৯
নিষ্পত্তি/সামঞ্জস্য	-	-
৩১ ডিসেম্বর এর উদ্বৃত্ত	৩২,৬৫২	২৬,০৩৫
৩১ ডিসেম্বর এর লিখিত উদ্বৃত্ত	১২,১৫৯	১১,১৩৬
৮. সাবসিডিয়ারি কোম্পানিতে বিনিয়োগ		
বাংলাদেশ অক্সিজেন লিমিটেড	-	২০
বিওসি বাংলাদেশ লিমিটেড	২০	২০
	২০	৪০

এটি লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেডের সম্পূর্ণ মালিকানাধীন সংস্থা বিওসি বাংলাদেশ লিমিটেডে কোম্পানির বিনিয়োগের প্রতিনিধিত্ব করে। ২০২০ সালে বাংলাদেশ অক্সিজেন লিমিটেড নামের কোম্পানিটি সমাপ্ত হয়েছে।

	টীকা	২০২০ টাকা '০০০	২০১৯ টাকা '০০০
৯. মজুদ সামগ্রী			
হিসাবরক্ষণ নীতিমালা নোট ৩(চ)-এ বিস্তারিত			
কাঁচামাল		২৮৮,৫০০	৪০০,৭২৪
উৎপন্ন দ্রব্য মজুদ		৪৭২,৫১১	২৮৮,৪৬৫
চালান অধীন মালামাল		১৭,৯৮২	৫৩,০৩৯
রক্ষণাবেক্ষণের জন্য খুচরা যন্ত্রপাতি		১৫৮,৭৯৭	১৫১,৪৮৪
পুরাতন মজুদ সামগ্রী বাবদ বরাদ্দ	৯.১	(৬৪,৩৪৮)	(৬১,৯১২)
		৮৭৩,৪৪২	৮৩১,৮০০
৯.১ পুরাতন মজুদ সামগ্রী বাবদ বরাদ্দ			
১ জানুয়ারির উদ্বৃত্ত		৬১,৯১২	৬৬,৩০২
এ বছরের জন্য বরাদ্দ		২,৪৩৬	(৪,৩৯০)
৩১শে ডিসেম্বরের উদ্বৃত্ত		৬৪,৩৪৮	৬১,৯১২
মজুদ সামগ্রী অসংখ্য আইটেমের এবং পরিমাপের বৈচিত্র্যময় এককসমূহ বিচারে আইটেমের বিপরীতে মজুদ সামগ্রীর পরিমাণ প্রকাশ করা দূরূহ ব্যাপার।			
১০. বাণিজ্য ও অন্যান্য প্রাপ্য			
হিসাবরক্ষণ নীতিমালা নোট ৩(ঙ) (ii)-এ বিস্তারিত			
বাণিজ্য প্রাপ্য	১০.১	৬৯০,৫৭৮	৬৫৬,৯৪৫
আন্তঃ কোম্পানি প্রাপ্য		৯,৮৮৮	১৪,৪০২
সুদ প্রাপ্য		৪২৭	১২,১৮০
অন্যান্য প্রাপ্য		৩০,৯৭৫	৩০,৫৫৮
		৭৩১,৮৬৮	৭১৪,০৮৫
১০.১ বাণিজ্য প্রাপ্য			
গ্যাসসমূহ		১৪৩,১৭২	১৯৩,৮১৯
ওয়েল্ডিং		৮৫,৬০৩	১২৮,৫১২
হেলথকেয়ার		৫৪৭,১১০	৩৬০,৬৯০
মোট প্রাপ্য বাণিজ্য		৭৭৫,৮৮৫	৬৮৩,০২১
বাণিজ্য প্রাপ্য বাবদ বরাদ্দ	১০.১.১	(৮৫,৩০৭)	(২৬,০৭৭)
		৬৯০,৫৭৮	৬৫৬,৯৪৫
১০.১.১ বাণিজ্য প্রাপ্য বাবদ বরাদ্দ			
১লা জানুয়ারির উদ্বৃত্ত		২৬,০৭৭	২২,৩৬২
বরাদ্দ/(পরিবর্তন) বাণিজ্য প্রাপ্য		৫৯,২৩০	৩,৭১৫
৩১শে ডিসেম্বরের উদ্বৃত্ত		৮৫,৩০৭	২৬,০৭৭
১১. অগ্রিম, জমা এবং আগাম পরিশোধ			
কর্মচারিদেরকে প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিম		৬৮,৬১৬	৭৬,২৮৮
সরবরাহকারীদেরকে প্রদত্ত অগ্রিম		৩৫৩	৪৯৬
জমা এবং আগাম পরিশোধ		২২৭,৪০৭	১৩৪,৫৯৬
চলতি হিসাবে মূল্য সংযোজন কর		৮,৭৫৪	২২,২৪০
অধীনস্ত কোম্পানীর চলিত হিসাব	১১.১	৪১৬	৯৯
		৩০৫,৫৪৬	২৩৩,৭১৯
অগ্রিম, জমা এবং আগাম পরিশোধ নিম্নলিখিত হিসাবে পৃথক করা হয়েছে:			
চলতি নহে		১০৪,৮১১	১০৯,৭৫২
চলতি		২০০,৭৩৫	১২৩,৯৬৭
		৩০৫,৫৪৬	২৩৩,৭১৯
১১(ক) অগ্রিম, জমা এবং আগাম পরিশোধ (কনসলিডেটেড)			
চলতি নহে		১০৪,৮১১	১০৯,৭৫২
চলতি		২০০,৩১৯	১২৩,৮৬৮
		৩০৫,১৩০	২৩৩,৬২০
১১.১ সাবসিডিয়ারি কোম্পানীর সহিত চলিত হিসাব			
বিওসি বাংলাদেশ লিমিটেড		৪১৬	৩৪৭
বাংলাদেশ অক্সিজেন লিমিটেড		-	(২৪৮)
		৪১৬	৯৯

এই অর্থসমূহ অঙ্গীকারবদ্ধ নয়, কিন্তু ভাল বলে বিবেচিত।

	২০২০	২০১৯
	টাকা '০০০	টাকা '০০০
১২. স্থায়ী আমানত প্রাপ্তিগুলোতে বিনিয়োগ-এফডিআরএস		
হিসাবরক্ষণ নীতিমালা নোট ৩(ঙ) (iii)-এ বিস্তারিত		
বিনিয়োগকৃত স্থায়ী আমানতের উপর প্রাপ্তি-এফডিআরএস	১,৫১১,২০২	১,২৪৪,৬১৯
১৩. নগদ ও নগদ সমতুল্যসমূহ		
হিসাবরক্ষণ নীতিমালা নোট ৩(ঙ) (i)-এ বিস্তারিত		
নগদ তহবিল	৩৬৮	৪৫৩
ব্যাংকে গচ্ছিত	৩৬৫,৯৪৪	৪৬৯,৫৬৪
ব্যাংকে স্থায়ী গচ্ছিত	৭৭৮,৬৯৪	৫৩৪,৬০৯
	১,১৪৫,০০৬	১,০০৪,৬২৬
১৩.১ নীট নগদ প্রবাহের পরিচালনা সমন্বয়সাধন		
কর পূর্ব নীট মুনাফা	১,৪৪৪,৮৭৬	১,৬৬০,৯৮৯
যোগ: নগদ অর্থের পরিবর্তনের সহিত আইটেমসমূহ জড়িত নহে		
সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জামের অবচয়	৩০৩,৩৮০	২৮৫,২৫৭
অস্থায়ী সম্পত্তিসমূহের এ্যামোরটাইজেসন	৪,৯৩৮	৬,৭২৪
সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জামের বিক্রয়ের উপর লাভ	(১,১২৬)	(৪,৫১৭)
আর্থিক ব্যয়	১	৫৮৯
সুদ বাবদ আয়	(৭৮,৮০৮)	(৭৪,১৫৩)
শ্রমিকদের মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিল	৭৬,০৪৬	৮৭,৪২০
গ্র্যাচুইটি বাবদ বরাদ্দ	৩০,৭৭৭	৫৪,২৩০
	৩৩৫,২০৮	৩৫৫,৫৫০
ক. চলতি মূলধন সুবিধার পরিবর্তনের পূর্বে পরিচালনা কর্মকান্ড হতে নগদ উৎপন্ন	১,৭৮০,০৮৪	২,০১৬,৫৩৮
চলতি মূলধন সুবিধা পরিবর্তন:		
মজুদ সামগ্রী (বৃদ্ধি)/হ্রাস	(৪১,৬৪২)	১১,০৯৫
বাণিজ্য ও অন্যান্য প্রাপ্যসমূহের (বৃদ্ধি)/হ্রাস	(২৯,৫১৬)	(৮৭,৩০১)
অগ্রিম, জমা এবং আগাম পরিশোধসমূহের (বৃদ্ধি)/হ্রাস	(৭১,৫১০)	৬১,৩৭৩
অন্যান্য যে দায়সমুহ চলিত নহে-এর বৃদ্ধি	১২,৭০৬	৬০৪
কর্মচারিদের অন্যান্য কল্যাণ সুবিধাদির (হ্রাস)/বৃদ্ধি	(২৬,১৮৮)	২৯,১১৭
বাণিজ্য ও অন্যান্য প্রদেয়-এর বৃদ্ধি	৫৬,৯৮৬	(৭৪,৯৪৮)
ব্যয় বরাদ্দ (হ্রাস)/বৃদ্ধি	১২,৭৭৫	২৫,৪৮৯
	(৮৬,৩৮৯)	(৩৪,৫৭১)
খ. চলতি মূলধন সুবিধার মোট পরিবর্তন		
গ. পরিচালনা কর্মকান্ড হতে নগদ উৎপন্ন (ক+খ)	১,৬৯৩,৬৯৫	১,৯৮১,৯৬৭
বাদ:		
আয়কর প্রদান	(৪০৬,২৪২)	(২৯৫,৬৫৯)
সুদ প্রদান	(১)	(৫৮৯)
শ্রমিকদের মুনাফা অংশিদারিত্ব তহবিল প্রদান	(৮৭,৪২০)	(৭১,৮১৪)
গ্র্যাচুইটি প্রদান	(১৭,৫৬০)	(৪২,৭৩২)
ঘ. মোট প্রদান	(৫১১,২২৩)	(৪১০,৭৯৪)
পরিচালনা কর্মকান্ড হতে নীট নগদ অর্থ প্রবাহ (গ+ঘ)	১,১৮২,৪৭২	১,৫৭১,১৭৪
১৩(ক) কনসলিডেটেড নগদ ও নগদ সমতুল্যসমূহ		
লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড	১,১৪৫,০০৬	১,০০৪,৬২৬
বিওসি বাংলাদেশ লিমিটেড	২০	২০
	১,১৪৫,০২৬	১,০০৪,৬৪৬
১৩(ক).১ নীট নগদ প্রবাহের পরিচালনা সমন্বয়সাধন (কনসিলেটেড)		
কর পূর্ব নীট মুনাফা	১,৪৪৪,৮৭৬	১,৬৬০,৯৮৯
যোগ: নগদ অর্থের পরিবর্তনের সহিত আইটেমসমূহ জড়িত নহে		
সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জামের অবচয়	৩০৩,৩৮০	২৮৫,২৫৭

	২০২০	২০১৯
	টাকা '০০০	টাকা '০০০
অস্থায়ী সম্পত্তিসমূহের এ্যামোরটাইজেসন	৪,৯৩৮	৬,৭২৪
সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জামের বিক্রয়ের উপর লাভ	(১,১২৬)	(৪,৫১৭)
আর্থিক ব্যয়	১	৫৮৯
সুদ বাবদ আয়	(৭৮,৮০৮)	(৭৪,১৫৩)
শ্রমিকদের মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিল	৭৬,০৪৬	৮৭,৪২০
গ্র্যাচুইটি বাবদ বরাদ্দ	৩০,৭৭৭	৫৪,২৩০
	৩৩৫,২০৮	৩৫৫,৫৫০
	১,৭৮০,০৮৪	২,০১৬,৫৩৮
ক. চলতি মূলধন সুবিধার পরিবর্তনের পূর্বে পরিচালনা কর্মকান্ড হতে নগদ উৎপন্ন		
চলতি মূলধন সুবিধা পরিবর্তন:		
মজুদ সামগ্রী (বৃদ্ধি)/হ্রাস	(৪১,৬৪২)	১১,০৯৫
বাণিজ্য ও অন্যান্য প্রাপ্যসমূহের (বৃদ্ধি)/হ্রাস	(২৯,৫১৬)	(৮৭,৩০১)
অগ্রিম, জমা এবং আগাম পরিশোধসমূহের (বৃদ্ধি)/হ্রাস	(৭১,৫১০)	৬১,৩৭৩
অন্যান্য যে দায়সমুহ চলিত নহে-এর বৃদ্ধি	১২,৭০৬	৬০৪
কর্মচারিদের অন্যান্য কল্যাণ সুবিধাদির (হ্রাস)/বৃদ্ধি	(২৬,১৮৮)	২৯,১১৭
বাণিজ্য ও অন্যান্য প্রদেয়-এর বৃদ্ধি	৫৬,৬৬৯	(৭৫,০৮৭)
ব্যয় বরাদ্দ (হ্রাস)/বৃদ্ধি	১২,৭৭৫	২৫,৪৮৯
	(৮৬,৭০৬)	(৩৪,৭১০)
খ. চলতি মূলধন সুবিধার মোট পরিবর্তন		
গ. পরিচালনা কর্মকান্ড হতে নগদ উৎপন্ন (ক+খ)	১,৬৯৩,৩৭৮	১,৯৮১,৮২৮
বাদ:		
আয়কর প্রদান	(৪০৬,২৪২)	(২৯৫,৬৫৯)
সুদ প্রদান	(১)	(৫৮৯)
শ্রমিকদের মুনাফা অংশিদারিত্ব তহবিল প্রদান	(৮৭,৪২০)	(৭১,৮১৪)
গ্র্যাচুইটি প্রদান	(১৭,৫৬০)	(৪২,৭৩২)
ঘ. মোট প্রদান	(৫১১,২২৩)	(৪১০,৭৯৪)
পরিচালনা কর্মকান্ড হতে নীট নগদ অর্থ প্রবাহ (গ+ঘ)	১,১৮২,১৫৫	১,৫৭১,০৩৫

১৪. কোম্পানির স্বত্ত্বাধিকারীর অনুকূলে অর্জনযোগ্য/শেয়ার মূলধন		
১৪.১ অনুমোদিত:		
প্রতিটি ১০/= টাকা হিসাবে ২,০০,০০,০০০ টি সাধারণ শেয়ার	২০০,০০০	২০০,০০০
১৪.২ ইস্যুকৃত, বিক্রয়কৃত এবং মূল্য পরিশোধিত:		
৩,৬১৬,৯০২ টি সাধারণ শেয়ার প্রতিটি ১০/= টাকা হিসাবে নগদ বাবদ ইস্যু	৩৬,১৬৯	৩৬,১৬৯
৯,৯৯,৪৯৮ টি সাধারণ শেয়ার প্রতিটি ১০/= টাকা হিসাবে নগদ অর্থ ছাড়া ইস্যু করা হয়েছে	৯,৯৯৫	৯,৯৯৫
১০,৬০১,৮৮০ টি সাধারণ শেয়ার প্রতিটি ১০/= টাকা হিসাবে বোনাস হিসাবে ইস্যু করা হয়েছে	১০৬,০১৯	১০৬,০১৯
	১৫২,১৮৩	১৫২,১৮৩

১৪.৩ শেয়ারহোল্ডিংস-এর শতকরা হিসাব	শতকরা হার		টাকা '০০০	টাকা '০০০
	২০২০	২০১৯	২০২০	২০১৯
দি বিওসি গ্রুপ লিমিটেড	৬০.০	৬০.০	৯১,৩১০	৯১,৩১০
বাংলাদেশ বিনিয়োগ সংস্থা (আই,সি,বি)	১৫.০	১৫.০	২২,৮১৮	২২,৮২৬
পূবালী ব্যাংক সিকিউরিটিজ লিঃ	১.৩	১.৫	২,০৪২	২,২৬৯
সাধারণ বীমা কর্পোরেশন (এসবিসি)	১.৩	১.৩	২,০৪৭	২,০৪৭
পূবালী ব্যাংক লিমিটেড	১.১	১.১	১,৬৩৩	১,৬৩৩
লংকাবাংলা সিকিউরিটিজ লিঃ	১.০	১.০	১,৪১২	১,৫৪৪
অন্যান্য শেয়ারহোল্ডারগণ	২০.৩	২০.১	৩০,৯২১	৩০,৫৫৪
	১০০	১০০	১৫২,১৮৩	১৫২,১৮৩

১৪.৪ হোল্ডিং অনুযায়ী শেয়ারহোল্ডারদের শ্রেণী বিভাগ:	হোল্ডারদের সংখ্যা		মোট শতকরা হোল্ডিংস	
হোল্ডিংস	২০২০	২০১৯	২০২০	২০১৯
৫০০ শেয়ারের কম	৬,৪৪৩	৬,১০৭	৩.৩	৩.২
৫০০ থেকে ৫,০০০ শেয়ার	৪৪০	৪৩৭	৩.৯	৪.০
৫,০০১ থেকে ১০,০০০ শেয়ার	৪০	৪৫	২.০	২.২
১০,০০১ থেকে ২০,০০০ শেয়ার	৩০	৩৪	৩.০	৩.৪
২০,০০১ থেকে ৩০,০০০ শেয়ার	৯	১৬	১.৪	২.৫
৩০,০০১ থেকে ৪০,০০০ শেয়ার	৭	৪	১.৬	০.৮
৪০,০০১ থেকে ৫০,০০০ শেয়ার	৭	৪	২.১	১.৩
৫০,০০১ থেকে ১,০০,০০০ শেয়ার	৮	৭	৩.৯	৩.১
১,০০,০০১ থেকে ১০,০০,০০০ শেয়ার	৬	৭	৯.০	১২.৬
১০,০০,০০০ শেয়ারের উপরে	২	২	৬৯.৭	৬৭.০
	৬,৯৯২	৬,৬৬৩	১০০	১০০

		২০২০	২০১৯
	টীকা	টাকা '০০০	টাকা '০০০
১৫. কর্মচারি কল্যাণ সুবিধাদি			
হিসাবরক্ষণ নীতিমালা নোট ৩(ঠ)-এ বিস্তারিত			
গ্র্যাচুইটি স্কীম	১৫.১	১৮০,১৮০	১৬৬,৯৬৩
১৫.১ গ্র্যাচুইটি স্কীম			
আর্থিক অবস্থার বিবৃতিতে স্বীকৃত পরিমাণ			
নির্ধারিত কল্যাণ সুবিধা সংক্রান্ত দায়	১৫.১.১	১৮০,১৮০	১৬৬,৯৬৩
নির্ধারিত সম্পদের ন্যায্য মূল্য		-	-
		১৮০,১৮০	১৬৬,৯৬৩
১৫.১.১ কল্যাণ সুবিধার পরিবর্তন			
পূববর্তী সময়ে নীট নির্ধারিত কল্যাণ দায়সমূহ		১৬৬,৯৬৩	১২৭,৪৪৩
সেবা খরচ		৯,৩০০	৮,৬৪০
সুদ বাবদ খরচ		১৩,৯১০	৯,৫৬০
অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়ের পরিমাণ স্বীকৃতি		৭,৫৬৭	৩৬,০৩০
এ বছরের কল্যাণ প্রদান		(১৭,৫৬০)	(১৪,৭১০)
এ বছরে নীট নির্ধারিত কল্যাণ দায়সমূহ		১৮০,১৮০	১৬৬,৯৬৩
১৫.২ উল্লেখযোগ্য এ্যাকচুয়ারিয়াল ধারণা			
ডিসকাউন্ট হার		৭.০%	৭.৫%
বেতন বৃদ্ধির হার		৬.০%	৬.০%
উত্তোলন হার		৭.৫%	৭.৫%
মৃত্যুর হার	* Indian Assured Lives Mortality (2006-2008) Ultimate		
* এ্যাকচুয়ারির মতে এই তালিকাটি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রযোজ্য নয়			
১৫.৩ পরবর্তী বছরের প্রত্যাশিত নগদ অর্থপ্রবাহ			
পরবর্তী বছরের প্রত্যাশিত কোম্পনির অবদান		৯,৩৬০	৯,৩০০
বছরান্তে প্রত্যাশিত সুবিধা প্রদান			
	প্রথম বছর	২৯,৩১০	২৪,৭৩০
	দ্বিতীয় বছর	২০,১৯০	২৪,৬৬০
	তৃতীয় বছর	৩১,৬৬০	২০,৩৪০
	চতুর্থ বছর	২৫,০২০	৩১,৩৯০
	পঞ্চম বছর	২১,৩৮০	২৫,১৭০
	পরবর্তী পাচ বছর	১১১,০০০	১২২,০১০

		২০২০	২০১৯
	টীকা	টাকা '০০০	টাকা '০০০
১৫.৪ সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণ			
ছাড়ের হারে বা ভবিষ্যতের বেতনবৃদ্ধির হারে ০.৫% পরিবর্তনের নির্ধারিত কল্যাণ সুবিধার দায়বদ্ধতায় পরিবর্তিত হবে।			
অন্য শর্তাবলীগুলি নিম্নের হিসাবে পুনরায় অপরিবর্তনীয়:			
ছাড়ের হার বৃদ্ধি		(৪,৩১০)	(৩,৮৯০)
ভবিষ্যতের বেতন উন্নয়নে বৃদ্ধি		৪,৫৭০	৪,১৯০
ছাড়ের হার হ্রাস		৪,৫৪০	৪,০৯০
ভবিষ্যতের বেতন উন্নয়নে হ্রাস		(৪,৩৭০)	(৪,০৩০)

১৫.৫ পরিকল্পনার মূল বিধিগুলোর সংক্ষিপ্তসার		
প্ল্যান স্পনসর	লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড	
সুবিধাদির প্রকৃতি	নির্ধারিত কল্যাণ সুবিধা	
প্রযোজ্য বেতন ভাতা	সর্বশেষ বেসিক বেতন উত্তোলন	
ভেস্টিং তালিকা	৬ মাস	
নির্ধারিত অবসর গ্রহণের বয়স	৬০ বছর	
সর্বোচ্চ সীমা	প্রযোজ্য নয়	
সুবিধাদির ফর্মূলা	চাকুরির সময়সীমা	
৬ মাসের বেশি এবং ১০ বছরের নিচে		প্রতি বছরের জন্য ৩০ দিনের বেসিক
১০ বছর এবং তার উর্দ্ধে		প্রতি বছরের জন্য ৪৫ দিনের বেসিক
কোন কর্মচারি ১১ বছর চাকুরির সময় অতিবাহিত করেন এবং ৫৭ বছরে উপনীত হয়, তিনি যে কয় বছর চাকুরি করেছেন তার সহিত X ২টি বেসিক বেতন এর সুবিধাদি পাওয়ার জন্য যোগ্য বলে গণ্য হবে।		প্রতি বছরের জন্য ৪৫ দিনের বেসিক

১৬. আয়কর বাবদ ব্যয়			
হিসাবরক্ষণ নীতিমালা নোট ৩(ঞ)-এ বিস্তারিত			
লাভ ও লোকসান হিসাবে স্বীকৃত পরিমাণ			
চলতি কর বাবদ ব্যয়		৩৪০,৬৬৫	৩৭৬,১১৮
বিলম্বিত কর বাবদ (আয়)/ব্যয়	১৬.২	৩০,৬০২	৫৩,২৮৩
আয়কর বাবদ ব্যয়		৩৭১,২৬৭	৪২৯,৪০১
১৬.১ কার্যকর কর হারের সমন্বয় সাধন			
আয়কর পূর্ব মুনাফা		১,৪৪৪,৮৭৬	১,৬৬০,৯৮৯
ধার্য্যকৃত করের হার		২৫.০০%	২৫.০০%
আয়কর		৩৬১,২১৯	৪১৫,২৪৭
এ বছরের ট্যাক্স চার্জকে প্রভাবিতকারী উপাদানগুলি:			
অ্যাকাউন্টিং অবমূল্যায়নের কারণে আর্থিক হ্রাস/(বৃদ্ধি)		(৪৪,৯০১)	(৫৭,৪৩৫)
অ্যাকাউন্টিং অবমূল্যায়নের কারণে আর্থিক অ্যামোরটাইজেশন হ্রাস/(বৃদ্ধি)		৪৪৩	৯৩১
পুরাতন মজুদের জন্য বরাদ্দ		(২,৩৪৯)	১,৪২০
গ্র্যাচুয়িটি প্রদানের উপর অতিরিক্ত গ্র্যাচুয়িটির বরাদ্দ		১,৩৯৮	৮৭২
বাণিজ্যিক প্রাপ্য চার্জ বাবদ বরাদ্দ/(অবলোপন)		১৪,৮০৭	৯২৯
যে ব্যয় গ্রাহ্য নয়		১০,০৪৪	১৪,১৫৪
সাময়িক পার্থক্যের পরিবর্তন: উল্লিখিত (ক্রেডিট)/চার্জ		৩০,৬০২	৫৩,২৮৩
মোট আয়কর বাবদ ব্যয়		৩৭১,২৬৩	৪২৯,৪০১
কার্যকরী করের হার (ইটিআর)		২৫.৭০%	২৫.৮৫%

১৬.২ বিলম্বিত করের উদ্বৃত্তের পরিবর্তন

	১ জানুয়ারি এর নীট উদ্বৃত্ত	লাভ লোকসান হিসাবে স্বীকৃত	কম্প্রিহেন্সিভ লাভ ও ক্ষতি হিসাবে স্বীকৃত	নীট	৩১শে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের বিলম্বিত কর সম্পত্তিসমূহ	বিলম্বিত কর দায়সমূহ
	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০
২০২০						
সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম	(৪৪২,৩২০)	(৪৪,৯০১)	-	(৪৮৭,২২১)	-	(৪৮৭,২২১)
অস্থায়ী সম্পত্তিসমূহ	৫,৮৫৩	৪৪৩	-	৬,২৯৬	৬,২৯৬	-
মজুদ সামগ্রী	১৩,৭৬৬	(২,৩৪৯)	-	১১,৪১৭	১১,৪১৭	-
বাণিজ্যিক প্রাপ্য	৮,২১২	১৪,৮০৭	-	২৩,০১৯	২৩,০১৯	-
কর্মচারিদের কল্যাণ সুবিধাদি	৩২,৭৩৩	১,৩৯৮	-	৩৪,১৩১	৩৪,১৩১	-
ওসিআই (OCI) এর উপর বিলম্বিত কর	৬,৮২৫	-	-	৬,৮২৫	৬,৮২৫	-
সম্পত্তিসমূহের নীট বিলম্বিত কর (দায়সমূহ)	(৩৭৪,৯৩১)	(৩০,৬০২)	-	(৪০৫,৫৩৩)	৮১,৬৮৮	(৪৮৭,২২১)
২০১৯						
সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম	(৩৮৪,৮৮৫)	(৫৭,৪৩৫)	-	(৪৪২,৩২০)	-	(৪৪২,৩২০)
অস্থায়ী সম্পত্তিসমূহ	৪,৯২২	৯৩১	-	৫,৮৫৩	৫,৮৫৩	-
মজুদ সামগ্রী	১২,৩৪৬	১,৪২০	-	১৩,৭৬৬	১৩,৭৬৬	-
বাণিজ্যিক প্রাপ্য	৭,২৮৩	৯২৯	-	৮,২১২	৮,২১২	-
কর্মচারিদের কল্যাণ সুবিধাদি	৩১,৮৬১	৮৭২	-	৩২,৭৩৩	৩২,৭৩৩	-
ওসিআই (OCI) এর উপর বিলম্বিত কর	১,১৪৫	-	৫,৬৮০	৬,৮২৫	৬,৮২৫	-
সম্পত্তিসমূহের নীট বিলম্বিত কর (দায়সমূহ)	(৩২৭,৩২৮)	(৫৩,২৮৩)	৫,৬৮০	(৩৭৪,৯৩১)	৬৭,৩৮৯	(৪৪২,৩২০)

	২০২০	২০১৯
১৭. ইজারা দায়সমূহ-ইজারাদার হিসেবে ইজারা	টাকা '০০০	টাকা '০০০
আর্থিক অবস্থার বিবৃতিতে ইজারা দায় স্বীকৃত হয়েছে		
i. ইজারা দায়ের অবর্তমান অংশ	৭,২৬০	৪,৯৪৩
ইজারা দায়ের বর্তমান অংশ	৪,৫৮৫	৫,২০০
	১১,৮৪৫	১০,১৪৩
ii. লাভ বা ক্ষতি হিসাবে স্বীকৃত পরিমাণ		
ইজারা বাধ্যবাধকতার উপর সুদ	৬৮০	১,০৯০
অবচয় ব্যয়	৬,৬১৭	৬,৮২৯
	৭,২৯৭	৭,৯১৯
iii. নগদ প্রবাহের বিবৃতিতে হিসাবে স্বীকৃত পরিমাণ		
লিজ বরাদ্দকৃত মোট নগদ বহির্মুখী	(৬,৬১৮)	(৬,১৭০)
iv. প্রদেয় লিজের চলন		
জানুয়ারী এর ১ তারিখে	১০,১৪৩	১৫,২২৩
সংযোজন	৭,৬৪০	-
অর্জিত সুদ	৬৮০	১,০৯০
ফেরত বাবদ পরিশোধ	(৬,৬১৮)	(৬,১৭০)
	১১,৮৪৫	১০,১৪৩
v. ইজারা পরিপক্কতা বিশ্লেষণ		
বাতিলযোগ্য নয় এমন পরিচালনা সংক্রান্ত ইজারার ভাড়া নিম্নলিখিতভাবে প্রদেয়:		
এক বছরের উর্ধ্বে নহে	৪,৫৮৫	৫,২০০
দুই থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে	৬,৯৬৫	৩,৯৮২
পাঁচ বছরের উর্ধ্বে	২৯৫	৯৬২
	১১,৮৪৬	১০,১৪৩

কোম্পানি বেশ কিছু বিক্রয়কেন্দ্র ও অফিস ইজারা হিসাবে ভাড়া নিয়েছে। এগুলো সাধারণত ৪-১৫ বছরের জন্য ইজারাকৃত এবং মেয়াদকাল শেষ হবার পর এই ইজারা নবায়ন করা যাবে।

	টীকা	২০২০ টাকা '০০০	২০১৯ টাকা '০০০
১৮. অন্যান্য যে দায়সমূহ চলতি নহে			
হিসাবরক্ষণ নীতিমালা নোট ৩(ঙ)-এ বিস্তারিত			
সিলিন্ডার বাবদ জমা		২৬১,৫৪৫	২৪৮,৮৩৯
ইজারা দায়সমূহ-দীর্ঘমেয়াদি			
গ্রাহকদের নিকট হতে সিলিন্ডার বাবদ সিকিউরিটি জমা একটি চলমান ধরনের দায়।			
১৯. বাণিজ্য ও অন্যান্য প্রদান			
হিসাবরক্ষণ নীতিমালা নোট ৩(ঙ)-এ বিস্তারিত			
বাণিজ্য প্রদান		২৫৩,৩৬৪	১৮৭,৮০৩
আন্তঃ কোম্পানি প্রদান		২৯৭,২৮৫	৩১০,১৩৬
মূলধনী বিষয়ে প্রদান		৪৯,২৩৯	৩৫,৯৫৭
গ্রাহকদের নিকট হতে অগ্রীম		৭২,৭৮৫	৬৩,৮৯২
অন্যান্য*		৬৬৮,৮৫২	৬৭৩,১৯৯
		১,৩৪১,৫২৫	১,২৭০,৯৮৭

*লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড এর পরিচালনা পর্ষদ গত ২৭ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে ঢাকার তেজগাঁওস্থ জমির অংশবিশেষ: ২.৩১ একর বিক্রয়ের অনুমোদন দেন। জমির মূল্য বাবদ অর্থ গৃহীত হয়েছে এবং জমি সংক্রান্ত কাগজপত্রাদি হস্তান্তর প্রক্রিয়াধীন আছে।

২০. ব্যয় বাবদ বরাদ্দ			
হিসাবরক্ষণ নীতিমালা নোট ৩(জ)-এ বিস্তারিত			
দেয় খরচ		৭৯,৮৫৫	৬৭,০৮০
কর্মচারি কল্যাণ দেয় খরচ		৩৫,২২৭	৬১,৪১৫
শ্রমিকদের মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিল	২০.১	৭৬,০৬০	৮৭,৪৩৪
		১৯১,১৪২	২১৫,৯২৯
২০(ক) কনসলিডেটেড ব্যয় বাবদ বরাদ্দ			
দেয় খরচ		৭৯,৯৬২	৬৭,৩৯৩
কর্মচারি কল্যাণ দেয় খরচ		৩৫,২২৭	৬১,৪১৫
শ্রমিকদের মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিল	২০.১	৭৬,০৬০	৮৭,৪৩৪
		১৯১,২৪৯	২১৬,২৪২
২০.১ কর্মচারি কল্যাণ সুবিধাদি			
১লা জানুয়ারি এর উদ্বৃত্ত		৮৭,৪৩৪	৭১,৮২৮
এ বছরের বরাদ্দ	২৮	৭৬,০৪৬	৮৭,৪২০
		১৬৩,৪৮০	১৫৯,২৪৮
এ বছরের প্রদান		(৮৭,৪২০)	(৭১,৮১৪)
৩১শে ডিসেম্বর এর উদ্বৃত্ত		৭৬,০৬০	৮৭,৪৩৪
২১. চলতি কর দায়সমূহ			
কর বাবদ বরাদ্দ	২১.১	৩৬০,৮৭৪	৩৯২,৬৫৪
আগাম আয়কর	২১.২	(২৫৯,৭৩০)	(২২৫,৯৩৩)
		১০১,১৪৪	১৬৬,৭২১
২১(ক). কনসলিডেটেড চলতি কর দায়সমূহ			
কর বাবদ বরাদ্দ	২১.১	৩৬০,৮৭৪	৩৯২,৬৫৯
আগাম আয়কর	২১.২	(২৫৯,৭৩০)	(২২৫,৯৩৩)
		১০১,১৪৪	১৬৬,৭২৬
২১.১ কর বাবদ বরাদ্দ			
১লা জানুয়ারি এর উদ্বৃত্ত		৩৯২,৬৫৪	৫১৮,০৮১
যোগ: বছরব্যাপী বিধানকৃত	১৬	৩৪০,৬৬৫	৩৭৬,১১৮
		৭৩৩,৩১৯	৮৯৪,১৯৯
বাদ: বছরব্যাপী সামঞ্জস্যপূর্ণ		৩৭২,৪৪৫	৫০১,৫৪৫
৩১শে ডিসেম্বর এর উদ্বৃত্ত		৩৬০,৮৭৪	৩৯২,৬৫৪

		২০২০	২০১৯
২১.২ অগ্রীম আয়কর	**টীকা**	**টাকা '০০০**	**টাকা '০০০**
১লা জানুয়ারি এর উদ্বৃত্ত		২২৫,৯৩৩	৪৩১,৮১৯
৬৪ ও ৭৪ ধারার অধীন অর্থ প্রদান		২৮২,৮৫০	১৩০,৫০৮
উৎসে কর কর্তন		১২৩,৩৯২	১৬৫,১৫১
পূর্ববর্তী বছরের আয়কর সমন্বয়		(৩৭২,৪৪৫)	(৫০১,৫৪৫)
৩১শে ডিসেম্বর এর উদ্বৃত্ত		২৫৯,৭৩০	২২৫,৯৩৩
২২. দাবীবিহীন লভ্যাংশ			
প্রতিবেদন তারিখে দাবীবিহীন লভ্যাংশের মেয়াদকাল			
এক বছরের মধ্যে		১০,২২২	৭,৩৪৪
এক থেকে দুই বছরের মধ্যে		৭,২৩৫	৫,৮৪৭
দুই থেকে তিন বছরের মধ্যে		৫,৭৫১	৫,৮৯০
তিন বছরের বেশি		৭৪,৫৫৫	৬৯,৫২২
		৯৭,৭৬৩	৮৮,৬০২

২৩. রেভিনিউ		২০২০		২০১৯	
হিসাবরক্ষণ নীতিমালা নোট ৩(ঢ)-এ বিস্তারিত	**মাপের একক**	**পরিমাণ**	**সংখ্যা**	**পরিমাণ**	**সংখ্যা**
		'০০০	টাকা '০০০	'০০০	টাকা '০০০
এ, এস, ইউ গ্যাসেস	এম^{৩}	২৬,৭৮০	১,২৩৩,৫৪৭	২৫,৭৭৫	১,১৫৬,৬৮০
ডিজলভ্ এসিটিলিন	এম^{৩}	১৩৬	৭৬,৭৩৬	১৭৫	৯৮,৮৬৯
ইলেকট্রোডস	এম টি	২০	২,৮৬১,৩১৩	২৬	৩,৭৬৭,৯২৯
অন্যান্য			৫৩৯,৮২১		৬৫৯,৯৬৪
			৪,৭১১,৪১৭		৫,৬৮৩,৪৪১

২৪. বিক্রিত পণ্যের খরচ			
প্রারম্ভিক মজুদ উৎপাদন পণ্যের		১৪৪,৬৮৫	১৫৭,৯৩৯
পণ্যের উৎপাদন খরচ	২৪.১	২,৪৫৮,৫৩১	৩,০৪৯,২৯২
উৎপাদিত পণ্যের সমাপনী মজুদ		(২০৪,৯৬০)	(১৪৪,৬৮৫)
উৎপাদন পণ্যের বিক্রয় খরচ		২,৩৯৮,২৫৬	৩,০৬২,৫৪৬
পণ্যের ক্রয়-বিক্রয়ের খরচ		৮৫,৩১৬	১০৮,৩৮৩
		২,৪৮৩,৫৭২	৩,১৭০,৯২৯
২৪.১ পণ্যের উৎপাদন খরচ			
কাঁচামাল এবং মোড়কজাত মালামাল	২৪.১.২	১,৬৭৭,০৭০	২,২১৩,৫৭১
উৎপাদন উপরি খরচ	২৪.১.১	৫৭১,১৭৪	৫৩১,৩৮৪
জ্বালানী ও বিদ্যুৎ		২১০,২৮৬	৩০৪,৩৩৭
		২,৪৫৮,৫৩১	৩,০৪৯,২৯২
২৪.১.১ উৎপাদন উপরি খরচ			
বেতন, মজুরি এবং ষ্টাফ ওয়েলফেয়ার		২১৩,৭৬৫	২০৭,৫৫৯
অবচয়		২২৩,৮৯৩	২০০,৬২২
যন্ত্রপাতি মেরামত		৭৭,০২৭	৮০,২০৪
দালান মেরামত		১৪,৪৭৫	১১,২৯২
রক্ষণাবেক্ষণ		৯৯৩	৩,৪৪৬
বীমা খরচ		৬,৩৯৪	৩,৪০৯
ভাড়া, অভিকর এবং কর		৪৭৫	৫২০
ভ্রমণ এবং যানবাহন খরচ		৫৭৭	৬৯৪
প্রশিক্ষণ খরচ		২৬৪	৩৩১
যানবাহন চলাচল খরচ		৭,০৮৩	৫,৭৮৪
টেলিফোন, টেলেক্স এবং ফ্যাক্স		৬৮৯	৭৮৪
ছাপা, ডাক ও মনোহারী খরচ		১,৭৪৯	২,৪০৩
আইন ও পেশাদারী ফি		২,২৪৩	২,৫৩২
মজুদ সামগ্রীর অবলোপন		১১,৮৩২	৭,৪৯০
পুরাতন মজুদ সামগ্রী বাবদ বরাদ্দ		২,৪৩৬	(৪,৩৯০)
বিবিধ ফ্যাক্টরি খরচ		৭,২৭৮	৮,৭০৪
		৫৭১,১৭৪	৫৩১,৩৮৪

২৪.১.২ ব্যবহৃত কাঁচামাল ও মোড়কজাত সামগ্রী

		প্রারম্ভিক মজুদ		ক্রয়		সমাপনী মজুদ		ব্যবহার		ব্যবহারের শতকরা পরিমাণ
		পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	
২০২০	একক পরিমাপ	'০০০	টাকা '০০০	'০০০	টাকা '০০০	'০০০	টাকা '০০০	'০০০	টাকা '০০০	'০০০
ক্যালসিয়াম কার্বাইড	এম.টি	৯০	৭,৭১৭	৪৬৬	৩৭,৮৩৫	৬৯	৬,০৫৬	৪৮৭	৩৯,৪৯৬	২.৩৬
ওয়্যার	এম.টি	৬০৫	৩৩,২৭৭	১৬,০৪৬	৮৬২,৬৩৩	২৫৯	১৫,৬৫৭	১৬,৩৯৩	৮৮০,২৫৩	৫২.৪৯
ব্লেনডেড পাউডার	এম.টি	১,২৫২	১৫৬,৪৬১	৬৮৩	৯১,৫৫২	৬৮৩	৮৮,৯১৩	১,২৫৩	১৫৯,১০০	৯.৪৯
অন্যান্য*			২০৩,২৬৯		৫৭২,৮২৬		১৭৭,৮৭৫		৫৯৮,২২০	৩৫.৬৭
			৪০০,৭২৪		১,৫৬৪,৮৪৬		২৮৮,৫০০		১,৬৭৭,০৭০	১০০.০০
২০১৯										
ক্যালসিয়াম কার্বাইড	এম.টি	৬৩	৪,৭৯১	৬৪৯	৫০,৮৬৬	৯০	৭,৭১৭	৬২২	৪৭,৯৪০	২.১৭
ওয়্যার	এম.টি	৩৪৪	২৩,১৪১	২০,৭১৯	১,২৫৪,৬৪২	৬০৫	৩৩,২৭৭	২০,৪৫৮	১,২৪৪,৫০৬	৫৬.২২
ব্লেনডেড পাউডার	এম.টি	১,৭৭১	১৭০,৪১৯	৩,১৮২	৩৯৭,৮৮৬	১,২৫২	১৫৬,৪৬১	৩,৭০১	৪১১,৮৪৪	১৮.৬১
অন্যান্য*			১৬২,৮১১		৫৪৯,৭৩৯		২০৩,২৬৯		৫০৯,২৮১	২৩.০১
			৩৬১,১৬২		২,২৫৩,১৩৩		৪০০,৭২৪		২,২১৩,৫৭১	১০০.০০

* অন্যান্যগুলোর মধ্যে রয়েছে স্থানীয় বাজার ও বিদেশ হতে ক্রীত বিভিন্ন ধরনের তরল দ্রব্যসমূহ, কেমিক্যাল, লুবরিকেন্ট এবং প্যাকিং সরঞ্জামাদি।

	টীকা	২০২০ টাকা '০০০	২০১৯ টাকা '০০০
২৫. পরিচালনা ব্যয়			
বেতন, মজুরি এবং ষ্টাফ ওয়েলফেয়ার		২৫৭,৩৪১	২৮৭,৭৫৭
সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জামের অবচয়		৭৯,৪৮৬	৮৪,৬৩৫
ব্যবহারকৃত সম্পত্তির উপর অবচয়		৬,৬১৭	৬,৮২৯
অস্থায়ী সম্পত্তিসমূহের এ্যামোরটাইজেসন		৪,৯৩৮	৬,৭২৪
জ্বালানী ও বিদ্যুৎ		৬৬৬	৮০৬
দালান মেরামত		৪৬৩	১,৬১০
রক্ষণাবেক্ষণ		৩,৫৮৯	৬,৫৪৪
বীমা		১৪৫	১৮৪
বিতরণ		২১৩,৯৭৩	২৪৬,৫৪৬
ভাড়া, অভিকর এবং কর		৪,৩০৯	২,৮৪৪
ভ্রমণ এবং যাতায়াত		৩,৪৫৫	৫,৫৫৯
প্রশিক্ষণ		১৪০	৬১৭
টেলিফোন, টেলেক্স এবং ফ্যাক্স		৪,৫০৩	৫,৩৮০
গ্লোবাল ইনফরমেশন সার্ভিস		৩০,৯৮৬	৪১,৮৫৮
আউটসোর্সিং সার্ভিস খরচ		৮,০৯৫	১৫,১৮৩
ছাপা, ডাক, মনোহারী এবং অফিস খরচ		৫,৭৫২	৭,৯১৯
বানিজ্য সাময়িকী এবং সাব্‌সক্রিপশন		-	-
বিজ্ঞাপন এবং উন্নয়ন		১৭,২০৮	১৯,৪৪৮
বরাদ্দ/বাণিজ্য প্রাপ্য		৫৯,২৩০	৩,৭১৫
অনাদায়ী দেনার অবলোপন		২,৪৯৯	২,৩৯৩
আইন এবং পেশাদারী খরচ		১৬,১৯৯	২৪,৯৩৪
কারিগরি সহায়তা ফি		৩৬,৫০৩	৩৭,১৫০
অডিট ফি	২৫.১	৮৫০	৮০০
ব্যাংক চার্জ		৪,৯০১	৫,৪৩৯
আপ্যায়ন		৮৭	২৬৩
বিবিধ অফিস খরচ		১৭,৬১৭	১৮,৪৮৭
		৭৭৯,৫৫৪	৮৩৩,৬২৪

		২০২০	২০১৯
	টীকা	টাকা '০০০	টাকা '০০০
২৫(এ) কনসলিডেটেড পরিচালনা ব্যয়			
বেতন, মজুরি এবং ষ্টাফ ওয়েলফেয়ার		২৫৭,৩৪১	২৮৭,৭৫৭
সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জামের অবচয়		৭৯,৪৮৬	৮৪,৬৩৫
ব্যবহারকৃত সম্পত্তির উপর অবচয়		৬,৬১৭	৬,৮২৯
অস্থায়ী সম্পত্তিসমূহের এ্যামোরটাইজেসন		৪,৯৩৮	৬,৭২৪
জ্বালানী ও বিদ্যুৎ		৬৬৬	৮০৬
দালান মেরামত		৪৬৩	১,৬১০
রক্ষণাবেক্ষণ		৩,৫৮৯	৬,৫৪৪
বীমা		১৪৫	১৮৪
বিতরণ		২১৩,৯৭৩	২৪৬,৫৪৬
ভাড়া, অভিকর এবং কর		৪,৩০৯	২,৮৪৪
ভ্রমণ এবং যাতায়াত		৩,৪৫৫	৫,৫৫৯
প্রশিক্ষণ		১৪০	৬১৭
টেলিফোন, টেলেক্স এবং ফ্যাক্স		৪,৫০৩	৫,৩৮০
গ্লোবাল ইনফরমেশন সার্ভিস		৩০,৯৮৬	৪১,৮৫৮
আউটসোর্সিং সার্ভিস খরচ		৮,০৯৫	১৫,১৮৩
ছাপা, ডাক, মনোহারী এবং অফিস খরচ		৫,৭৫২	৭,৯১৯
বানিজ্য সাময়িকী এবং সাব্সক্রিপশন		-	-
বিজ্ঞাপন এবং উন্নয়ন		১৭,২০৮	১৯,৪৪৮
বরাদ্দ/বাণিজ্য প্রাপ্য		৫৯,২৩০	৩,৭১৫
অনাদায়ী দেনার অবলোপন		২,৪৯৯	২,৩৯৩
আইন এবং পেশাদারী খরচ		১৬,১৯৯	২৪,৯৩৪
কারিগরি সহায়তা ফি		৩৬,৫০৩	৩৭,১৫০
অডিট ফি		৯১৯	৯৫০
ব্যাংক চার্জ		৪,৯০১	৫,৪৩৯
আপ্যায়ন		৮৭	২৬৩
বিবিধ অফিস খরচ		১৭,৬১৭	১৮,৪৮৭
		৭৭৯,৬২৪	৮৩৩,৭৭৪
২৫.১ অডিট ফি			
স্ট্যাটুটরি অডিট		৬৫০	৬০০
অন্যান্য অডিট		২০০	২০০
		৮৫০	৮০০
২৬. অন্যান্য আয়/(ক্ষতি)			
সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম বিক্রয় বাবদ মুনাফা	২৬.১	১,১২৬	৪,৫১৭
সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম বিক্রয় বাবদ মুনাফা		৫০৪	৩৬০
		১,৬৩০	৪,৮৭৭
২৬.১ সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম নিষ্পত্তি হতে মুনাফা (ক্ষতি)			
ক. সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম বিক্রয় বাবদ মুনাফা	৩৯	৬,০৭০	৬,৫৮৫
খ. পরিবাহী মূল্য			
সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জামের খরচ		১০৪,০৩০	২৫,৬৭৫
সঞ্চিত অবচয়		(৯৯,০৮৬)	(২৩,৬০৭)
		৪,৯৪৫	২,০৬৮
নিষ্পত্তি হতে মুনাফা (ক-খ)		১,১২৬	৪,৫১৭
২৭. অর্থায়ন হতে নীট আয়			
হিসাবরক্ষণ নীতিমালা নোট ৩(ড)-এ বিস্তারিত			
অর্থায়ন হতে আয়		৭৮,৮০৮	৭৪,১৫৩
আর্থিক ব্যয়		(১)	(৫৮৯)
লীজ বাবদ সুদ ব্যয়		(৬৮০)	(১,০৯০)
		৭৮,১২৭	৭২,৪৭৪

	টীকা	২০২০ টাকা '০০০	২০১৯ টাকা '০০০
২৮. শ্রমিকদের মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিল গঠন (WPPF)			
হিসাবরক্ষণ নীতিমালা নোট ৩(ট)-এ বিস্তারিত			
শ্রমিকদের মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিল গঠন	২৮.১	৭৬,০৪৬	৮৭,৪২০
২৮.১ শ্রমিকদের মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিল গঠনের হিসাব			
শ্রমিকদের মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিল গঠন পূর্ব মুনাফা		১,৫২০,৯২২	১,৭৪৮,৪০৯
তহবিলে গঠনের প্রযোজ্য হার		৫%	৫%
শ্রমিকদের মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিল গঠনের পরিমাণ		৭৬,০৪৬	৮৭,৪২০
২৯. পরিচালকদের পারিশ্রমিক			
ফি		২০০	২৭৫
বেতন এবং সুবিধা বাবদ		৭,৫৬৬	১৭,০৬৭
বাড়ি খরচ			১,২০০
ভবিষ্যৎ তহবিলে চাঁদা			৭৬৮
অবসর সুবিধাদি			৪৮৩
		৭,৭৬৬	১৯,৭৯৩

৩০. আর্থিক দলিলাদি-ন্যায্য মূল্য এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

৩০.১ হিসাবরক্ষণ সংক্রান্ত শ্রেণি বিন্যাস এবং ন্যায্য মূল্যসমূহ

নিম্নোক্ত সারণীতে আর্থিক সম্পত্তি ও দায়সমূহের পরিবাহী মূল্য দেখানো হয়েছে। পরিবাহী মূল্যের ভিত্তিতে ন্যায্য মূল্যে যুক্তিসঙ্গত আসন্ন মান অনুযায়ী আর্থিক সম্পত্তি ও দায়সমূহের মধ্যে ন্যায্য মূল্যের তথ্য অর্ন্তভূক্ত করা হয়নি।

		পরিবাহী মূল্য							
	টীকা	লেনদেনের জন্য গৃহীত	ন্যায্য মূল্যে অভিহিত	লোকসান বাঁচানো দলিল	পরিপক্কতায় অভিহিত	ঋণ ও প্রাপ্য সমূহ	বিক্রীর জন্য সহজলভ্য	অন্যান্য আর্থিক দায়সমূহ	মোট পরিমাণ
		টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০
৩১শে ডিসেম্বর ২০২০									
আর্থিক সম্পদ ন্যায্য মূল্যে পরিমাপ হয়নি									
বাণিজ্য ও অন্যান্য প্রাপ্যসমূহ	০৮	-	-	-	-	-	২০	-	২০
বিনিয়োগ	১০	-	-	-	-	৭৩১,৮৬৮	-	-	৭৩১,৮৬৮
নগদ এবং নগদ সমতুল্যসমূহ	১২	-	-	-	১,৫১১,২০২	-	-	-	১,৫১১,২০২
সাবসিডিয়ারি বিনিয়োগ	১৩	-	-	-	-	১,১৪৫,০০৬	-	-	১,১৪৫,০০৬
		-	-	-	১,৫১১,২০২	১,৮৭৬,৮৭৪	২০	-	৩,৩৮৮,০৯৬
আর্থিক সম্পদ ন্যায্য মূল্যে পরিমাপ হয়নি									
বাণিজ্য ও অন্যান্য প্রদেয়*	১৮	-	-	-	-	-	-	২৬১,৫৪৫	২৬১,৫৪৫
অন্যান্য যে দায়সমূহ চলতি নহে	১৯	-	-	-	-	-	-	১,২৬৮,৭৪০	১,২৬৮,৭৪০
		-	-	-	-	-	-	১,৫৩০,২৮৫	১,৫৩০,২৮৫
৩১শে ডিসেম্বর ২০১৯									
আর্থিক সম্পদ ন্যায্য মূল্যে পরিমাপ হয়নি									
বাণিজ্য ও অন্যান্য প্রাপ্যসমূহ	০৮	-	-	-	-	-	৪০	-	৪০
বিনিয়োগ	১০	-	-	-	-	৭১৪,০৮৫	-	-	৭১৪,০৮৫
নগদ এবং নগদ সমতুল্যসমূহ	১২	-	-	-	১,২৪৪,৬১৯	-	-	-	১,২৪৪,৬১৯
সাবসিডিয়ারি বিনিয়োগ	১৩	-	-	-	-	১,০০৪,৬২৬	-	-	১,০০৪,৬২৬
		-	-	-	১,২৪৪,৬১৯	১,৭১৮,৭১১	৪০	-	২,৯৬৩,৩৭০
আর্থিক সম্পদ ন্যায্য মূল্যে পরিমাপ হয়নি									
বাণিজ্য ও অন্যান্য প্রদেয়*	১৯	-	-	-	-	-	-	১,২০৭,০৯৫	১,২০৭,০৯৫
অন্যান্য যে দায়সমূহ চলতি নহে	১৮	-	-	-	-	-	-	২৪৮,৮৩৯	২৪৮,৮৩৯
		-	-	-	-	-	-	১,৪৫৫,৯৩৪	১,৪৫৫,৯৩৪

*উল্লেখিত নোট-১৯ হিসাবে জমি বিক্রয় বাবদ অগ্রিম আর্থিক দায় নয়।

কোম্পানি বাণিজ্য এবং অন্যান্য প্রাপ্তি, নগদ এবং নগদ সমতুল্য, সাবসিডিয়ারিতে বিনিয়োগ, বাণিজ্য ও অন্যান্য প্রদেয় এবং অন্যান্য দায়সমূহ যা চলতি নহে, উক্ত দায়গুলির জন্য আর্থিক দলিলাদির ন্যায্যমূল্য প্রকাশ করেনি। কারণ তাদের পরিবাহী মূল্য ন্যায্যমূল্যগুলির যুক্তিসঙ্গত আনুমানিক মূল্যায়ন।

৩০.২. আর্থিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

কোম্পানির ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামো প্রতিষ্ঠা ও দেখাশোনা করার সার্বিক দায়-দায়িত্ব কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের উপর বর্তায়। কোম্পানির ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা গঠন করা হয় যাতে কোম্পানির যেসব ঝুঁকির মুখোমুখি হয় সেগুলো শনাক্ত করা ও বিশ্লেষণ করা যায়, যথাযথ ঝুঁকির সীমা ও নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি নির্ধারণ করা যায় এবং ঝুঁকি পরিবীক্ষণ করা ও ঝুঁকির সীমা মেনে চলা যায়। বাজার পরিস্থিতি ও কোম্পানি কার্যক্রমের পরিবর্তন তুলে ধরার লক্ষ্যে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ও পদ্ধতিসমূহ নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা করা হয়। আর্থিক দলিলাদি ব্যবহার হেতু কোম্পানির নিম্নোক্ত ঝুঁকিসমূহের মুখে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে: • বাকীতে বিক্রির ঝুঁকি • তারল্য ঝুঁকি • বাজার ঝুঁকি।

এই টীকাতে যেসব তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে সেগুলো হলো: কোম্পানির উপরোক্ত প্রতিটি ঝুঁকির মুখে পড়া সংক্রান্ত তথ্য; ঝুঁকি পরিমাপ ও ব্যবস্থাপনার জন্য কোম্পানির যেসব উদ্দেশ্য, নীতি ও কর্ম-প্রক্রিয়া রয়েছে সেগুলো সম্পর্কিত তথ্য; এবং কোম্পানির মূলধন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্য।

৩০.২.১ বাকীতে বিক্রির ঝুঁকি

বাকীতে বিক্রির ঝুঁকি হল এক ধরনের আর্থিক ঝুঁকি, যা কোন গ্রাহক বা অপরপক্ষ তার চুক্তিবদ্ধ বাধ্যবাধকতাগুলি পূরণ করতে ব্যর্থ হলে উৎপন্ন হয়।

প্রধানতঃ গ্রাহকদের বৈশিষ্ট্যসমূহ কোম্পানির বাকীতে বিক্রির ঝুঁকির শিকার হওয়ার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে, যেসব বৈশিষ্ট্যের অন্তর্গত হলো শিল্পের default ঝুঁকি ও গ্রাহকের আর্থিক ক্ষমতা। এসব উপাদান কোম্পানির জন্য বাকীতে বিক্রির ঝুঁকি সৃষ্টিতে অবদান রাখতে পারে। কোনো বিশেষ ভৌগোলিক এলাকায় বাকীতে বিক্রির ঝুঁকির আধিক্য নেই।

কোম্পানির ডেটরস ম্যানেজমেন্ট রিভিউ কমিটি (Debtors Management Review Committee) একটি 'বাকীতে বিক্রির নীতি' (Credit Policy) প্রণয়ন করেছে। কোম্পানির মূল্য পরিশোধ ও সরবরাহ সংক্রান্ত শর্তাবলী (payment and delivery terms & conditions) প্রস্তাব করার পূর্বে বাকীতে বিক্রি সংক্রান্ত এই নীতির অধীনে প্রত্যেক নতুন গ্রাহককে তার বাকীতে ক্রয় যোগ্যতার (creditworthiness) নিরিখে ব্যক্তিগতভাবে বিশ্লেষণ করে দেখা হয়। প্রত্যেক গ্রাহকের জন্য credit limit বা বাকীতে বিক্রির সীমা নির্ধারণ করা হয়। কোনো গ্রাহকের জন্য বাকীতে বিক্রির সীমা দ্বারা কমিটির অনুমোদন চাওয়া ছাড়াই বাকীতে মুক্তভাবে সেই গ্রাহকের নিকট সর্বোচ্চ যে পরিমাণ পণ্য বিক্রি করা যেতে পারে তা নির্দেশ করা হয়। গ্রাহকদের জন্য বাকীতে বিক্রির সীমা লিন্ডে গ্রুপের এইচপিও (HPO) নীতি অনুযায়ী কোয়ার্টারলিভাবে পর্যালোচনা করা হয়। যেসব গ্রাহক কোম্পানি কর্তৃক নির্ধারিত Benchmark Creditworthiness বা বাকীতে বিক্রির সর্বোচ্চ সীমা অনুসরণে ব্যর্থ হয় সেসব গ্রাহক কোম্পানির সাথে কেবলমাত্র নগদ প্রদান/ অগ্রিম নগদ জমা ভিত্তিতে লেনদেন করতে পারে।

অনাদায়ী বকেয়া (doubtful debts) নিষ্পত্তির জন্য কোম্পানি একটি 'অনাদায়ী বকেয়া নিষ্পত্তি নীতি' (provision policy) প্রণয়ন করেছে। এই নীতির আলোকে trade receivables বা ব্যবসায়িক প্রাপকদের গ্যাস এবং ওয়েল্ডিং প্রাপকদের দেনা বাবদ কোম্পানির লোকসানের হিসাব পাওয়া যাবে। কোম্পানি বাণিজ্যিক প্রাপ্যদের (প্রত্যাশিত আমানত হ্রাস) হারের জন্য সরবরাহ করে যা ৩৬৫ দিনেরও কম ওভারহেডের ১০০% হয় যা গ্যাস এবং ওয়েল্ডিং পণ্য গ্রাহকদের জন্য ৩৬৫ দিনের বেশী। হেলথকেয়ার ক্রেতাদের মোট ঋণ গ্রহীতার জন্য ক্ষতির হার বরাদ্দ করা হয়েছে।

২০২০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে কোম্পানির নগদ অর্থ ও নগদ অর্থের সমতুল্যের পরিমাণ ছিল ১,১৪৫,০০৬ হাজার টাকা (২০১৯: ১,০০৪,৬২৬ হাজার টাকা), যা, এসব সম্পদের বিপরীতে, কোম্পানির বাকীতে বিক্রির সর্বোচ্চ পরিমাণের সক্ষমতা নির্দেশ করে। কোম্পানির এই অর্থ ও অর্থের সমতুল্যসমূহ বিভিন্ন ব্যাংকে জমা রাখা আছে। এসব ব্যাংক ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি অব বাংলাদেশ (সিআরএবি) এবং ক্রেডিট রেটিং ইনফর্মেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (সিআরআইএসএল)-এর রেটিং অনুসারে AA3 থেকে AAA পর্যন্ত রেটিংপ্রাপ্ত ব্যাংক।

আর্থিক অবস্থা বিবরণীতে প্রত্যেক আর্থিক সম্পদের চলতি মূল্য দ্বারা বাকীতে বিক্রির ঝুঁকির সর্বোচ্চ সম্ভাবনা নির্দেশিত হয়েছে।

ক) বাকীতে বিক্রির ঝুঁকি

সর্বোচ্চ বাকীতে বিক্রির ঝুঁকি আর্থিক সম্পদের বিবরণীতে পরিবাহী মূল্যে উপস্থাপন করা হয়েছে।		২০২০	২০১৯
প্রতিবেদনের তারিখে সর্বোচ্চ বাকীতে বিক্রির ঝুঁকি:	টীকা	টাকা '০০০	টাকা '০০০
বাণিজ্য প্রাপ্য	১০.১	৭৭৫,৮৮৫	৬৮৩,০২১
বাণিজ্য প্রাপ্য বাবদ বরাদ্দ	১০.১.১	(৮৫,৩০৭)	(২৬,০৭৭)
		৬৯০,৫৭৮	৬৫৬,৯৪৪
নগদ ও নগদ সমতূল্য	১৩	১,১৪৪,৬৩৮	১,০০৪,১৭৩
		১,৮৩৫,২১৬	১,৬৬১,১১৭
পণ্যের শ্রেণি অনুযায়ী প্রতিবেদনের তারিখে বাণিজ্য প্রাপ্যের জন্য বাকীতে বিক্রির সর্বোচ্চ ঝুঁকি:			
গ্যাসসমূহ		১৪৩,১৭২	১৯৩,৮১৯
ওয়েল্ডিং		৮৫,৬০৩	১২৮,৫১২
হেলথকেয়ার		৫৪৭,১১০	৩৬০,৬৯০
		৭৭৫,৮৮৫	৬৮৩,০২১
খ) বাণিজ্য প্রাপ্যসমূহের মেয়াদকাল			
প্রতিবেদন প্রদানের তারিখে মোট বাণিজ্য প্রাপ্যসমূহের শ্রেণীবিন্যাস ছিল নিম্নরূপ:			
চালান ০-৩০ দিনের মধ্যে		৫২৬,৯৬৬	৫১৬,২৯৯
চালান ৩১-৬০ দিনের মধ্যে		২৫,৩২৫	১৫,৮৪১
চালান ৬১-৯০ দিনের মধ্যে		১৪,১৫৩	৫,৩৩৪
চালান ৯১-১৮০ দিনের মধ্যে		২৬,৪৩৮	২৬,৩৮০
চালান ১৮১-৩৬৫ দিনের মধ্যে		৪৯,৭৫১	৭৯,১২৭
চালান ৩৬৫ দিনের উর্ধ্বে		১৩৩,২৫২	৪০,০৪০
		৭৭৫,৮৮৫	৬৮৩,০২১
আলোচ্য বছরে সন্দেহজনক দেনাবাবদ বরাদ্দের সঞ্চালন ছিল নিম্নরূপ:			
প্রারম্ভিক স্থিতি		২৬,০৭৭	২২,৩৬২
এ বছরের খরচ/(অবমুক্ত)		৫৯,২৩০	৩,৭১৫
সমাপনী স্থিতি		৮৫,৩০৭	২৬,০৭৭

৩০.২.২ লিকুইডিটি ঝুঁকি

কোম্পানির আর্থিক দায়সমূহ পরিশোধের সময় হওয়া সত্ত্বেও কোম্পানি সেগুলো পরিশোধে অসমর্থ হওয়ার ঝুঁকিতে পড়লে সেই ঝুঁকিকে তারল্য ঝুঁকি বলা হয়। কোম্পানির তারল্য (নগদ অর্থ ও নগদ অর্থের সমতুল্যসমূহ) ব্যবস্থাপনা কৌশল হলো, অগ্রহণযোগ্য লোকসান স্বীকার না করে কিংবা কোম্পানির সুনামকে ক্ষতির ঝুঁকিতে না ফেলে, স্বাভাবিক ও চাপযুক্ত উভয় অবস্থাতেই, পরিশোধের সময় হলেই যাতে কোম্পানি তার দায়সমূহ পরিশোধ করতে পারে সে জন্য যতদূর সম্ভব কোম্পানির কাছে সবসময় যথেষ্ট পরিমাণে তারল্য থাকা নিশ্চিত করা। সাধারণত, কোম্পানি যেরকম যথাযথ বিবেচনা করে সেরকম সময়কালের প্রত্যাশিত পরিচালন ব্যয় মিটানোর নিমিত্তে তার কাছে যথেষ্ট পরিমাণে নগদ অর্থ ও নগদ অর্থের সমতুল্য থাকা নিশ্চিত করে; তবে এই ব্যয়ের মধ্যে পূর্বে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুমান করা যায় না এমন চরম পরিস্থিতি যেমন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে উদ্ভূত অতিরিক্ত ব্যয়ের জন্য অর্থ অন্তর্ভুক্ত থাকে না। তদুপরি, আবশ্যক পাওনা পরিশোধে কোম্পানির নিকট যথেষ্ট নগদ অর্থ না থাকার ক্ষেত্রে দায়সমূহের অর্থ পরিশোধ নিশ্চিত করতে লিন্ডে গ্রুপ তফশিলি বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাথে স্বল্পমেয়াদী ঋণ গ্রহণ সুবিধা (Short Term Lines of Credit) বজায় রাখতে চায়।

			চুক্তিভিত্তিক নগদ অর্থ প্রবাহ				
	পরিবাহী মূল্য	মোট	৬ মাস বা তার কম	৬ হতে ১২ মাস	১ হতে ২ বছর	২ হতে ৫ বছর	৫ বছর এর উর্ধ্বে
	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০
৩১শে ডিসেম্বর ২০২০							
উৎপন্ন নয় এমন আর্থিক দায়সমূহ:							
বাণিজ্যিক প্রদেয়	২৫৩,৩৬৪	২৫৩,৩৬৪	২৫৩,৩৬৪	–	–	–	–
আন্তঃ কোম্পানি প্রদেয়	২৯৭,২৮৫	২৯৭,২৮৫	২৯৭,২৮৫	–	–	–	–
মূলধনী বিষয়ে প্রদেয়	৪৯,২৩৯	৪৯,২৩৯	৪৯,২৩৯	–	–	–	–
	৫৯৯,৮৮৮	৫৯৯,৮৮৮	৫৯৯,৮৮৮	–	–	–	–
উৎপন্ন আর্থিক দায়সমূহ	-	-	-	–	–	–	–
	৫৯৯,৮৮৮	৫৯৯,৮৮৮	৫৯৯,৮৮৮	–	–	–	–
৩১শে ডিসেম্বর ২০১৯							
উৎপন্ন নয় এমন আর্থিক দায়সমূহ:							
বাণিজ্যিক প্রদেয়	১৮৭,৮০৩	১৮৭,৮০৩	১৮৭,৮০৩	–	–	–	–
আন্তঃ কোম্পানি প্রদেয়	৩১০,১৩৬	৩১০,১৩৬	৩১০,১৩৬	–	–	–	–
মূলধনী বিষয়ে প্রদেয়	৩৫,৯৫৭	৩৫,৯৫৭	৩৫,৯৫৭	–	–	–	–
	৫৩৩,৮৯৬	৫৩৩,৮৯৬	৫৩৩,৮৯৬	–	–	–	–
উৎপন্ন আর্থিক দায়সমূহ	-	-	-	–	–	–	–
	৫৩৩,৮৯৬	৫৩৩,৮৯৬	৫৩৩,৮৯৬	–	–	–	–

৩০.২.৩ বাজার ঝুঁকি

বাজার ঝুঁকি হল সে ধরনের ঝুঁকি যা বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার, সুদের হার এবং পণ্যের মূল্যসমূহের যেকোন ধরনের পরিবর্তনের ফলে কোম্পানির আয় অথবা আর্থিক দলিলাদি সম্পর্কিত এর হোল্ডিংসমূহের মূল্যকে প্রভাবিত করে। বাজার ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা উদ্দেশ্য পরিচালনা এবং গ্রহণযোগ্য পরিমিত মধ্যে বাজার ঝুঁকি প্রভাব নিয়ন্ত্রণ, যখন সমন্বয় সাধনের প্রয়োজন হয়।

ক. মুদ্রা ঝুঁকি

যেসব আয় এবং ক্রয়সমূহ বৈদেশিক মুদ্রায় পরিবর্তন (ডিনোমিনেটেড) করা হয়, সেক্ষেত্রে কোম্পানি মুদ্রা ঝুঁকির মুখে পড়ে। কোম্পানির অধিকাংশ বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন আমেরিকান ডলার, ইউরো, এসজিডি এবং জিবিপি-তে পরিবর্তিত করে হিসাব করা হয় এবং কাঁচামাল ও বিদেশ হতে মুলধনী আইটেমসমূহ সংগ্রহ করার সাথে এই মুদ্রা বিনিময় সম্পর্কিত। কোম্পানিকে কিছু কিছু সেবা প্রদানের ক্ষেত্রেও বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেন করতে হয়। রপ্তানি হতে এবং মালামাল ও সেবাসমূহের পূর্ব নির্ধারিত (Deemed) রপ্তানি হতে কোম্পানি বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে।

কোম্পানি এর মুদ্রা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে বৈদেশিক মুদ্রায় পরিবর্তনযোগ্য আসন্ন ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যাংকসমূহের সাথে আগাম চুক্তিতে উপনীত হয় যাতে কোম্পানি বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের ব্যাপারে এর সম্পৃক্ততা গ্রহণযোগ্য নিম্ন পর্যায়ে ধরে রাখার প্রয়াস চালাতে পারে।

নিম্নে বর্ণিত মুদ্রায় আর্থিক দায়সমূহের ক্ষেত্রে ৩১শে ডিসেম্বর অবধি কোম্পানির বৈদেশিক মুদ্রা ঝুঁকি:

i) মুদ্রা ঝুঁকি বিষয়ক হিসাব	'০০০ BDT	'০০০ USD	'০০০ PHP	'০০০ INR	'০০০ THB	'০০০ GBP	'০০০ EUR	'০০০ SGD
৩১শে ডিসেম্বর ২০২০								
সম্পত্তিসমূহের বৈদেশিক মুদ্রা মূল্য								
বাণিজ্য প্রাপ্য	৬৯০,৫৭৮	–	–	–	–	–	–	–
আন্তঃ কোম্পানি প্রাপ্য	৮,০৮৯	–	–	–	–	–	২০	–
	৬৯৮,৬৬৭	–	–	–	–	–	২০	–
দায়সমূহের বৈদেশিক মুদ্রা মূল্য								
বাণিজ্য প্রদেয়	–	–	–	–	–	–	–	–
আন্তঃ কোম্পানি প্রদেয়	(১০৫,৯৩৪)	(১,২৫০)	–	(৩,৩৩১)	–	–	(৪৯২)	
	(১০৫,৯৩৪)	(১,২৫০)	–	(৩,৩৩১)	–	–	(৪৯২)	–
ঝুঁকির হিসাব	৫৯২,৭৩৩	(১,২৫০)	–	(৩,৩৩১)	–	–	(৪৭২)	–

	'০০০ BDT	'০০০ USD	'০০০ PHP	'০০০ INR	'০০০ THB	'০০০ GBP	'০০০ EUR	'০০০ SGD
৩১শে ডিসেম্বর ২০১৯								
সম্পত্তিসমূহের বৈদেশিক মুদ্রা মূল্য								
বাণিজ্য প্রাপ্য	৬৫৬,৯৪৫	–	–	–	–	–	–	–
আন্তঃ কোম্পানি প্রাপ্য	১২,০৭০	৫	৪৭	–	–	–	২০	–
	৬৬৯,০১৫	৫	৪৭	–	–	–	২০	–
দায়সমূহের বৈদেশিক মুদ্রা মূল্য								
বাণিজ্য প্রদেয়	–	–	–	–	–	–	–	–
আন্তঃ কোম্পানি প্রদেয়	(২১১,৭৯১)	(৮৪০)	(৮৮)	(৩,২৩২)	(৪১)	(৩)	(১৮২)	(৬)
	(২১১,৭৯১)	(৮৪০)	(৮৮)	(৩,২৩২)	(৪১)	(৩)	(১৮২)	(৬)
ঝুঁকির হিসাব	৪৫৭,২২৪	(৮৩৫)	(৪১)	(৩,২৩২)	(৪১)	(৩)	(১৬২)	(৬)

নিম্নে এ বছরের প্রয়োগকৃত মুদ্রার বিনিময় হার দেয়া হল:

বিনিময় হার	গড় হার		বছর শেষে স্পট হার	
	২০২০	২০১৯	২০২০	২০১৯
১ ইউ এস ডলার (ইউএস ডলার)	৮৪.৭৬	৮৪.৮৮	৮৪.৬৯	৮৪.৮৮
১ গ্রেট ব্রিটেন পাউন্ড (জিবিপি)	১১৪.০০	১১১.২০	১১৫.৭৭	১১২.৫২
১ ইউরো (ইউআর)	১০৩.১৭	৯৪.২৮	১০৩.৪৫	৯৫.১৭
১ আইএনআর	১.১৫	৬৩.৮৩	১.১৬	৬৩.০৬

ii) সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণ

৩১ শে ডিসেম্বর সময়ের মধ্যে বৈদেশিক মুদ্রার যৌক্তিক পর্যায়ে (সম্ভাব্য ৫%) শক্তিশালী হওয়ার (বা দুর্বল হয়ে যাওয়ার) ফলে বিদেশী মুদ্রায় নির্ণয়কৃত আর্থিক দলিলাদির পরিমাপের পাশাপাশি নিম্নের প্রদর্শিত পরিমাণ বিচারে ইক্যুইটি এবং মুনাফা বা ক্ষতির উপর বিরূপ প্রভাব রাখতে পারত। উক্ত বিশ্লেষণমূলক দলিলে প্রতিভাত হয় যে, অন্য সকল পরিবর্তনশীল সূচক, বিশেষতঃ সুদের হারসমূহ, স্থিতিশীল রয়েছে এবং এক্ষেত্রে আগাম বিক্রয় এবং ক্রয়ের কারণে সৃষ্ট কোন প্রভাব গণ্য করা হয়নি।

	লাভ বা ক্ষতি		ইক্যুইটি, করের সীমা	
বিনিময় হার	বৃদ্ধি	হ্রাস	বৃদ্ধি	হ্রাস
	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০
৩১শে ডিসেম্বর ২০২০				
ইউ এস ডলার	(৫,২৯৪)	৫,২৯৪	৩,৯৭১	(৩,৯৭১)
ইউরো	(২,৪৪২)	২,৪৪২	১,৮৩১	(১,৮৩১)
আই এন আর	(১৯৩)	১৯৩	১৪৫	(১৪৫)
৩১শে ডিসেম্বর ২০১৯				
ইউ এস ডলার	(৩,৫৪১)	৩,৫৪১	২,৬৫৬	(২,৬৫৬)
ইউরো	(৭৭১)	৭৭১	৫৭৮	(৫৭৮)
জি বি পি	(১৫)	১৫	১১	(১১)
আই এন আর	(১৯২)	১৯২	১৪৪	(১৪৪)
পি এইচ পি	(৩)	৩	২	(২)
এস জি ডি	(১৯)	১৯	১৪	(১৪)
টি এইচ বি	(৬)	৬	৫	(৫)

iii) বৈদেশিক বিনিয়োগ লাভ/(ক্ষতি)

বৈদেশিক বিনিয়োগ লাভ/(ক্ষতি)		(৭,১২৬)	(৭,৮৩১)

খ) সুদের হার সংক্রান্ত ঝুঁকি

সুদের হার পরিবর্তনের কারণে সুদের হার সংক্রান্ত ঝুঁকি দেখা দেয়। কোম্পানির বৈদেশিক মুদ্রা সংক্রান্ত দায় সুদের হার ওঠানামা দ্বারা উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত হয় না। প্রতিবেদন প্রস্তুতের তারিখে ডেরিবেটিভ দলিলনির্ভর কোন চুক্তিতে কোম্পানি উপনীত হয়নি।

৩১শে ডিসেম্বর অবধি কোম্পানির সুদ নির্ধারণী আর্থিক দলিলাদিতে সুদ হারের ধরন ছিল:

			নামিক মূল্য
i) নির্ধারিত হার বিষয়ক দলিলাদি			
আর্থিক সম্পত্তিসমূহ			
স্থায়ী আমানত প্রাপ্তিগুলো বিনিয়োগ-এফডিআর	১২	১,৫১১,২০২	১,২৪৪,৬১৯
ব্যাংকে স্থায়ী গচ্ছিত	১.৩	৭৭৮,৬৯৪	৫৩৪,৬০৯
		২,২৮৯,৮৯৬	১,৭৭৯,২২৮
আর্থিক দায়সমূহ		-	-
		২,২৮৯,৮৯৬	১,৭৭৯,২২৮

		২০২০	২০১৯
		টাকা '০০০	টাকা '০০০
ii. চলতি হার বিষয়ক দলিলাদি			
আর্থিক সম্পত্তিসমূহ		–	–
আর্থিক দায়সমূহ		–	–
iii. পরিবাহী মূল্য (i-ii)		২,২৮৯,৮৯৬	১,৭৭৯,২২৮

গ) পণ্যমূল্য সংক্রান্ত ঝুঁকি

পণ্যের মূল্য ওঠানামা করার কারণে (কোম্পানির সম্পদ ও পণ্যের) ভবিষ্যৎ বাজার মূল্যমান এবং কোম্পানির ভবিষ্যৎ আয়ের পরিমাণ বা আকার নিয়ে যে অনিশ্চয়তা তৈরি হয় তাকে বলা হয় পণ্যমূল্য সংক্রান্ত ঝুঁকি (commodity risk)। যেহেতু কোম্পানি উৎপাদনে ব্যবহারের জন্য এমএস ওয়্যার, ব্লেন্ডেড পাউডার, ক্যালসিয়াম কার্বাইড ও অন্যান্য কাঁচামাল ক্রয় করে থাকে, তাই এসব উপকরণ ক্রয় করার ফলে কোম্পানি পণ্যমূল্য সংক্রান্ত ঝুঁকির মুখে পড়ে। সরবরাহকারীদের সাথে 'সরবরাহ চুক্তি'র (supply contract) মাধ্যমে পণ্যমূল্য সংক্রান্ত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা করা হয়ে থাকে।

৩০.৩ মূলধন ব্যবস্থাপনা

কোম্পানির কার্যক্রমকে একটি সচল কার্যক্রম হিসেবে বজায় রাখা নিশ্চিত করতে কোম্পানির যে পর্যাপ্ত পরিমাণ অভ্যন্তরীণ মূলধন থাকা আবশ্যক তা নিরূপণ করার মাধ্যমে সেই মোতাবেক কোম্পানির জন্য যথেষ্ট পরিমাণে মূলধন বজায় রাখার লক্ষ্যে বিভিন্ন নীতি ও পদক্ষেপের বাস্তবায়নই হলো মূলধন ব্যবস্থাপনা। শেয়ার মূলধন, সাধারণ সংরক্ষিত তহবিল ও পুনর্মূল্যায়িত সংরক্ষিত তহবিলের সমন্বয়ে কোম্পানির মূলধন গঠিত। নির্ধারিত মাত্রার চাইতে উচ্চতর অংকের মূলধনের ক্ষেত্রে, সকল বড় ধরনের বিনিয়োগ ও পরিচালন সিদ্ধান্ত বোর্ড কর্তৃক মূল্যায়িত ও অনুমোদিত হতে হয়। সাধারণ শেয়ারহোল্ডারগণকে যে লভ্যাংশ প্রদান করা হয় পরিচালকমন্ডলী তার মাত্রাও পরিবীক্ষণ করে থাকেন।

৩১. অনিয়ন্ত্রিত সুদ (NCI)

গ্রুপ সাবডিয়ারির অধীনস্ত প্রতিটির তথ্য সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

	বিওসি	বিওএল	আন্তঃ গ্রুপ বিলোপ	মোট	টাকা '০০০
৩১শে ডিসেম্বর ২০২০					
NCI শতকরা হার	০.০৫%	-	-	-	-
যে সম্পত্তিসমূহ চলতি নহে	-	-	-	-	-
চলতি সম্পত্তিসমূহ	২০,০০০	-	-	২০,০০০	২০
যে দায়সমূহ চলতি নহে	-	-	-	-	-
চলতি দায়সমূহ	(৫২৩,২৫০)	-	-	(৫২৩,২৫০)	(৫২৩)
নীট সম্পত্তিসমূহ	(৫০৩,২৫০)	-	-	(৫০৩,২৫০)	(৫০৩)
NCI এর অর্জনযোগ্য নীট সম্পত্তিসমূহ	(২৫২)	-	-	(২৫২)	(০.২৫)
রেভিনিউ	-	-	-	-	-
ক্ষতি	(৬৯,০০০)	-	-	(৬৯,০০০)	(৬৯)
ওসিআই (OCI)	-	-	-	-	-
মোট কমপ্রিহেনসিভ আয়	-	-		-	-
NCI তে ক্ষতির বন্টন	(৩৫)	-	-	(৩৫)	(০.০৪)
NCI তে OCI বন্টন	-	-	-	-	-
পরিচালনা কর্মকান্ড হতে নগদ প্রবাহ	-	-	-	-	-
বিনিয়োগ কর্মকান্ড হতে নগদ প্রবাহ	-	-	-	-	-
আর্থিক কর্মকান্ড হতে নগদ প্রবাহ	-	-	-	-	-
নীট বৃদ্ধি (হ্রাস) নগদ ও নগদ সমতুল্য	-	-	-	-	-
৩১শে ডিসেম্বর ২০১৯					
NCI শতকরা হার	০.০৫%	০.৫০%			
যে সম্পত্তিসমূহ চলতি নহে	-	-		-	-
চলতি সম্পত্তিসমূহ	২০,০০০	২৪৭,৮৪৮		২৬৭,৮৪৮	২৬৮
যে দায়সমূহ চলতি নহে	-	-		-	-
চলতি দায়সমূহ	(৪৫৪,২৫০)	(২০৯,৭৫০)		(৬৬৪,০০০)	(৬৬৪)
নীট সম্পত্তিসমূহ	(৪৩৪,২৫০)	৩৮,০৯৮		(৩৯৬,১৫২)	(৩৯৬)
NCI এর অর্জনযোগ্য নীট সম্পত্তিসমূহ	(২১৭)	১৯০	-	(২৭)	(০.০৩)
রেভিনিউ	-	-		-	-
ক্ষতি	(৭৪,২৫০)	(৭৪,২৫০)		(১৪৯,৫০০)	(১৫০)
ওসিআই (OCI)	-	-		-	-
মোট কমপ্রিহেনসিভ আয়	(৭৪,২৫০)	(৭৪,২৫০)			

	বিওসি	বিওএল	আন্তঃ গ্রুপ বিলোপ	মোট	টাকা '০০০
NCI তে ক্ষতির বন্টন	(৩৭)	(৩৭৪)		(৪১১)	(০.৪১)
NCI তে OCI বন্টন	-	-	-	-	-
পরিচালনা কর্মকান্ড হতে নগদ প্রবাহ	-	-	-	-	-
বিনিয়োগ কর্মকান্ড হতে নগদ প্রবাহ	-	-	-	-	-
আর্থিক কর্মকান্ড হতে নগদ প্রবাহ	-	-	-	-	-
নীট বৃদ্ধি (হ্রাস) নগদ ও নগদ সমতুল্য	-	-	-	-	-

৩২. সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের লেনদেন

৩২.১ প্যারেন্ট ও নিয়ন্ত্রিত পক্ষের লেনদেন

যুক্তরাজ্যের দ্য বিওসি গ্রুপ, কোম্পানির ৬০% শেয়ারের অধিকারী যাহার সম্পূর্ণ মূলধনের অধিকারী জার্মান কোম্পানি লিন্ডে এজি (Linde AG)। ২০১৯ সালের জার্মানির লিন্ডে এজি এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রাকজাইর ইনকর্পোরেশন এর মাঝে একটি বৈশ্বিক একীভূতকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। সেই সুবাদে, লিন্ডে পিএলসি নামক আয়ারল্যান্ডের অন্তর্ভুক্ত একটি কোম্পানি লিন্ডে এজি এবং প্রাকজাইর ইনকর্পোরেশন উভয়ের নতুন হোল্ডিং কোম্পানিতে পরিণত হয় এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড-এর বর্তমানে নতুন চূড়ান্ত হোল্ডিং কোম্পানি হলো লিন্ডে পিএলসি।

	টীকা	২০২০ টাকা '০০০	২০১৯ টাকা '০০০
৩২.২ মূল ব্যাবস্থাপনা কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে লেনদেন			
মূল ব্যাবস্থাপনা কর্মকর্তাবৃন্দ:			
পরিচালকবৃন্দের সম্মানী		৭,৭৬৬	১৯,৭৯৩

৩২.৩ সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের লেনদেন			৩১শে ডিসেম্বর ২০২০	২০১৯	২০২০	৩১শে ডিসেম্বর ২০১৯
পক্ষসমূহের নাম	**সম্পর্কের প্রকৃতি**	**লেনদেনের প্রকৃতি**		**লেনদেনের বছর**		**অনাদায়ী উদ্বৃত্ত**
আন্তঃ কোম্পানি প্রদেয়			টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০
বিওসি গ্যাসেস, টেকনিক্যাল সাপ্লাই সেন্টার	ফেলো সাবসিডিয়ারি	পণ্য ক্রয়	-	১,৫৫৬	৩৫৬	২৯৬
বিওসি গ্রুপ লিমিটেড	হোল্ডিং কোম্পানি	কারিগরী সহায়তা ফি	৩৬,৫০৩	৩৭,১৫০	৯৫,০৩৬	২১১,৮২৫
বিওসি গ্রুপ লিমিটেড	হোল্ডিং কোম্পানি	লভ্যাংশ	৪১০,৮৯৪	৩০৮,১৭০	-	-
লিন্ডে এজি, লিন্ডে গ্যাস হেডকোয়ার্টারস	বিওসি গ্রুপ লিমিটেড এর হোল্ডিং কোম্পানি	গ্লোবাল আই এস ফি	৩০,৯৮৬	৪১,৮৫৮	৪৮,৩১১	১৭,৩০৪
লিন্ডে গ্যাস এশিয়া-পিটিই লিমিটেড	ফেলো সাবসিডিয়ারি	ক্রয় খরচ পুনঃযোগান	(১,৩৫৪)	৮,৫৭৮	-	১,৩২৭
লিন্ডে গ্যাস এশিয়া-পিটিই লিমিটেড- ROHQ	ফেলো সাবসিডিয়ারি	সার্ভিস ফি	-	১০,৩০৮	-	৩,৬০৪
লিন্ডে গ্যাস সিংগাপুর পিটিই লিমিটেড	ফেলো সাবসিডিয়ারি	পণ্য ক্রয়	৩,৮৯২	২,১৪৫	১,৭২২	(৫৮৯)
লিন্ডে ইন্ডিয়া লিমিটেড	ফেলো সাবসিডিয়ারি	পণ্য এবং সম্পত্তি ক্রয়	১৫০,৫৭৫	২৫৬,৩৫৮	১২০,১৪৩	৪৪,৭৭০
লিন্ডে মালয়েশিয়া এসডিএন বিএইচডি	ফেলো সাবসিডিয়ারি	পণ্য এবং সম্পত্তি ক্রয়	৪,২৯০	১৭,৯১৩	২৩,৫৯০	৩০,৮৯৬
লিন্ডে ট্রেজারী এশিয়া প্যাসিফিক পিটিএ লিমিটেড	ফেলো সাবসিডিয়ারি	সার্ভিস ফি	-	২৮৮	-	-
থাই ইন্ডাষ্ট্রিয়াল গ্যাসেস পিএলসি	ফেলো সাবসিডিয়ারি	ক্রয় খরচ পুনঃযোগান	-	-	-	১০৩
লিন্ডে ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড	ফেলো সাবসিডিয়ারি	সার্ভিস ফি	১,০৫৮	১,০০২	৮৫	৮৫
লিন্ডে আরওসি এসডিএন বিএইচডি	ফেলো সাবসিডিয়ারি	সার্ভিস ফি	(৪১০)	৩,০৭৪	-	৫১৫
লিন্ডে বিজনেস সল্যুয়েশন সেন্টার	ফেলো সাবসিডিয়ারি	সার্ভিস ফি	৭,৭৪৪	-	৭,৭৪৪	-
প্রাক্জাইর (থাইল্যান্ড)	ফেলো সাবসিডিয়ারি	সার্ভিস ফি	৭০৪	-	২৯৭	-
বাংলাদেশ অক্সিজেন লিমিটেড	সাবসিডিয়ারি	ব্যয় পরিশোধ	১৮	৬৯	২৩১	২৪৮

			৩১শে ডিসেম্বর ২০২০	২০১৯	২০২০	৩১শে ডিসেম্বর ২০১৯
আন্তঃ কোম্পানি প্রদেয়						
বিওসি হোল্ডিংস	প্যারেন্ট কোম্পানি	ক্রয় খরচ পুনঃযোগান	-	১,২৫১	-	১,২৫১
লিন্ডে গ্যাস এশিয়া-পিটিই লিমিটেড- ROHQ	ফেলো সাবসিডিয়ারি	ক্রয় খরচ পুনঃযোগান	-	-	-	২০৩
লিন্ডে গ্যাস এশিয়া-পিটিই লিমিটেড	ফেলো সাবসিডিয়ারি	ক্রয় খরচ পুনঃযোগান	(৪,০৩৭)	৮,০৯৪	-	১০,৯৪৩
লিন্ডে কোরিয়া কোম্পানি লিমিটেড	ফেলো সাবসিডিয়ারি	ক্রয় খরচ পুনঃযোগান	-	১১৮	২০৬	২০৬
লিন্ডে দক্ষিণ-এশিয়া সহায়ক	ফেলো সাবসিডিয়ারি	ক্রয় খরচ পুনঃযোগান	৭,৮৮৩	-	৭,৮৮৩	-
লিন্ডে এজি, লিন্ডে গ্যাস HQ	বিওসি গ্রুপ লিমিটেড এর হোল্ডিং কোম্পানি	ক্রয় খরচ পুনঃযোগান	-	-	১,৭৯৯	১,৭৯৮
বিওসি বাংলাদেশ লিমিটেড	সাবসিডিয়ারি	ব্যয় পরিশোধ	৬৯	৬৯	৪১৬	৩৪৭

৩৩. বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণ		২০২০		২০১৯
	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০
দি বিওসি গ্রুপ লিমিটেড, ইউ. কে-কে লভ্যাংশ প্রদান (জিবিপি)	৩,৮২৬	৪১০,৮৯৪	২,৮৫৯	৩০৮,১৭০
লিন্ডে গ্যাস এশিয়া-কে সার্ভিস চার্জ আরওএইচকিউ, ফিলিপাইন (ইউএসডি)	৪২	৩,৬১৫	২১০	১৭,৭৩৯
ইএফআরএসি, ইন্ডিয়া (ইউএসডি)	-	-	৬	৫২১
লিন্ডে ইন্ডিয়া লিমিটেড, ইন্ডিয়া (ইউএসডি)	১৪২	১২,০৫৭	-	-
লিন্ডে ট্রেজারি এশিয়া প্যাসিফিক পিটিই লিমিটেড, সিঙ্গাপুর (এসজিডি)	-	-	১১	৭১২
লিন্ডে এজি, জার্মানি (ইউরো)	-	-	২,০৫৮	১৯৫,৩৭৫
সেফটি হাইটেক, ইতালি (ইউরো)	-	-	৩০	২,৮১৫
ইউএল এজি, ইউএসএ, (ইউএসডি)	৫	৩৮৫	৪	৩২৫
প্রাকজ্যায়ার (থাইল্যান্ড) কোং লিঃ (ইউএসডি)	৫	৪০৭	৫	৪০৪
এম জাংকশন, ইন্ডিয়া	-	-	৬	৫২৩
আর. ভি. ব্রিগস ও কোং প্রাঃ লিঃ, ইন্ডিয়া (ইউএসডি)	-	-	০	১০
লিন্ডে রক এসডিএন বিএইচডি, মালেশিয়া (ইএসডি)	১	১০৫	৭৫	৬,২৯১
শেল-এন-টিউব প্রাঃ লিঃ, ইন্ডিয়া (ইএসডি)	-	-	৫	৩৯৬
লিন্ডে গ্যাস এশিয়া প্রাঃ লিঃ, সিঙ্গাপুর (এসজিডি)	-	-	১৪০	৯,০২০
উইললিস টাওয়ার ওয়াটসন, ভারত (ইএসডি)	২	২০৪	-	-
থাই ইন্ডাসট্রিয়াল গ্যাসেস পিএলসি, থাইল্যান্ড (ইএসডি)	১	১০৩	-	-
দি বিওসি গ্রুপ লিমিটেড, ইউ. কে-কে টিএএফ প্রদান	১,০১৬	১১৩,৯৯৮	-	-
	৫,০৪১	৫৪১,৭৬৭	৫,৪১০	৫৪২,৩০১

দি বিওসি গ্রুপ লিমিটেড একজন অনাবাসিক শেয়ারহোল্ডার। উক্ত কোম্পানি ২০২০ সালে ৯,১৩০,৯৬৮ টি সাধারণ শেয়ারের অধিকারী।
২০১৯ সালের লভ্যাংশ দি বিওসি গ্রুপ লিমিটেড-কে জিবিপি বাবদ ৩,৮২৬ হাজার টাকা চূড়ান্ত লভ্যাংশ ২০২০ সালে প্রদান করা হয়।

৩৪. বৈদেশিক মুদ্রায় গ্রহণ		২০২০		২০১৯	
গ্রাহকের/ভেন্ডরের নাম	গ্রহণের ধরন	'০০০ এফসি	টাকা' ০০০	'০০০ এফসি	টাকা' ০০০
ইউনিগ্লোরী সাইকেল কম্পোনেন্টস্ লিঃ (ইউএসডি)	রপ্তানী হিসেবে গণ্য	১২০	১০,২০৯	৯৩	৭,৮৪৯
ইউনিগ্লোরী সাইকেল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ (ইউএসডি)	রপ্তানী হিসেবে গণ্য	৭৩	৬,২৪২	১৩৩	১১,২৫৬
মেঘনা আলোহটেক লিঃ (ইউএসডি)	রপ্তানী হিসেবে গণ্য	১১০	৯,৩৭৭	৭৫	৬,৩৩০
লিন্ডে গ্যাস এশিয়া পিটিই লিমিটেড (সিঙ্গাপুর)	আইএস চার্জ	৮১	৬,৯০৫	৩২	২৭২৮
লিন্ডে গ্যাস এশিয়া পিটিই লিমিটেড (ফিলিপাইন)	ব্যয় রিচার্জ	২	২০৩	-	-
বিওসি হোল্ডিংস, ইউকে	ব্যয় রিচার্জ	১৫	১,২৫১	-	-
জেডটিই কর্পোরেশন (ইউএসডি)	সার্ভিস চার্জ	১৯৮	১৬,৮৩০	৩৩২	২৮,০৫৯
কর্ণফুলী শিপ বিল্ডার্স (ইউএসডি)	রপ্তানী হিসেবে গণ্য	৭৮	৬,৬২৬	৪৪৮	৩৭,৮৫৪
		৬৭৮	৫৭,৬৪৩	১,১১৩	৯৪,০৭৭

৩৫. সি আই এফ ভিত্তিতে আমদানী মূল্য	২০২০ টাকা '০০০	২০১৯ টাকা '০০০
কাঁচামাল	১,৪১০,৪৬৫	১,৯৩৩,৯৭৫
খুচরা যন্ত্রাংশ ও অন্যান্য মেশিনপত্র	২৫,৯০৮	২৩,২৭৫
মূলধনী মালামাল	৫৫,৪৯২	৩৫৮,৭২৫
	১,৪৯১,৮৬৫	২,৩১৫,৯৭৫

৩৬. মূলধনী ব্যয়ের জন্য অঙ্গীকার		
চুক্তিবদ্ধ কিন্তু হিসাবে প্রতীয়মান হয় নাই	১৬২,৩২৬	৫৯,০৮৯

৩৭. ভবিষ্যত (Contingent) দায়সমূহ		
এই দায়সমূহের আওতায় রয়েছে, তৃতীয় পক্ষসমূহকে প্রদত্ত ব্যাংক গ্যারান্টিসমূহ, শিপিং গ্যারান্টিসমূহ, অন্যান্য গ্যারান্টি, জনসেবা খাতে গ্যারান্টিসমূহ, পারফরমেন্স বন্ড, সিকিউরিটি বন্ড, আমদানী বিল, আমদানী হতে প্রাপ্য অর্থ এবং ব্যাংকের গ্রহণযোগ্যতা সংক্রান্ত দলিল।	১৩০,২৯২	১০২,৩১৮
বকেয়া ঋণপত্রসমূহ	৯২৪,৭৮২	৬০০,৪৭৬
বিতর্কিত করের অন্যান্য ভ্যাট সম্পর্কিত সমস্যাসমূহ	১০২,৫২৫	১২,৯৯৬

	২০২০	২০১৯
	টাকা '০০০	টাকা '০০০
৩৭.১ ক্রেডিট সুবিধাদি - ৩১শে ডিসেম্বর		
স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক লি:	১,২০০,০০০	১,২০০,০০০
দি হংকং সাংহাই ব্যাংকিং কর্পোরেশন লিমিটেড	৬১০,২৫০	৬১০,২৫০
	১,৮১০,২৫০	১,৮১০,২৫০

দি হংকং সাংহাই ব্যাংকিং কর্পোরেশন লিমিটেড-এর সাথে চুক্তি (ঋণ সুবিধা)

লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড এবং দি হংকং সাংহাই ব্যাংকিং কর্পোরেশন লিমিটেড-এর মধ্যে ২৮শে জুলাই ২০২০ নতুন চুক্তি অনুযায়ী কোম্পানি ঋণ সুবিধা পেয়ে আসছে। নিম্নরূপ শর্তাবলী হল:

সুবিধা সীমাবদ্ধতা: ইউরো ৬.০০ মিলিয়ন (ছয় মিলিয়ন) সমপরিমাণ স্থানীয় মুদ্রা।

উদ্দেশ্য: চলতি মূলধন সুবিধা

ওভারড্রাফ্ট সুদের হার: ৯.৫%

নিরাপত্তা: ডিমান্ড প্রমিজরি নোট, টাকা ৬১০.২৫ মিলিয়ন টাকার অনুকূলে ধারাবাহিকতা পত্র এবং লিন্ডে এজি কর্তৃক প্রেরিত লেটার অব কমফোর্ট।

স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক বাংলাদেশ-এর সাথে চুক্তি (ঋণ সুবিধা)

লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড এবং স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক বাংলাদেশ-এর মধ্যে ১২ই নভেম্বর ২০২০-তে যথাক্রমে চুক্তি অনুযায়ী কোম্পানি ঋণ সুবিধা পেয়ে আসছে। নিম্নরূপ শর্তাবলী হল:

সুবিধা সীমাবদ্ধতা: টাকা ১,২০০ মিলিয়ন (টাকা এক হাজার দুইশত মিলিয়ন)

উদ্দেশ্য: চলতি মূলধন

ওভারড্রাফ্ট সুদের হার: ৯.০০%

নিরাপত্তা: ডিমান্ড প্রমিজরি নোট, টাকা ১,২০০ মিলিয়ন টাকার অনুকূলে ধারাবাহিকতা পত্র।

৩৮. উৎপাদন ক্ষমতা

প্রধান পণ্যসামগ্রী	মাপের একক	এ বছরের জন্য ক্ষমতা	এ বছরের জন্য উৎপাদন	মন্তব্য
এএসইউ গ্যাসেস	'০০০এম^{৩}	৩৫,০১৮	২৩,৫০৫	ভবিষ্যত চাহিদা মেটানোর জন্য অতিরিক্ত উৎপাদন ক্ষমতা
কার্বন-ডাই-অক্সাইড	এম টি	১৩,১৪০	৩,১৪১	ভবিষ্যত চাহিদা মেটানোর জন্য অতিরিক্ত উৎপাদন ক্ষমতা
ডিজল্ভ এসিটিলিন	'০০০এম^{৩}	৩০০	১৩৭	বাজারে চাহিদা স্বল্পতা
ইলেক্ট্রোডস্	এম টি	৩১	২১	ভবিষ্যত চাহিদা মেটানোর জন্য অতিরিক্ত উৎপাদন ক্ষমতা

৩৯. সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জামের বিক্রয়ের মুনাফার তালিকা	মুল্য	সঞ্চিত অবচয়	পরিবাহী মূল্য	বিক্রয় মূল্য
	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০
প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম	৭৪,২৫৬	৭৪,২৫৬	-	-
যানবাহন	১৬,০১০	১২,০১৮	৩,৯৯২	৩,৯৯২
আসবাবপত্র এবং সরঞ্জামাদি	৮,৪৮১	৮,৪৮১	-	-
সিলিন্ডারস: বিক্রয়কৃত	১,১৪৫	১,১৪৫	-	২,০৭৮
সিলিন্ডারস: বাতিলকৃত	৪,১৩৮	৩,১৮৬	৯৫২	-
২০২০	১০৪,০৩০	৯৯,০৮৬	৪,৯৪৫	৬,০৭০
২০১৯	২৫,৬৭৫	২৩,৬০৭	২,০৬৮	৬,৫৮৫

	২০২০	২০১৯
	টাকা '০০০	টাকা '০০০
৪০. পারিশ্রমিক উত্তোলনকৃত নিযুক্ত কর্মীদের সংখ্যা		
প্রয়োজনীয়তা অনুসারে তফসিল একাদশ দ্বিতীয় খন্ডের তৃতীয় প্যারা নিম্নরূপে প্রকাশ		
প্রতি মাসে ৩,০০০ টাকার উপরে	৩১৬	২৯৬
প্রতি মাসে ৩,০০০ টাকার নিচে	-	-
	৩১৬	২৯৬
৪১. নীট সম্পত্তি মূল্য (NAV)		
মোট সম্পত্তিসমূহ	৮,০০৪,৫১৪	৭,৬৫১,৮২৪
চলতি নহে যে দায়সমূহ	(৮৫৪,৫১৮)	(৭৯৫,৬৭৬)
চলতি দায়সমূহ	(১,৭৩৬,১৫৯)	(১,৭৪৭,৪৩৯)
	৫,৪১৩,৮৩৭	৫,১০৮,৭০৯
প্রতিটি ১০/= টাকা হারে ৩১ শে ডিসেম্বর-এ মোট সাধারণ শেয়ার মূল্য	১৫,২১৮	১৫,২১৮
৩১শে ডিসেম্বর-এ নীট সম্পত্তি মূল্য	৩৫৫.৭৫	৩৩৫.৭০

	২০২০	২০১৯
	টাকা '০০০	টাকা '০০০
৪১.১ নীট সম্পত্তি মূল্য (NAV) একত্রীকৃত	৮,০০৪,০৯৮	৭,৬৫১,৭০৪
মোট সম্পত্তিসমূহ	(৮৫৪,৫১৮)	(৭৯৫,৬৭৬)
চলতি নহে যে দায়সমূহ	(১,৭৩৬,২৬৬)	(১,৭৪৭,৭৫৭)
চলতি দায়সমূহ	৫,৪১৩,৩১৪	৫,১০৮,২৭১
প্রতিটি ১০/= টাকা হারে ৩১শে ডিসেম্বর-এ মোট সাধারণ শেয়ার মূল্য	১৫,২১৮	১৫,২১৮
৩১শে ডিসেম্বর-এ নীট সম্পত্তি মূল্য	৩৫৫.৭২	৩৩৫.৬৭

৪২. শেয়ারপ্রতি আয়

হিসাবরক্ষণ নীতিমালা নোট ৩(ত)-এ বিস্তারিত

৪২.১ শেয়ারপ্রতি মৌলিক আয়		
শেয়ারপ্রতি আয়ের হিসাব নিম্নে দেয়া হলো:		
সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের অর্জিত আয় (কর পরবর্তী নীট মুনাফা) (টাকা '০০০)	১,০৭৩,৬০৯	১,২৩১,৫৮৮
এ বছরের বকেয়া সাধারণ শেয়ারের সংখ্যা (টাকা '০০০)	১৫,২১৮	১৫,২১৮
শেয়ারপ্রতি মৌলিক ডাইলিউটেড আয় (EPS) টাকা	৭০.৫৫	৮০.৯৩

৪২.২ ডাইলিউটেড শেয়ারপ্রতি আয়

এ বছরের ডাইলিউশনের কোন উল্লেখযোগ্য সম্ভাবনার সুযোগ না থাকার প্রেক্ষিতে শেয়ারপ্রতি কোন ডাইলিউটেড আয় হিসাবের প্রয়োজন নেই। শেয়ারপ্রতি মৌলিক এবং ডাইলিউটেড আয় একই রকম।

৪২(ক) কনসলিডেটেড শেয়ারপ্রতি মৌলিক আয়		
সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের অর্জিত আয় (কর পরবর্তী নীট মুনাফা) (টাকা '০০০)	১,০৭৩,৫৩৯	১,২৩১,৪৩৮
এ বছরের বকেয়া সাধারণ শেয়ারের সংখ্যা ('০০০)	১৫,২১৮	১৫,২১৮
শেয়ারপ্রতি মৌলিক আয় (EPS) - টাকা	৭০.৫৪	৮০.৯২
৪৩. শেয়ার প্রতি মোট পরিচালনার নগদ প্রবাহ (এনওসিএফপিএস)		
নগদ প্রবাহের বিবৃতি অনুসারে পরিচালন কার্যক্রম থেকে নগদ প্রবাহিত হয় (হাজারে)	১,১৮২,৪৭২	১,৫৭১,১৭৪
বছরে বকেয়া সাধারণ শেয়ারের সংখ্যা (হাজারে)	১৫,২১৮	১৫,২১৮
শেয়ার প্রতি মোট পরিচালনার নগদ প্রবাহ (এনওসিএফপিএস) (হাজারে)	৭৭.৭০	১০৩.২৫
৪৩(ক) শেয়ার প্রতি মোট পরিচালনার নগদ প্রবাহ (এনওসিএফপিএস) (কনসলিডেটেড)		
নগদ প্রবাহের বিবৃতি অনুসারে পরিচালন কার্যক্রম থেকে নগদ প্রবাহিত হয় (হাজারে)	১,১৮২,১৫৫	১,৫৭১,০৩৫
বছরে বকেয়া সাধারণ শেয়ারের সংখ্যা (হাজারে)	১৫,২১৮	১৫,২১৮
শেয়ার প্রতি মোট পরিচালনার নগদ প্রবাহ (এনওসিএফপিএস) (হাজারে)	৭৭.৬৮	১০৩.২৪

৪৪. ব্যবসায়ের উপর কোভিড-১৯ এর প্রভাব

সংস্থাটি আর্থিক ও অনার্থিক সম্পদ বহনের পরিমাণ পুনরুদ্ধার সহ এই আর্থিক ফলাফলের প্রস্তুতিতে কোভিড-১৯ থেকে যে সম্ভাব্য প্রভাবগুলি হতে পারে বিবেচনা করেছে। কোভিড-১৯ এর কারণে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে সম্ভাব্য ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা সম্পর্কিত অনুমানগুলো বিকাশে, সংস্থাটি এই আর্থিক ফলাফলগুলোর অনুমোদনের তারিখে, অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক তথ্যের ব্যবহার করেছে এবং প্রত্যাশা করে যে সম্পদ পুনরুদ্ধার করা হবে।

৪৫. প্রতিবেদন তারিখের পরবর্তী ইভেন্টসমূহ

৮ই এপ্রিল ২০২১ সালের ২৫৭তম বোর্ড সভাতে পরিচালকমন্ডলী সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে এবং বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদন সাপেক্ষে আলোচ্য বছরে শেয়ারপ্রতি ৪০.০০ টাকা (৪০০%) চূড়ান্ত লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়েছে, যার ফলে এ বাবদ ৬০৮,৭৩২ মিলিয়ন টাকা পরিশোধ করতে হবে।

Published by

Linde Bangladesh Limited
Corporate Office
285 Tejgaon Industrial Area, Dhaka 1208, Bangladesh
Phone +88 02 8870322–7, +88 01713099673
www.linde.com.bd